CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-226 ■ 18 May, 2026 ■ আগরতলা ১৮ মে, ২০২৬ ইং ■ ৩ জৈষ্ঠ্য, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দেশের শহরগুলির সঠিক বিকাশের অপর্যাপ্ত নগর পরিকল্পনা বড় বাধা ঃ অমিত শাহ

আমদাবাদ, ১৭ মে (আইএএনএস)।। দেশের শহরগুলির সঠিক বিকাশে অপর্যাপ্ত নগর পরিকল্পনা বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, ভারতের প্রয়োজন আরও সুসংগঠিত, দীর্ঘমেয়াদি এবং ভবিষ্যতমুখী নগর উন্নয়ন নীতি।

রবিবার আমদাবাদের ট্রাগাড এলাকায় গণেশ রিয়েল এস্টেট ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (জিআরইএমআই)-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন, দেশের অধিকাংশ শহর দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ছাড়াই সম্প্রসারিত হয়েছে।

তিনি বলেন, "যখন নগর পরিকল্পনা সঠিক হয় না, তখন ভালো শহর তৈরি হয় না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের দেশে শহরগুলি আগে বেড়েছে, তারপর সেখানে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।"

অমিত শাহের বক্তব্য, ভারতে রিয়েল এস্টেট ক্ষেত্র ঐতিহাসিকভাবে শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যেই বিকশিত হয়েছে। পরিবেশ, পরিকল্পনার কাঠামো এবং টাউন প্ল্যানিংয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে যথাযথভাবে নগর উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করা হয়নি।

তিনি বলেন, "এই সমস্যাগুলিকে সমন্বিতভাবে সমাধানের চেষ্টা আগে খুব একটা করা হয়নি।" স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন টাউন প্ল্যানিং প্রকল্প চালু করেছিলেন, যা দেশের প্রথম উদ্যোগগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল। সেখানে মানুষ বসবাস শুরু করার আগেই পরিকাঠামো এবং নাগরিক সুবিধার পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

অমিত শাহ বলেন, "প্রথমবারের মতো মানুষ বসবাসের আগে প্রয়োজনীয় পরিষেবার পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল।"

তিনি আরও বলেন, বিশ্বের নগর পরিকল্পনা এবং প্রযুক্তিগত মান দ্রুত এগিয়ে গেলেও ভারতের আধুনিক শহর পরিকল্পনার বহু ক্ষেত্র এখনও যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি।

এই ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যেই জিআরইএমআই গড়ে তোলা হয়েছে বলে জানান তিনি। প্রতিষ্ঠানটি রিয়েল এস্টেট এবং নগর পরিকল্পনা নিয়ে বিশেষায়িত শিক্ষা ও গবেষণার উপর জোর দেবে।

প্রাথমিকভাবে ৩০ হাজার বর্গফুটের একটি ভবনে ৩০০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করবে। পরবর্তীতে খোদিয়ার হ্রদ-এর কাছে ১০০ একর জমিতে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মূল ক্যাম্পাস নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

তিনি বলেন, "শুরুর দিকে হয়তো সব দিক অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হবে না, কিন্তু শুরুটা হয়েছে, তাই ভবিষ্যতে এটি আরও এগিয়ে যাবে।"

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল, উপমুখ্যমন্ত্রী হর্ষ সংঘভি এবং গণেশ হাউজিং লিমিটেড-এর আধিকারিকরা।

কোটায় দিল্লিগামী রাজধানী এক্সপ্রেসে আগুন, নিরাপদে যাত্রীরা

কোটা, ১৭ মে (আইএএনএস)।। রাজস্থানের কোটায় রবিবার ভোরে দিল্লিগামী রাজধানী এক্সপ্রেস-এর একটি কোচে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তবে এই ঘটনায় কোনও যাত্রী আহত হননি বলে রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

জানা গেছে, বিক্রমগড় আলোট রেলওয়ে স্টেশন-এর কাছে নিউ দিল্লিগামী রাজধানী এক্সপ্রেসের একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোচে প্রথম আগুন লাগে। সকাল প্রায় ৫টা ১৫ মিনিট নাগাদ বি-১ কোচে এই আগুনের সূত্রপাত হয়। ওই কোচে মোট ৬৮ জন যাত্রী ছিলেন।

ঘটনার পরই রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ), ট্রেনে থাকা রেলকর্মী এবং অন্যান্য আধিকারিকরা দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু করেন। প্রায় ১৫ মিনিটের মধ্যেই কোচটি খালি করে যাত্রীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সংলগ্ন কোচগুলিও খালি করা হয়। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কোটা রেলওয়ে বিভাগ-এর ত্রাণ ও উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

আগুন লাগার পর ক্ষতিগ্রস্ত কোচটিকে ট্রেন থেকে দ্রুত বিচ্ছিন্ন করা হয়।

পাশাপাশি নিরাপত্তার স্বার্থে ওভারহেড ইলেকট্রিক সাপ্লাই (ওএইচই) বন্ধ করে দেওয়া হয়।

কোটা ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) এক বিবৃতিতে বলেন, "সব যাত্রী নিরাপদ রয়েছেন। কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।"

রেল আধিকারিকদের তরফে জানানো হয়েছে, ট্রেন থেকে নামানো যাত্রীদের কোটা পর্যন্ত যাত্রার জন্য অন্যান্য কোচে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তবে আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে। এছাড়াও লুনি রিছা থেকে বিক্রমগড় আলোট রেল সেকশনের জন্য জরুরি যোগাযোগ নম্বরও প্রকাশ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ১২৪৩১ নম্বর রাজধানী এক্সপ্রেস শুক্রবার তিরুবনন্তপুরম থেকে যাত্রা শুরু করে এবং রবিবার দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে হযরত নিজামুদ্দিন রেলওয়ে স্টেশন-এ পৌঁছানোর কথা ছিল।

প্রসঙ্গত, এর মাত্র দু'দিন আগেই ১৫ মে হায়দ্রাবাদ-জয়পুর স্পেশাল এক্সপ্রেস-এর দুটি এসি কোচে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছিল নামপল্লি রেলওয়ে স্টেশন-এ।

আইফোন দেওয়ার নামে যুবতীকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে ।। আইফোন উপহার দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে এক উপজাতি যুবতীকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে আদিত্য দাস নামে এক কনটেন্ট ক্রিয়েটরকে। অভিযুক্ত আদিত্য দাস শহরের পরিচিত এক মোবাইল দোকান ব্যবসায়ী বলেও জানা গেছে। শনিবার গভীর রাতে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধলাই জেলার এক উপজাতি যুবতীর সঙ্গে কয়েক মাস আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে পরিচয় হয় অভিযুক্ত আদিত্য দাসের। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হয়। অভিযোগ, সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে যুবতীকে দেখা করার প্রস্তাব দেয় আদিত্য। পাশাপাশি তাকে একটি দামি আইফোন উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেয় সে।

নির্যাতিতা যুবতীর অভিযোগ অনুযায়ী, শনিবার সকালে ঔষধ কেনার উদ্দেশ্যে ট্রেনে করে আগরতলায় আসে সে। বাধারঘাট রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছানোর পর অভিযুক্ত আদিত্য দাস একটি দামি মোটরবাইক নিয়ে সেখানে হাজির হয়। প্রথমে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার কথা বললেও পরে স্টেশনের পাশের একটি তিনতলা হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয় যুবতীকে। সেখানে তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। বাধা দিলে মারধরও করা হয় বলে দাবি নির্যাতিতার।

অভিযোগ, হোটেল থেকে বের হওয়ার সময় অভিযুক্ত যুবতীর মোবাইল ফোন নিজের কাছে রেখে দেয় এবং প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। পরে কোনোভাবে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে পশ্চিম আগরতলা মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে নির্যাতিতা।

অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত তদন্তে নামে পুলিশ। পশ্চিম আগরতলা মহিলা থানার ওসি ইন্সপেক্টর শিউলি দাসের নেতৃত্বে শনিবার রাতে আগরতলার লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি সংলগ্ন অভিযুক্তের মোবাইল দোকানে অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকেই আদিত্য দাসকে আটক করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের বাড়ি কমলপুর এলাকায়। শহরের সিদ্ধি আশ্রম ও লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ির সামনে তার দুটি মোবাইলের দোকান রয়েছে। পাশাপাশি সে সামাজিক মাধ্যমে কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবেও পরিচিত। অভিযুক্ত বিবাহিত এবং তার সন্তানও রয়েছে বলে জানা গেছে। বর্তমানে গঙ্গাইল রোড এলাকায় বসবাস করছিল সে। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে, থানায় নিয়ে আসার পর অভিযুক্ত নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা বলে পুলিশকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে। পরে শনিবার গভীর রাতেই তাকে আমতলী থানার

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় সড়কের কাজ অনেকটাই এগিয়েছে, বর্ষায় সাময়িক সমস্যা হতে পারে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে ।। রাজ্যে জাতীয় সড়ক উন্নয়নের কাজ আগের তুলনায় অনেকটাই এগিয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে রাজ্য সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জাতীয় সড়কের উন্নয়নের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। তবে বর্ষাকালে এ বছরও কিছুটা সমস্যা তৈরি হতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তাঁর কথায়, যে কোনও উন্নয়নমূলক কাজ বর্ষার সময় কিছুটা বাধার সম্মুখীন হয়।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিব একাধিকবার প্রতিনিধি দল নিয়ে জাতীয় সড়ক পরিদর্শন করেছেন এবং কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজখবর রাখা হচ্ছে।

তিনি বলেন, আগের তুলনায় বর্তমানে জাতীয় সড়কের উন্নয়নের কাজ অনেক বেশি উন্নত ও সুসংগঠিতভাবে এগোচ্ছে।

এছাড়াও চোরাইবাড়ি ওয়েট ব্রিজ সংস্কার সংক্রান্ত বিষয়েও খোঁজখবর নেওয়া হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। সামাজিক ভাতা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে ডক্টর মানিক সাহা বলেন, প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে সরকার চিন্তাভাবনা করবে।

রেলের ধাক্কায় মৃত্যু হল বৃদ্ধের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে ।। আবারও রেলের ধাক্কায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটল রাজ্যে। এবার রানিরবাজার ব্রহ্ম টিলা এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ হারালেন এক বৃদ্ধ। মৃতের নাম স্বপন দেবনাথ। তাঁর বয়স আনুমানিক ৬০ বছর বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার সকালে ব্রহ্ম টিলা এলাকায় রেললাইনের পাশে এক ব্যক্তির দেহ পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসী পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, ট্রেনের ধাক্কায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সুস্থ সমাজ গঠনে যুবসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে ঃ সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে ।। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সুস্থ সমাজ ও শক্তিশালী দেশ গঠনে কাজে যুবসমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। রবিবার আগরতলা স্টুডেন্টস হেলথ হোমে অনুষ্ঠিত হয় ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের প্রথম স্টেট এক্সিকিউটিভ মিটিং।

সভায় উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের সভাপতি উদয় ভানু চিব, যুব কংগ্রেসের সর্বভারতীয় ইনচার্জ মণীশ শর্মা, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ সাহা, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, বিধায়ক বিরজিৎ সিনহা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

এদিন সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুদীপ রায় বর্মন বলেন, বর্তমান সময়ে যুব সমাজকে সুস্থ সমাজ গঠন ও দেশ গঠনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার যুব সমাজকে ভুল পথে পরিচালিত করার চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, নেশার করাল গ্রাসে যুব সমাজ ক্রমশ জড়িয়ে পড়ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এই ভয়ংকর প্রবণতা থেকে যুব সমাজকে রক্ষা করতে সকলকে একযোগে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। এছাড়াও কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করে সুদীপ রায় বর্মন বলেন, বিশেষ করে যুব সংগঠনের সদস্য সংখ্যা বাড়াতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বকে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।

মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা, নিহত ৪, আহত আরও ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, লংতরাইভ্যালী, ১৭ মে ।। ধলাই জেলার মনু মহকুমার ছাওমনু এলাকার ৩২ কিলো পূর্ব গোবিন্দবাড়ি এলাকায় ওয়াইদুক তুইসা সংলগ্ন সিআরপিএফ ক্যাম্পের প্রায় এক কিলোমিটার আগে রবিবার এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন আরও চারজন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জানা গেছে, রবিবার দুপুরে একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দুর্ঘটনার তীব্রতায় ঘটনাস্থলেই চারজনের মৃত্যু হয় এবং আরও চারজন গুরুতর আহত হন।

ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধারকাজে নেমে পড়েন। পরে পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠায়।

নিহতদের পরিচয় পাওয়া গেছে। তারা হলেন, রবিন্দ্রজয় ত্রিপুরা (৪৮), নাইহারাম রোয়াজা পাড়া, মুজিদা ত্রিপুরা (৫৮), নাইহারাম রোয়াজা পাড়া, বাখাক জয় ত্রিপুরা (৪০), রাজমনি রোয়াজা পাড়া, গোবিন্দবাড়ি এবং নারোজয় ত্রিপুরা (২৭), রাজমনি রোয়াজা পাড়া, গোবিন্দবাড়ি।

আহতদের মধ্যে রয়েছেন, যুগল জয় ত্রিপুরা (৩২), নাইহারাম রোয়াজা পাড়া, কসমনি ত্রিপুরা (১৩), নাইহারাম রোয়াজা পাড়া, সুমন ভৌমিক, আগরতলা এবং নিকুঞ্জ দাস, আগরতলা

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে তাদের চিকিৎসা চলছে।

দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকাজুড়ে শোকের আবহ সৃষ্টি হয়। মৃতদের পরিবারের কান্নায় পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে। স্থানীয় বাসিন্দারাও এই মর্মান্তিক ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে আহতদের দেখতে হাসপাতালে ছুটে যান মনু-ছৈলেংটা এলাকার এমডিসি হলিউড চাকমা। তিনি আহতদের চিকিৎসার খোঁজখবর নেন এবং নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। পাশাপাশি আহতদের উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন জানান তিনি।

গুরুতর আহত বিদ্যুৎকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে ।। সদর মহকুমার অন্তর্গত আরাবেলা এলাকার ১৭ মেগাওয়াট জিবি ৭১ টিলা পাওয়ার গ্রিড সাবস্টেশনে বিদ্যুতের কাজ করতে গিয়ে গুরুতরভাবে আহত হলেন এক বিদ্যুৎ কর্মী। আহত কর্মীর নাম বিশ্বরায় দেববর্মা। বর্তমানে তিনি জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন।

জানা গেছে, কর্মরত অবস্থায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতরভাবে আহত হন ওই কর্মী। অভিযোগ, সহকর্মীদের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

একমাস বিদ্যুৎ বিভ্রাটে বিপর্যস্ত চড়িলামবাসী, পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ মে।। চড়িলাম ব্লকের দক্ষিণ ও উত্তর চড়িলাম এলাকায় দীর্ঘদিনের বিদ্যুৎ বিভ্রাটে জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। প্রায় এক মাস ধরে নিয়মিত বিদ্যুৎ পরিষেবা না পাওয়ায় চরম দুর্ভোগে ভুগছেন এলাকাবাসী। বারবার বিদ্যুৎ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করেও কোনো স্থায়ী সমাধান না মেলায় শেষ পর্যন্ত ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দক্ষিণ চড়িলাম ও উত্তর চড়িলাম অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রায়ই অনিয়মিত হয়ে পড়ছে। কোথাও কোথাও ঘণ্টার পর ঘণ্টা, আবার কখনও সারাদিন বিদ্যুৎ না থাকায় গরমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে মানুষ। পড়াশোনা, ব্যবসা-বাণিজ্য, জরুরি পরিষেবা সবকিছুই মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় বড় ধরনের প্রভাব পড়ছে বলে জানিয়েছেন অভিভাবকরা।

এই পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী প্রথমে চড়িলাম-ধারিয়ারথল-হেরমা রোডে বিক্ষোভ ও অবরোধে বসেন। তবে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পরও বিদ্যুৎ দপ্তর কিংবা প্রশাসনের কোনো প্রতিনিধি ঘটনাস্থলে না পৌঁছানোয় পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরে বাধ্য হয়ে তারা আগরতলা—সাব্রুম জাতীয় সড়কের চড়িলাম মোটরস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় পথ অবরোধ শুরু করেন।

অবরোধ চলাকালীন ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশালগড় থানার পুলিশ। তারা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলেও বিদ্যুৎ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK
Page 1.pmd 1 18-05-2026, 00:43

জাগরণ
আগরতলা, ১৮ মে, ২০২৬ ইং
৩ জৈষ্ঠ্য, সোমবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

নেশার কবলে যুবসমাজ

নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার স্লোগান যেন স্লোগান সর্বস্ব হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবে নেশার সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে গোটা যুবসমাজ। গৃহবধূরাও খাবডুবু খাইতেছে নেশার কবলে। স্কুল কলেজ পরওয়ারা নেশায় আচ্ছন্ন হইতেছে। গন্ধহীন ও সেরা পথে নেশা গ্রহণ পরিস্থিতিকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। একাধিক সচেতনতা শিবির এবং সরকারি ব্যবস্থাপনায় একের পর এক এইডস প্রতিরোধ কর্মসূচির উপর ক্যাম্প করা হইলেও মরণব্যাধি এইডস দ্রুত ছড়াইতেছে দ্রুতগতিতে। কাঞ্চনপুর,আনন্দবাজা, থুমসরাইপাড়া এলাকার অবস্থা দিন দিন মারাত্মক হইতে। এইডসে আক্রান্তে উত্তর জেলার মধ্যে শীর্ষে দামছড়া। শিরাপথে মাদক নেওয়ার ফলে দ্রুতগতিতে ছড়াইছে এইডস সংক্রমণের রোগী। জনজাতি বাঙ্গালী বহু যুবতি গৃহবধূ শিরাপথে মাদকগ্রহন করায় তাহারা এইডসে আক্রান্ত হইতেছে। তাহাদের একটা ছোট অংশ যৌন কার্যকলাপে লিপ্ত থাকায় অনেক যুবকের শরীরে এইডস পাওয়া যাইতেছে। যাহা উদ্বেগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশেষ করিয়া পাহাড়ি জনপদে ব্যাপক বৃদ্ধি পাইয়াছে মরণব্যাধি এইডসের সংক্রমণ। গ্রাম পাহাড় সমতল সর্বত্র যুবতী কিশোরী এবং গৃহবধূ মহিলাদের শিরাপথে মাদক গ্রহন করিবার প্রবনতা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। উত্তরের দামছড়া, কাঞ্চনপুর এবং জম্পুই হাসপাতালে স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে এইডসপ্রতিরোধে ওএসটি সেন্টার খোলা হইয়াছে। কিন্তু ওএসটি গুলি মাদক সেবনকারী বা শিরাপথে মাদক নেওয়া নেশা গ্রস্থ যুবক যুবতী গৃহবধূদের যাওয়ার কোন আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। বর্তমানে শিরাপথে মাদক গ্রহনকারী যুবক যুবতীদের সংখ্যা প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চলগুলিতে হু হু করিয়া বাড়িতেছে। এইডসের ভয়ংকর পরিস্থিতির কথা এইডস দপ্তরের কর্মকর্তারা স্বীকার করিলেও এর প্রতিরোধে তেমন জুৎসই ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ চোখে পড়িতেছে না। রাজ্য জুড়িয়া এইডস প্রতিরোধে রোডম্যাপ এখনো তৈরি হয় নাই। উত্তর ত্রিপুরা জেলার দামছড়ায় এইডস আক্রান্তের সংখ্যা বাড়িবার কারন শিরাপথে যুবক যুবতীরা প্রতিনিয়ত মাদক গ্রহন করায়।একদিকে শিরাপথে মাদক গ্রহন এবং গন্ধহীন গুড়ো নেশা সামগ্রী কিভাবে গোটা রাজ্যে শিক্ষিত প্রজন্মকে ধংস করিতেছে তাহা উত্তর জেলার প্রত্যন্ত এলাকার মাদক ব্যবহারকারী যুবক যুবতীদের বায়োডাটা দেখিলেই প্রমাণিত। এলাকার মাদক ব্যবহারকারীরা অনেকেই এম এ, এগ্রি বি এস সি এবং কলেজের পাঠ অর্ধসমাপ্ত করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের স্বীকারোক্তিতে জানা যায় বন্ধুদের সাথে প্রথমবার একদিন শখ করিয়া ড্রাগস নিয়াছিল। পুজো পার্বন সহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে মদের প্রচলন থাকায় তাহাদের একটু আকটু মদ খাওয়ার অভ্যাস ছিল । কিন্তু ড্রাগস থেকে তাহারা দূরে ছিলো। কিন্তু বন্ধু বান্ধবদের পাল্লায় পড়িয়া প্রথমবার ড্রাগস নেওয়ার পর তাহাদের নাকি মনে হইয়াছিল এই নেশায় তৃপ্তি আছে। ধীরে ধীরে সব কিছু ছাড়িয়া ড্রাগসের নেশায় আসক্ত হইয়া পড়ে তাহারা। ক্রমশ নেশার চাহিদায় বর্তমানে শিরা পথে সিরিঞ্জের মাধ্যমে ড্রাগস নিতেছে তাহারা । এই নেশার কবলে পড়িয়া বহু মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত নষ্ট হইয়া যাইতেছে। অনেক পরিবার ধ্বংস হইয়া যাইতেছে একদিকে ড্রাগসের নেশা ,অন্যদিকে তাহাদের খরচ মিটাইতে মাদক সেবনকারিদের গোটা পরিবার সর্বশান্ত হইয়া পড়িতেছে । তাহাদের অভিশপ্ত জীবন থেকে স্বাভাবিক জীবনে টানিয়া আনিবার কোন রোডম্যাপ তৈরি করিতে পারিতেছে না রাজ্য রাজ্য সরকার বা রাজ্য এইডস কন্টোল বোর্ড। অথচ এর জন্য বৎসরে কোটি কোটি টাকার অর্থ বরাদ্দ হইতেছে।দেখা যাইতেছে বহু ড্রাগস আক্রান্ত পড়ুয়া বাড়ির আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না থাকিলেও কষ্ট করিয়া পড়াশোনা চালাইয়া যাইতেছিল। ভালো পড়াশোনা করিয়া সরকারি চাকুরী করিবার স্বপ্ন ছিল তাহাদের। কিন্তু বন্ধুদের পাল্লায় পড়িয়া ড্রাগসের স্বাদ নিতে গিয়া তাহাদের জীবনটা অভিশপ্ত হইয়া গিয়াছে। শুধু এই দুই চারজন মেধাবী যুবক নয় , শত শত শিক্ষিত যুবক যুবতী গন্ধহীন এবং শিরাপথে নেশার টানে ধংস হইয়া যাইতেছে। এক কথায় বতর্মান প্রজন্ম ড্রাগসের কবলে পড়িয়া বিনাশ হইয়া যাইতেছে। আর অভিভাবকেরা দিশাহারা। শিরা পথে ইনজেকশনের মাধ্যমে ড্রাগস নিতে গিয়া এইডসে আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। স্কুল কলেজের বাথরুমে, মাঠে পাওয়া যাইতেছে ড্রাগস ব্যবহার করা সিরিঞ্জ। মারাত্মক অবস্থা চলিতেছে। গন্ধহীন মাদকের বিরুদ্ধে সরকারি ভাবে প্রচার চালানোর পরও দিন দিন মাদকের বাড়বাড়ন্তে অভিভাবকদের মধ্যে চিন্তার ভাজ,দিশেহারা অভিভাবকেরা। মাদক মুক্ত সমাজ, নেশা মুক্ত ত্রিপুরা শ্লোগান যেন বিদ্রুপ করিয়া হাসিতেছে। রাজ্য এইডস কন্টোল সোসাইটি যেভাবে ঢাকঢোল পিটাইয়া তাহাদের প্রচার করিতেছে যদি তাহার অর্ধেকও কাজ করিত তাহা হইলে এইডস কিছুটা প্রতিরোধ করা যাইত বলিয়া তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত। সমাজ থেকে নেশার এই ভয়ংকর প্রবণতা বন্ধ করিতে না পারিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ধ্বংসের পথে ধাবিত হইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। দেশ রাজ্য ও সমাজকে বাঁচাইতে হইলে সকলকে এই ব্যাপারে সচেতন হইতে হইবে। অন্যথায় গোটা সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস হইয়া যাইবে।

অনন্ত পথের যাত্রী রবীন্দ্রনাথ

উপনিষদের ব্যাপকতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে সর্বত্র, কি কবিতায়, কি গল্পে। আবার গানের ছত্রে ছত্রে দুরন্ত বহতা নদীর মতো প্রবাহমান।

সুস্মিতা মুখার্জী চট্টোপাধ্যায়

'আমি পথিক, পথ আমারি সাথী
যত আশা পথের আশা,
পথে যেতেই ভালোবাসা,
পথে চলার নিত্যরসে দিনে দিনে
জীবন ওঠে মাতি'.

শুধু অনন্তের পথে নয়, পথমাত্রই কবির চিত্তকে চঞ্চল করে। পথিক কবির অতীতের প্রতি মায়া নেই। ভবিষ্যতের আশা তিনি রাখেন না শেলীর স্কাইলার্কের মত বর্তমান তাঁর উপভোগ্য। অনন্ত পথের পরিব্রাজক কবির পরম বন্ধু যেন পথ। কবি একলা সেই অজানা পথের যাত্রী। চলার পথেই তিনি মাতিয়ে চলেছেন। কবি বলেছেন, 'গৃহই অতীতের জন্য শোক করে, বর্তমানের জন্য ভাবে, ভবিষ্যতের আশায় পথ চাহিয়া থাকে।'

পথবিলাসী কবি তাই পথের ধর্মই লাভ করেছেন জীবন পথে চলতে চলতে। পথের বাণীকে তিনি রাজপথের রূপ দিয়েছেন। কবির জীবনে অজানার জন্য অসীম ব্যাকুলতা নিত্যনতুন সাধনাতে নিত্যনতুন ব্যথা।

গৃহের চেয়ে পথই তাঁর আপনার। কবির জীবনে অবিরাম যাত্রা অজানার উদ্দেশে। অজানা কবিকে আকর্ষণ করে, কিন্তু পথের শেষে কী আছে তা তিনি জানেন না তিনি পথ চলার মধ্যেই আনন্দ পান নিত্যই হাতে হাতে পথে পথেই সেই আনন্দ। এই আনন্দই তাঁর পাথেয়, এই আনন্দই তাঁকে অগ্রগমনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দান করে। কবি বলেছেন

'পেলেই সে তো ফুরিয়ে ফেলি,
আবার আমি দুহাত মেলি
নিত্য দেওয়া ফুরায় না যে, নিত্য
নেওয়া তাই।'

আসলে তৃষ্ণা অসীম। তৃষ্ণার তৃপ্তির জন্য প্রার্থনার অন্ত নেই প্রাপ্তিরও সীমা নেই। অনিশ্চিতকে গ্রহণ করার জন্য মানুষকে আত্মমগ্নতা থেকে কিছুটা বেরিয়ে আসতেই হয়। নিজের 'আমিত্ব'কে বিশ্বচরাচরে ছড়িয়ে দেবার জন্য বিস্ময়বোধ একটি বিশেষ অনুঘটকের কাজ করে। যে কোনও কবি-শিল্পীর মধ্যেই এই বিস্ময়বোধ থাকে, কিন্তু তার পাশাপাশি যেখানে তিনি একজন ব্যক্তি মানুষমাত্র সেখানে তাঁর আমিত্বের আত্মকেন্দ্রিকতাও থেকে যায়। সেখানেই তিনি অন্য অকবির মতো নিশ্চিত আশ্রয় খোঁজেন না। রবীন্দ্রনাথও সম্ভবত এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। বিচিত্র পৃথিবীর পানে তাকিয়ে তাঁর বিস্ময়, সমর্পণ তাই সত্যি।

রবীন্দ্রনাথের মতে, প্রেম এক শক্তিশালী শক্তি যা সৃষ্টির উৎস এবং এর মাধ্যমেই মানুষ তার আত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে। আসলে রবীন্দ্রনাথের দর্শনে আত্মার অমরত্ব একটি চলমান প্রক্রিয়া, যা প্রকৃতি ও মানবতাবাদী চেতনার সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রেমের মাধ্যমে আত্মার পূর্ণতা এবং প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা অর্জনের মধ্যেই এর সার্থকতা নিহিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে 'আধ্যাত্মিক সাধনা' অরূপের সাধনা। সাধকরা বস্তু পৃথিবীর বাইরে অতীন্দ্রিয় জগতের অনুসন্ধান করেন সেই সাধনায়। 'আধ্যাত্মিকতা' আমাদের চেতনাকে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত করে। এর মাধ্যমে তাঁর আনন্দরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসী কিংবা সাধক ছিলেন না। তিনি সুফিধারাসহ অন্য মরমিয়াদের মতো অধ্যাত্মসাধনায় নিমগ্নও হননি। তিনি ছিলেন কবি। তবে তাঁর সমগ্র চেতনার মধ্যে একটা নিগূঢ় অধ্যাত্ম-অনুভূতি ছিল সেই অনুভূতিই তাঁর শিল্পচেতনার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কাব্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি কাব্য এবং অন্যান্য রচনায় আধ্যাত্মচেতনা প্রকাশিত হয়েছে। কবির আধ্যাত্মসাধনা নিঃসন্দেহে সর্বজনীন চেতনা দ্বারা পরিশুদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দর্শনে, আত্মা এক অবিরাম যাত্রা, যা প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত এবং ক্রমবিকাশের পথে চলে। তিনি আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করতেন, তবে তা জাগতিক ধারণার বাইরে, এক অসীম সত্তার সঙ্গে মিশে যাওয়া। তাঁর মতে, মানুষের জীবন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে আত্মা ক্রমাগত বিকশিত হয় এবং প্রকৃতির বৃহত্তর সত্তার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার দিকে এগিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, আত্মা শরীর ত্যাগের পরেও ধ্বংস হয় না, বরং প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিদ্যমান থাকে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া, যা মৃত্যুর মাধ্যমে শেষ হয় না, বরং বৃহত্তর সত্তার সঙ্গে মিশে যায়। আত্মার পূর্ণতা জাগতিক বস্তু বা খ্যাতিতে নয়, বরং প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা এবং বৃহত্তর সত্তার উপলব্ধি ও প্রেম-ভালোবাসার মাধ্যমে আসে। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির প্রতিটি স্তরে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করতেন এবং মানুষের জীবনকে প্রকৃতির বৃহত্তর ধারার সঙ্গে যুক্ত মনে করতেন। তাই প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জীবনযাপন করা এবং তার সৌন্দর্য ও রহস্য উপলব্ধি করা আত্মার বিকাশে সহায়ক। রবীন্দ্রনাথের দর্শনে মানবতাবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। তিনি মনে করতেন, মানুষের প্রতি প্রেম ও সেবার মাধ্যমে আত্মিক উন্নতি ঘটে এবং এটিই আত্মার পূর্ণতার পথ।

উপনিষদের ব্যাপকতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে সর্বত্র, কি কবিতায়, কি গল্পে। আবার গানের ছত্রে ছত্রে দুরন্ত বহতা নদীর মতো প্রবাহমান। উদাহরণস্বরূপ, গীতাঞ্জলি কাব্যে তিনি লিখেছেন: 'জীবনে যত পূজা হল না সারা, জানি হে জানি তাও হয়নি হারা। যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে, যে নদী মরুপথে হারালো ধারা'। এটি ঔপনিষদিক ধারণাকে প্রতিফলিত করে যে, শাশ্বতই একমাত্র আশ্রয়। ভারতে মায়া গানটিতে তিনি গেয়েছেন 'হে মা, বিশ্ব তোমার দেহ'। কিংবা 'হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ, কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান'। এটি ঔপনিষদিক ধারণাকে প্রতিফলিত করে যে, মহাবিশ্ব ব্রহ্মের একটি প্রকাশ। ব্রহ্ম হল চরম বাস্তবতা, সর্বব্যাপী, মহাবিশ্বের চিরন্তন সারমর্ম। এটি সমস্ত অস্তিত্ব এবং জ্ঞানের উৎস। উপনিষদ শিক্ষা দেয় যে, ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয় এবং অবিনশ্বর, সমস্ত কিছুকে পরিব্যাপ্ত করেও তাদের বাইরেও রয়েছে। ব্রহ্ম হল অপরিবর্তনীয় নীতি, যা অভূতপূর্ব জগতের অন্তর্গত। ঔপনিষদিক চিন্তাবিদদের জন্য, এই জ্ঞান হল প্রজ্ঞার সর্বোচ্চ রূপ, কারণ এটি উপলব্ধির দিকে নিয়ে যায় যে, আত্মা স্বতন্ত্র, অবিভাজ্য বাস্তবতার অংশ। বাড়িতে ব্যক্তিগত শিক্ষকদের দ্বারা, ঠাকুর ব্রিটিশ উদারনীতির নতুন ধারণাগুলির সঙ্গেও উদ্ভাসিত হয়েছিলেন, যা ধীরে ধীরে ভারতের সমাজ ধারণ করতে শুরু করেছিল। এই আদর্শের সংমিশ্রণটি তাঁর লেখায় একটি বড় প্রভাব ফেলেছিল পরবর্তী সময়ে।

তিনি উপনিষদের আরেকটি চরম সত্য দার্শনিক ধারণা 'আত্মা'র দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বাস করতেন যে, মানুষ তাদের অভ্যন্তরের সঙ্গে সংযোগ করতে পারে এবং এই সংযোগ শান্তি এবং সুখ আনতে পারে। তিনি এই ধারণাটিকে তাঁর লেখায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তাঁর অনেক কাজই মানুষ এবং তাদের অন্তর্নিহিত চিন্তা ও অনুভূতির মধ্যের সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই তৈরি। উপনিষদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখার উপর একটি বড় প্রভাব ফেলেছিল। তিনি মানব প্রকৃতির আধ্যাত্মিক দিকটি অন্বেষণ করার জন্য তাদের শিক্ষার উপর আকৃষ্ট হয়েছিলেন। উপনিষদ শিক্ষা দেয় যে, আত্মা চিরন্তন এবং আমাদের প্রকৃত প্রকৃতি হল ঐশ্বরিক। রবীন্দ্রনাথ এই দর্শন ব্যবহার করেছিলেন মানুষের হৃদয়ের গভীরতম গভীরতা অন্বেষণ করতে এবং সমস্ত মানুষের আধ্যাত্মিক সম্ভাবনাকে উদ্যাপন করতে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ধারণাগুলিকে সঠিকভাবে আত্মস্থ করেছিলেন এবং নিজস্ব একটি দার্শনিক ভাবধারা বিকাশের জন্য ব্যবহার করেছিলেন, যা উপাদানের চেয়ে আধ্যাত্মিকতাকে বেশি মূল্য দেয়। ঔপনিষদিক ধারণাগুলি রবীন্দ্রনাথের লেখার সর্বত্র দেখা গেলেও তাঁর কবিতায় তিনি মানব আত্মার আধ্যাত্মিক যাত্রার বর্ণনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে, জীবনের গভীরতম সত্যগুলি কেবল কবিতার মাধ্যমেই ধরা যায় এবং শিল্পীর আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত জগতের মধ্যস্থতাকারী হিসাবে সমাজে একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'হৃদয়ের ধর্ম' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'উপনিষদ আমার পবিত্র গ্রন্থ। আমি তাদের আমার গুরু বলে মনে করি।' তিনি তাঁর নিজস্ব অনন্য সাহিত্য ও দার্শনিক কাজ তৈরি করতে তাদের ধারণাগুলিকে নিজের চিন্তা-চেতনার মাধুরী মিশিয়ে তৈরি করেন এক সমসাময়িক চিরন্তন দার্শনিক তত্ত্ব। তাঁর প্রবন্ধ, 'ভারতের ধর্ম'তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন: 'বেদান্ত আমাদের সংস্কৃতি তৈরিতে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রভাব ফেলেছে। এটি ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনের উৎস এবং তার নৈতিক আদর্শের বসন্ত প্রবাহ। এটি তার চারুকলার জননী এবং তার দর্শনের ভিত্তি।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক লেখা তাঁর আধ্যাত্মিক এবং সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। তিনি প্রায়শই অনুপ্রেরণার জন্য উপনিষদের দিকে চোখ ফেরাতেন। ঐক্য ও আত্ম-জ্ঞানের বিষয়বস্তু তাঁর কাজকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে। ঠাকুরের জন্য সাহিত্য ছিল জীবনের আধ্যাত্মিক মাত্রা অন্বেষণের একটি উপায় এবং উপনিষদগুলি অস্তিত্ব সম্পর্কে গভীরতম সত্য বোঝার মূল চাবিকাঠি। তিনি লিখেছেন: 'উপনিষদ হল হিন্দুদের সবচেয়ে পবিত্র গ্রন্থ। এগুলিতে বেদের সারমর্ম রয়েছে এবং সমস্ত হিন্দু দর্শনের ভিত্তি। তারা শেখায় যে, আত্মা পরম সত্তার সঙ্গে এক এবং সমস্ত মহাবিশ্ব এক।' রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়লে অনুধাবন করতে কোনও অসুবিধা হয় না যে, তিনি উপনিষদের একজন মহান অনুরাগী ছিলেন, যার প্রভাব তাঁর লেখায় স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। উপনিষদ বলে, আধ্যাত্মিক জগৎ ভৌত জগতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৭৮ সালে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম কবিতার বই প্রকাশ করেন, যেটিতে আধ্যাত্মিক জগৎ সম্পর্কে কবিতা অন্তর্ভুক্ত ছিল। উপনিষদ এছাড়াও শিক্ষা দেয় যে আত্মা অমর এবং মানুষের একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করা উচিত। তিনি অন্যদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপনের গুরুত্বেও বিশ্বাস করতেন এবং তাঁর লেখা এই বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করে। রবীন্দ্রনাথ অদ্বৈত বেদান্তের ভারতীয় দর্শন দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন, যা শেখায় যে ভৌত জগৎ একটি ভ্রম এবং শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক জগতই বাস্তব। এই দর্শন শিক্ষা দেয় যে, সমস্ত মানুষ শেষ পর্যন্ত এক।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যৌবনে মৃত্যুর সম্ভাবনা দূরবর্তী। তাই তাকে নিয়ে কাব্যের মধ্যে দিয়ে লীলাবিলাস চলেছে। বার্ধক্যে মৃত্যু আসন্ন তখন তাকে নিয়ে আর লীলারস চলে না। মৃত্যুভয়কে একেবারে অস্বীকার তিনি করতে পারেননি। মৃত্যুভয়কে জয় করবার জন্য তিনি মৃত্যুর অনেক সঙ্গত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

কবি বলেছেন,

'মানুষের মুখ্য ভয়, মৃত্যুভয়
কেমনে করিবে তারে জয় নাহি
জানে।
তাই সে হেরিছে ধ্যানে
মৃত্যুবিজয়ীর এটা হতে অক্ষয়
অমৃত স্রোতে
প্রতিক্ষণে নামিছ ধরায়।'

কবি অনন্তপথ যাত্রার পরিকল্পনায় সান্ত্বনা লাভ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে, আত্মা শাশ্বত, ব্রহ্মের সঙ্গে সংযুক্ত এক চূড়ান্ত বাস্তবতা। রবীন্দ্রনাথের জন্য, উপনিষদ ছিল তাঁর সারা জীবন অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনার উৎস। যে মানুষ একটি বৃহত্তর সমগ্রের শুধুমাত্র টুকরো অংশ, এবং আমরা বৃহত্তর মহাবিশ্বের সঙ্গে সংযোগ করেই প্রকৃত সুখ খুঁজে পেতে পারি। এই দর্শনটি তাঁর লেখায় প্রতিফলিত হয় বারবার, যা প্রায়শই পাঠকদের বইয়ের বাইরে চিন্তা করার এবং পৃথিবীতে বিদ্যমান সৌন্দর্য দেখতে আহ্বান জানায়। রবীন্দ্রনাথও উপনিষদের সমস্ত জীবনের ঐক্যের বিশ্বাস দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তিনি প্রায়শই মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে আধ্যাত্মিক সংযোগ সম্পর্কে লিখতেন। উপনিষদ তাঁকে দেখিয়েছিল যে, মহাবিশ্ব একটি একক, ঐশ্বরিক নীতির প্রকাশ এবং জীবনের লক্ষ্য এই নীতির সঙ্গে আমাদের ঐক্য উপলব্ধি করা। এই উপলব্ধি জ্ঞানের সর্বোচ্চ রূপ।

কবি বলেছেন, পরমাত্মার জন্য জীবাত্মার মিলনাগ্রহ মানবের স্বাভাবিক ধর্ম। আমরা প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে মাঝে মাঝে একে স্পষ্টভাবে ধরতে পারি। পূর্ণের পথের যাত্রী আত্মার অমরতা ও অসীমতায় বিশ্বাসী কবির অন্তরে একদিকে যেমন অসীম তৃষ্ণা, তেমনি অপরদিকে অসীম আশা। তিনি জানেন মানুষের কোনও সাধনাই ব্যর্থ নয় --- যা কিছু অসম্পূর্ণ, সবই পূর্ণতা লাভ করবে একদিন।

'এ জন্মের যা কিছু সুন্দর
স্পর্শ যা করেছে প্রাণ দীর্ঘ যাত্রাপথে
পূর্ণকার ইঙ্গিত জানায়ে
বাজে মনে নহে দূর নহে বহুদূর।'

নদী যেমন অসীমের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে তেমনি অসীমের মধ্যে আমাদের সকল সাধনাই একদিন পূর্ণতা লাভ করবে। এই সীমার জগতেও আমরা দেখি, যার অবসান হল মনে করি, তা নব নব রূপে ফিরে ফিরে আসে।

'ফুরায় যাহা ফুরায় শুধু চোখে
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে
আলোকে।
পুরাতনের হৃদয় টুটে
আপনি নূতন উঠে ফুটে
জীবনে ফুল ফোটা হলে মরণে ফল
ফলবে।'

কবি অপূর্ণকে সূর্য্যের বিপরীত মনে করেন না। বলেন, পূর্ণাভিমুখী। তাই তো তিনি বলেছেন

'জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা
ধূলায় তাদের যত হ'ক অবহেলা
পূর্ণের পদপরশ তাদের পরে।'

কবি যেন সত্যের উপলব্ধি করে নিজেকে বার বার আশ্বস্ত করেছেন, সেই সত্যের কথা প্রভুর উদ্দেশে বলেছেন

'জীবনে যত পূজা হলো না সারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি সারা।
যে ফুল না ফুটিয়ে ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে হারাল ধারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।'

'মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান।/ মেঘবরণ তুঝ, মেঘজটাজুট,/রক্ত কমলকর, রক্ত অধরপুট/ তাপবিমোচন করুণ কোর তব/ মৃত্যু অমৃত করে দান।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনের প্রথম প্রভাতে দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে অমৃতের স্বরূপ বলেই আহ্বান করেছিলেন ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে 'মরণ' কবিতায়। আবার বলেছেন, 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে/তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে'।

অসীম প্রতিভাধর রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে যেমন বিশ্বস্বীকৃতি এনে দিয়েছেন, তেমনি তাঁর চিন্তার স্তরে স্তরে যে মানবকল্যাণের বিচিত্র দিক প্রতিফলিত, রবীন্দ্র-গবেষণায় তা উঠে এসেছে। তবে সুদীর্ঘ জীবনে রবীন্দ্রনাথকে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত ধারণ-লালন করতে হয়েছে। বালক বয়সে মায়ের মৃত্যু এবং পরবর্তী সময়ে সন্তান ও স্ত্রীর অকালমৃত্যু এর মধ্যে অন্যতম। মৃত্যুর মতো বেদনাবহ ঘটনা যেখানে সমগ্র মানবসত্তাকে ওলোট-পালট করে দিতে সক্ষম, সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একান্ত স্বজন হারিয়েও নিজেকে স্থির রেখেছিলেন। তবে কাব্য-সাহিত্যে কবির 'মৃত্যু-দর্শন' নানা অনুষঙ্গে বিকশিত ও সমন্বিত হওয়া থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, যতই তিনি বেদনাবহ ঘটনাগুলো সসম্মানে আত্মস্থ করে উপেক্ষা করুন না কেন নিজের জন্মদিনের আড়ম্বর নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই 'প্রবাসী' পত্রিকায় লেখেন 'খ্যাতির কলবরমুখর প্রাঙ্গণে আমার জন্মদিনের যে আসন পাতা রয়েছে, সেখানে স্থান নিতে আমার মন যায় না। আজ আমার প্রয়োজন স্তব্ধতায় শান্তিতে।' আবার, নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থে 'মৃত্যু' কবিতায় বলেন

'মৃত্যু অজ্ঞাত মোর
আজি তার তরে
ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া
কাঁপিতেছি ডরে
এত ভালোবাসি
বলে হয়েছে প্রত্যয়
মৃত্যুরে আমি ভালো
বাসিব নিশ্চয়।'

অস্বীকারের সুযোগ নেই, 'মৃত্যু' এমনই এক বাস্তব সত্য যে, মৃত্যু সম্পর্কে বিশ্বাসের কোনও প্রয়োজন পড়ে না। যদিও মৃত্যু পরবর্তী জীবন নিয়ে নানা কথা প্রচলিত আছে। মানুষ সবচেয়ে বেশি ভয় করে মৃত্যুকে। তাই সবসময় মৃত্যুকে এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াতে চায়। তবুও মৃত্যুকে আলিঙ্গন না করে কোনও উপায় নেই মানুষের। কবির অধিকাংশ কবিতা এবং গানে পরমাত্মায় নিবিষ্ট হওয়ার গভীর আকুতি প্রতিভাত। পরমপুরুষের সান্নিধ্য লাভের মধ্য দিয়েই কবি যে পরম সুখের সন্ধান করেছেন, তা অনন্ত জীবনেরই ইঙ্গিতবাহী। রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বতানকে জীবন গানে' মেলাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি রচনা করেছেন দুঃখের গান, যা শুনে মানুষের মন অনন্তর পানে ধেয়ে যায়। এই অনাবিল অনন্তের ধারা মৃত্যু পরবর্তী অবস্থায় পর্যবসিত। তিনি বলেন

'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণা
ধারায় এসো।
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়,
গীতসুধারসে এসো।
কর্ম যখন প্রবল-আকার গরজি
উঠিয়া ঢাকে চারিধার
হৃদয়প্রান্তে, হে জীবন নাথ, শান্ত
চরণে এসো।'

জীবনকে আটকে রাখা যাবে না, এই পরম সত্যকে বারবার উপলব্ধিতে এনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় যে মৃত্যুদর্শন এঁকেছেন, তা কালক্রমে হয়ে উঠেছে নান্দনিক এক জীবনদর্শন। তিনি লিখেছেন, 'জীবনেরে কে রাখিতে পারে, আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।' তিনি স্বাভাবিকভাবে ঝরে যাওয়ার প্রত্যয়ও ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন লেখায়। এসব সত্য কবি জীবন দিয়ে বুঝেছেন। তাই তিনি মৃত্যু সম্পর্কে সানাই-এর 'ক্ষণিক' কবিতায় লিখেছেন

'এ চিকন তব লাবণ্য যবে দেখি
মনে মনে ভাবি একি
ক্ষণিকের পরে অসীমের বরদান
আড়ালে আবার ফিরে নেয় তারে
দিন হলে অবসান।'

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-দর্শনেও প্রেক্ষণবিন্দুতে আছে একটি বোধ; আর তা হলো মৃত্যু তার শোক ও দুঃখের মাধ্যমে জীবনে সত্যের, মুক্তির ও শক্তির ত্রয়ীরূপকেই ফুটিয়ে তোলে। সুতরাং তাঁর মতে সুখের মতো দুঃখকেও স্বাগত জানাও, স্বাগত জানাও জীবনের মতো মৃত্যুকেও। এই চেতন-প্রক্রিয়া মৃত্যুর মাঝেও নান্দনিক অনুভবের ইঙ্গিতবাহী। রবীন্দ্রনাথ যাপনের অতলস্পর্শী হৃদয়মুখরতার গাম্ভীর্য থেকে খুঁজে এনেছেন মহিমান্বিত নান্দনিকতা। আবার সেই নান্দনিকতার কোলেই তিনি বস্তুত একা হয়েছেন। প্রাণময়ী উষ্ণতায় মেলে ধরেছেন জীবনের সহস্র রঙ। তাই রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দর্শন'-এর মতো তাঁর 'মৃত্যু-দর্শন'ও গুরুত্বপূর্ণ। বোধ করি, জীবনের প্রতিটি মাধুর্যমণ্ডিত মুহূর্তেই তিনি পরম মমতায় মৃত্যুর অনিবার্য শূন্যতাকে উপলব্ধি করেছিলেন; তাই ছিন্নপত্রাবলীতে তিনি লিখেছেন 'ইচ্ছে করে জীবনের প্রত্যেক সূর্যোদয়কে সজ্ঞানভারে অভিবাদন করি এবং প্রত্যেক সূর্যাস্তকে পরিচিত বন্ধুর মতো বিদায় দিই।'

রবীন্দ্রনাথ নিজে আপন সৃষ্টির বাঁধনে বাঁধা পড়েননি ঠিকই, কিন্তু এটি মর্মে মর্মে জানতেন তাঁর জাগতিক দেহ বিলীন হলেও তিনি তাঁর অমর সৃষ্টির মধ্যে চিরদিন তাঁর মমতাময়ী মর্ত্যভূমিতে অমর হয়ে থাকবেন। জীবনের সাধনায় তিনি যে পরিতৃপ্তি লাভ করেছেন, তা তাঁকে হাসিমুখে মরণকে বরণ করতে উৎসাহিত করে। এই পরিতৃপ্তিই তাঁর অন্ন, পথের পাথেয়। 'বর্ষশেষ' কবিতায় কবি লিখেছেন

'যাত্রা হয়ে আসে সারা আয়ুর
পশ্চিম পথ শেষে
ঘনায় মৃত্যুর ছায়া এসে।
অস্তসূর্য্য আপনার দাক্ষিণ্যের
শেষ বন্ধ টুটি
ছড়ায় ঐশ্বর্য্য তার ভরি দুই মুঠি।
বর্ণ সমারোহে দীপ্ত মরণের
দিগন্তের সীমা
জীবনের হেরিনু মহিমা।'

তিনি বলেন 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই।' প্রিয়জনদের নানারকম দুঃখ-সওয়া এবং দুঃখ-দেওয়া অকালমৃত্যুগুলি প্রত্যেকটিই একটিমাত্র প্রশ্ন করে বসে আছে রবীন্দ্রনাথের মনে মানুষের জীবনে দুঃখের ভূমিকা কি? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই তিনি দুঃখকে বুঝতে সক্ষম হন। যে কারণে কবির ভাবনায় মৃত্যু কখনো প্রণয়ী, বাউল, কখনো বা বালিকা বধূর বর বেশে, সখা সেজে বন্ধুরূপে, অন্ধকারের ধ্যাননিমগ্ন ভাষার মতো অবগুণ্ঠনের আবরণ পরে, অরুণবহ্নির রুদ্র সাজে, জীবনরথের সারথি হয়ে, ললিত লোভন মোহন রূপে কিংবা জ্যোতির্ময়ের পরশমণি হয়ে ধরা দিয়েছে। তিনি পুরোপুরি মানবকল্যাণে নিবেদিত ছিলেন বলেই হয়তো স্বজন বিয়োগবেদনা বা মৃত্যুবেদনা থেকে উত্থিত জীবনবিমুখতা তাঁর কাছে স্বার্থমগ্নতারই অন্য এক রূপ। মৃত্যুর সৌন্দর্য আস্বাদন করে তিনি সেই পরম উপলব্ধির অমিয়ধারা ছড়িয়ে দিয়েছেন কবিতা ও গানে, সাহিত্যের নানা শাখায়।

বিনাশ নয়, নিরন্তর চলার জন্যই মৃত্যুর স্পর্শলাভে দেহের খোলস বদলে যায় বারংবার। কারণ এমন বদলেই সম্ভব হয়, নানা রূপ পরিগ্রহের ভেতর দিয়ে বিবিধ বৈচিত্র্যের আস্বাদন রবীন্দ্রনাথে যার সার্থক উপস্থিতি। মানুষের ভালবাসার অকৃপণ উৎস কবিকে ভালোবাসার অপরাজেয় শক্তি যুগিয়েছে। বিদায় তাঁকে নিতেই হবে, এ সত্য জেনেও তিনি ভালোবাসার কাছে দাঁড়িয়ে লিখেছেন

'এ বিশ্বেরে ভালোবাসিয়াছি।
এ ভালবাসাই সত্য এ জন্মের
দান।
বিদায় নেবার কালে
এ সত্য অম্লান হয়ে মৃত্যুরে
করিবে অস্বীকার।'

কবি বলেন, 'জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তার পরিচয় পেতে হবে। যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে সে পায়নি। যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দি করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায়, যাকে সে ধরেছে সে মৃত্যুই নয়, সে জীবন'। রবীন্দ্রনাথ মূলত জীবন অনুসন্ধানের দিকেই গুরুত্বারোপ করেছেন। আর তাই জীবন-মৃত্যুর নিঃশব্দ প্রণয়খেলা কবির কাছে নবজীবন, নবযৌবন লাভের আহ্বান নিয়ে এসেছে। এসেছে নান্দনিক বোধের উৎস হয়ে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার যুব কংগ্রেসের তরফে কার্যনির্বাহী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ এবং আশিস সাহা।

অপরাধ ও বেআইনি কারবারের বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে বিশেষ অভিযান, ওড়িশায় গ্রেফতার ১,৭৭১

ভুবনেশ্বর, ১৭ মে (আইএএনএস): অপরাধ এবং বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযান চালিয়ে পাঁচ দিনের বিশেষ অভিযানে ১,৭৭১ জনকে গ্রেফতার করেছে ওড়িশা পুলিশ। অভিযানে বিপুল পরিমাণ গাঁজা, বেআইনি অস্ত্র এবং বিভিন্ন যানবাহনও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে রবিবার জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিকরা।

গত ১২ মে থেকে ১৬ মে পর্যন্ত চলা এই বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয় ওড়িশা পুলিশের ডিজিপি যোগেশ বাহাদুর খুরানিয়া-এর নির্দেশে। জেলার পুলিশ সুপার ও পুলিশ কমিশনারদের তত্ত্বাবধানে রাজ্যের সব পুলিশ রেঞ্জে অভিযান চালানো হয়।

অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল বিচারাধীন অজামিনযোগ্য পরোয়ানা কার্যকর করা, পলাতক অভিযুক্তদের গ্রেফতার, মাদক পাচার রোধ, বেআইনি খনি ও অস্ত্র ব্যবসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া এবং মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পাঁচ দিনে বিচারাধীন পরোয়ানা কার্যকর করে ১,৭৭১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পাশাপাশি ১৯০ জন পলাতক অভিযুক্তকেও গ্রেফতার করে আদালতে পেশ করা হয়েছে।

এছাড়া পাঁচজন কুখ্যাত অপরাধীর বিরুদ্ধে জাতীয় নিরাপত্তা আইন (এনএসএ)-এর অধীনে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ৪৪৯ জন অভ্যাসগত অপরাধীর বিরুদ্ধে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা-এর ১২৯ ধারায় এবং ৬৪৩ জনের বিরুদ্ধে ১২৬ ধারায় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

মাদকবিরোধী অভিযানে মোট ৩১টি মাদকদ্রব্য এবং সাইকোট্রপিক পদার্থ আইন (এনডিপিএস) মামলা রুজু করা হয় এবং ২৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযানে ৩,০২৬ কেজি ৭০২ গ্রাম গাঁজা, ১৬.৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার, ছয়টি গাড়ি, দুটি মোবাইল ফোন এবং ১২,৩৪৮ টাকা নগদ উদ্ধার করা হয়েছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম রেঞ্জে সর্বাধিক ১,৯৪৩ কেজি ৪ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। এরপর দক্ষিণ রেঞ্জে ৬৮৩ কেজি ৪৬ গ্রাম এবং উত্তর রেঞ্জে ২৮৪ কেজি ৮৬ গ্রাম গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

অভিযানে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ৯৬৬ জন মদ্যপ চালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং তাদের যানবাহন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে মোট ১.৮৯ কোটি টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

বেআইনি খনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধেও অভিযান চালিয়ে ১৩৬টি মামলা রুজু করা হয় এবং ৬০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। পাশাপাশি ১৭৯টি যানবাহন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে ছিল ট্রাক, ট্র্যাক্টর, টিপার, জেসিবি ও অন্যান্য ভারী যন্ত্রপাতি।

বেআইনি অস্ত্র ব্যবসার বিরুদ্ধে অভিযানে নয়টি মামলা দায়ের করা হয় এবং ১৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়। মোট ২০টি অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। এছাড়াও গবাদি পশু পাচার সংক্রান্ত পাঁচটি মামলা রুজু করে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং চারটি গাড়ি থেকে ৩৩টি গবাদি পশুকে উদ্ধার করা হয়েছে।

ওড়িশা পুলিশ জানিয়েছে, রাজ্যজুড়ে অপরাধচক্র এবং বেআইনি মাফিয়া নেটওয়ার্ক ভেঙে দিতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিক্রমশীলা সেতু ধসের পর যোগাযোগ ফেরাতে উদ্যোগ, অস্থায়ী বেইলি ব্রিজ নির্মাণ শুরু বিআরও-র

পাটনা, ১৭ মে (আইএএনএস): সীমান্ত সড়ক সংস্থা (বিআরও) বিহারের ভাগলপুর জেলার ধসে পড়া বিক্রমশীলা সেতু-এর ক্ষতিগ্রস্ত অংশে অস্থায়ী বেইলি ব্রিজ নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। সেতুর একটি অংশ ভেঙে পড়ার কয়েকদিন পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সেতু ধসের কারণে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ায় সাধারণ মানুষকে ব্যাপক সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছিল। বিআরও-র এই উদ্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় যান চলাচল স্বাভাবিক করার আশা তৈরি হয়েছে।

বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত অংশের উপর ৪৯ মিটার দীর্ঘ একটি অস্থায়ী বেইলি ব্রিজ নির্মাণ করা হচ্ছে, যা প্রাথমিকভাবে হালকা যানবাহন চলাচলের জন্য ব্যবহার করা হবে। শনিবার নির্মাণকাজ শুরুর আগে বিআরও কর্মীদের উপস্থিতিতে পুরোহিতদের দ্বারা ভূমিপুজোর আয়োজন করা হয়। যাত্রীদের দুর্ভোগ কমাতে দ্রুত কাজ শেষ করার লক্ষ্য নিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। বিহার সরকারও দ্রুত ছোট গাড়ির চলাচল পুনরায় চালু করার পরিকল্পনা করছে। গত ৪ মে ভোররাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এরপরই বিহার সরকার প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং দ্রুত মেরামতির জন্য কেন্দ্রের সহায়তা চায়। এক সরকারি আধিকারিকের মতে, ভাগলপুরের দিকে সংযোগকারী অংশে ভূমিধসের জেরে প্রায় ৩৩ মিটার অংশ ভেঙে গঙ্গা নদী-এ পড়ে যায়।

এই ঘটনায় অবহেলার অভিযোগে রাজ্যের সড়ক নির্মাণ দফতর এক নির্বাহী প্রকৌশলীকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং সেনার শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করেন। ঘটনার জেরে সীমান্তঞ্চল অঞ্চল-সহ ১৬টি জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিদিন প্রায় এক লক্ষ মানুষের যাতায়াতও প্রভাবিত হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ বিহারের মধ্যে এই সেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ হিসেবে পরিচিত। গত এক দশকে তিনবার সংস্কার হওয়ার পরও ফের কাঠামোগত ক্ষতির ঘটনা নির্মাণমান এবং তদারকি নিয়ে নতুন প্রশ্ন তুলেছে। সর্বশেষ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শেষ হয়েছিল মার্চ ২০২৬-এ।

কোটায় দিল্লিগামী রাজধানী এক্সপ্রেসে ভয়াবহ আগুন, নিরাপদে উদ্ধার সব যাত্রী

কোটা, ১৭ মে (আইএএনএস): রাজস্থানের কোটায় রবিবার ভোরে দিল্লিগামী রাজধানী এক্সপ্রেস-এর একটি কোচে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তবে এই ঘটনায় কোনও যাত্রী আহত হননি বলে রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

জানা গেছে, বিক্রমগড় আলোট রেলওয়ে স্টেশন-এর কাছে নিউ দিল্লিগামী রাজধানী এক্সপ্রেসের একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোচে প্রথম আগুন লাগে। সকাল প্রায় ৫টা ১৫ মিনিট নাগাদ বি-১ কোচে এই আগুনের সূত্রপাত হয়। ওই কোচে মোট ৬৮ জন যাত্রী ছিলেন।

ঘটনার পরই রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ), ট্রেনে থাকা রেলকর্মী এবং অন্যান্য আধিকারিকরা দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু করেন। প্রায় ১৫ মিনিটের মধ্যেই কোচটি খালি করে যাত্রীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সংলগ্ন কোচগুলিও খালি করা হয়।

খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কোটা রেলওয়ে বিভাগ-এর ত্রাণ ও উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আগুন লাগার পর ক্ষতিগ্রস্ত কোচটিকে ট্রেন থেকে দ্রুত বিচ্ছিন্ন করা হয়। পাশাপাশি নিরাপত্তার স্বার্থে ওভারহেড ইলেকট্রিক সাপ্লাই (ওএইচই) বন্ধ করে দেওয়া হয়। কোটা ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) এক বিবৃতিতে বলেন, "সব যাত্রী নিরাপদ রয়েছেন। কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।" রেল আধিকারিকদের তরফে জানানো হয়েছে, ট্রেন থেকে নামানো যাত্রীদের কোটা পর্যন্ত যাত্রার জন্য অন্যান্য কোচে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তবে আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে। এছাড়াও লুনি রিছা থেকে বিক্রমগড় আলোট রেল সেকশনের জন্য জরুরি যোগাযোগ নম্বরও প্রকাশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১২৪৩১ নম্বর রাজধানী এক্সপ্রেস শুক্রবার তিরুবনন্তপুরম থেকে যাত্রা শুরু করে এবং রবিবার দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে হযরত নিজামুদ্দিন রেলওয়ে স্টেশন-এ পৌঁছানোর কথা ছিল। প্রসঙ্গত, এর মাত্র দু'দিন আগেই ১৫ মে হায়দ্রাবাদ-জয়পুর স্পেশাল এক্সপ্রেস-এর দুটি এসি কোচে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছিল নামপল্লি রেলওয়ে স্টেশন-এ।

দিল্লিতে মাদক চক্রের বিরুদ্ধে বড় অভিযান ৮.১২০ কেজি গাঁজা উদ্ধার; গ্রেফতার এক

নয়াদিল্লি, ১৭ মে (আইএএনএস): মাদক পাচার চক্রের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযানে দিল্লির বাপরোলা এলাকায় এক মাদক সরবরাহকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযানে তার কাছ থেকে ৮.১২০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে বলে রবিবার পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।

অভিযানটি চালায় দিল্লি পুলিশ-এর আউটার ডিস্ট্রিক্টের স্পেশাল স্টাফ বিভাগ। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য এবং সাইকোট্রপিক পদার্থ আইন (এনডিপিএস) আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আউটার ডিস্ট্রিক্টের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার জানান, "এনডিপিএস আইনের অধীনে এক মাদক সরবরাহকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে" এবং "তার কাছ থেকে ৮.১২০ কেজি গাঁজা উদ্ধার ও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।" পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ১৪ মে স্পেশাল স্টাফের সাব-ইন্সপেক্টর বিপিন গোপন সূত্রে খবর পান যে দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় গাঁজা সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত এক ব্যক্তি সন্ধ্যার সময় বাপরোলা এলাকায় মাদক সরবরাহ করতে আসবে। তথ্য পাওয়ার পর দ্রুত পদক্ষেপ নেয় পুলিশ। সাব-ইন্সপেক্টর বিপিন কুমার, এএসআই মুরারি লাল, হেড কনস্টেবল রোহিত, কনস্টেবল হরকেশ, বিজয় লৌরা এবং অনুজকে নিয়ে একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়। বীরেন্দ্র দালাল-এর তত্ত্বাবধানে এবং ইন্সপেক্টর রোহিতের নেতৃত্বে ওই দল বাপরোলায় ফাঁদ পাতে। কিছুক্ষণ পর একটি নীল রঙের ব্যাগ হাতে সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে দেখতে পায় পুলিশ। গোপন সূত্রের ব্যক্তি তাকে শনাক্ত করার পর পুলিশ তাকে আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতের পরিচয় জানা যায় আলতাফ আলম (২০) হিসেবে, যিনি উত্তরপ্রদেশের কুশীনগরের বাসিন্দা। তার ব্যাগ তল্লাশি করে চারটি প্যাকেটে লুকানো গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানায়, ঘটনাস্থলেই উদ্ধার হওয়া গাঁজার ওজন করা হয় এবং তা ৮.১২০ কেজি বলে নিশ্চিত হওয়ার পর আইনি প্রক্রিয়া মেনে বাজেয়াপ্ত করা হয়। এরপর রানহোলা পুলিশ স্টেশন-এ এনডিপিএস আইনে এফআইআর দায়ের করে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, মাদকের উৎস এবং এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য সদস্যদের খুঁজে বের করতে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বৃহত্তর মাদক সরবরাহ নেটওয়ার্ক ভেঙে দেওয়ার লক্ষ্যে তদন্তও চলছে।

জনগণনা প্রস্তুতিতে হরিয়ানায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি একাধিক জেলায় ১০০ শতাংশ হাউসলিস্টিং সম্পূর্ণ

চণ্ডীগড়, ১৭ মে (আইএএনএস): হরিয়ানা-তে চলমান ২০২৭ সালের জনগণনার হাউসলিস্টিং ও হাউজিং সেন্সাস (এইচএলও) কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। রাজ্যের অধিকাংশ এলাকায় ইতিমধ্যেই হাউসলিস্টিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং একাধিক জেলায় ১০০ শতাংশ সূচনা সম্পন্ন হয়েছে।

রবিবার রাজ্যের মুখ্যসচিব অনুরাগ রাস্তোগী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা শাসক, পুর কমিশনার, জেলা শিক্ষা আধিকারিক এবং অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে একটি পর্যালোচনা বৈঠক করেন। বৈঠকে জনগণনা কার্যক্রমের অগ্রগতি ও নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করার প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠকে মুখ্যসচিব সব আধিকারিককে জনগণনার কাজকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং নিষ্ঠা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ সম্পন্ন করার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, জনগণনা নীতি নির্ধারণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা, সম্পদ বণ্টন এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের অন্যতম ভিত্তি। তাই প্রশাসনিক কাজের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।

রাস্তোগি আরও জানান, জনগণনার কাজে কোনও কর্মী অবহেলা করলে বা অসহযোগিতা করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জনগণনা কার্যক্রমের অধিকর্তা ললিত জৈন জানান, হরিয়ানার মোট হাউসলিস্টিং ব্লকের ৯৭ শতাংশেরও বেশি এলাকায় কাজ শুরু হয়ে গেছে।

যমুনানগর, কুরুক্ষেত্র, কাইথাল, কর্নাল, ফতেহাবাদ, হানসি, চরখি দাদরি এবং ফরিদাবাদ-সহ একাধিক জেলায় ১০০ শতাংশ হাউসলিস্টিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

এর মধ্যে চরখি দাদরি জেলা সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে, যেখানে ৩২ শতাংশেরও বেশি কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ফতেহাবাদ, হানসি, জিন্দ এবং মহেন্দ্রগড় জেলাতেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা গেছে। পুরনিগমগুলির মধ্যে পানিপথ সর্বাধিক কাজ সম্পন্ন করেছে। তার পরেই রয়েছে রোহতক এবং ফরিদাবাদ।

বৈঠকে আর্থিক কমিশনার সুমিতা মিশ্র জনগণনা সফল করতে পুরসভা, গ্রাম প্রধান, পঞ্চায়েত সদস্য এবং আবাসিক কল্যাণ সমিতিগুলির সক্রিয় সহযোগিতার উপর জোর দেন। পাশাপাশি গ্রামসভাগুলিকে জনগণনা প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা এবং সচেতনতা বাড়ানোরও আহ্বান জানান।

জেলা প্রশাসনগুলিকে জনগণনার কাজে নিযুক্ত কর্মীদের কাজের সময় প্রয়োজন অনুযায়ী পুনর্বিন্যাস করার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে, যাতে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে মাঠপর্যায়ের কাজ শেষ করা যায়।

গ্রেট নিকোবর প্রকল্প নিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে চিঠি জয়রাম রমেশের, পরিবেশ ও আদিবাসী অধিকার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ

নয়াদিল্লি, ১৭ মে (আইএএনএস): গ্রেট নিকোবর দ্বীপ প্রকল্পকে ঘিরে পরিবেশগত ছাড়পত্র, আদিবাসী অধিকার এবং প্রকল্পের কৌশলগত যৌক্তিকতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-কে চিঠি লিখেছেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ।

এক্স-এ নিজের চিঠির বিস্তারিত তুলে ধরে জয়রাম রমেশ জানান, "পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী এবং জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রীকে চিঠি লেখার পর এবার আমি প্রতিরক্ষামন্ত্রীর কাছেও গ্রেট নিকোবর প্রকল্প নিয়ে লিখেছি।" চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, গত ১ মে ২০২৬-এ কেন্দ্র সরকার 'দ্য গ্রেট নিকোবর আইল্যান্ড প্রজেক্ট: এফএকিউ' শীর্ষক একটি প্রেস নোট প্রকাশ করে। তার দাবি, প্রকল্পের পরিবেশগত অনুমোদন নিয়ে সেখানে বিভ্রান্তিকর তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

রমেশ লেখেন, "১০ মে আমি পরিবেশ মন্ত্রীকে জানিয়েছিলাম যে এই প্রকল্পের পরিবেশগত অনুমোদন অত্যন্ত সন্দেহজনক ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে।" পাশাপাশি ১৩ মে জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রীকে পাঠানো চিঠিতে তিনি অভিযোগ করেন, বন অধিকার আইন, ২০০৬-এর বিধানগুলি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে।

তিনি আরও দাবি করেন, প্রকল্পটি মূলত একটি বাণিজ্যিক উদ্যোগ হলেও সেটিকে এখন জাতীয় নিরাপত্তার যুক্তিতে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যদিও তিনি বলেন, দেশের প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কোনও মতভেদ নেই।

চিঠিতে বিকল্প প্রতিরক্ষা অবকাঠামোর কথাও উল্লেখ করেছেন জয়রাম রমেশ। তিনি বলেন, আইএএনএস বাজ, যা গ্রেট নিকোবরে অবস্থিত, সেখানে রানওয়ে সম্প্রসারণ এবং নৌ জেটি নির্মাণের পরিকল্পনা বহু বছর ধরে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। তার মতে, এই পরিকল্পনার পরিবেশগত প্রভাব অনেক কম। এছাড়াও আন্দামান ও নিকোবার কমান্ড-এর অধীনে থাকা আইএনএস কার্দীপ, আইএনএস কোহাসা, আইএনএস উৎক্রোশ, আইএনএস জারোয়া এবং কার নিকোবার বিমান বাহিনী স্টেশন-এর মতো বিদ্যমান পরিকাঠামো সম্প্রসারণের প্রস্তাবও তিনি দেন।

জয়রাম রমেশের মতে, প্রস্তাবিত ট্রান্সশিপমেন্ট বন্দর ও টাউনশিপ দেশের সামরিক সক্ষমতা বাড়াতে কোনও ভূমিকা রাখে না। চিঠির শেষে তিনি বলেন, বর্তমান আকারে গ্রেট নিকোবর প্রকল্প "একটি পরিবেশগত বিপর্যয়ের রেসিপি" এবং বিকল্প পরিকল্পনাগুলি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করার আহ্বান জানান।

ইএফটিএ-র সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক চুক্তি 'গেমচেঞ্জার', মত আন্তর্জাতিক বিশ্লেষণে

নয়াদিল্লি, ১৭ মে (আইএএনএস): বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (টিইপিএ) চুক্তিকে ভারতের অর্থনৈতিক কূটনীতি ও ইউরোপের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে এক আন্তর্জাতিক বিশ্লেষণে। ২০২৫ সালের ১ অক্টোবর থেকে কার্যকর হওয়া ভারত ও ইউরোপীয় মুক্ত বাণিজ্য সমিতি (ইএফটিএ)-র এই চুক্তিকে ভারতের জন্য 'গেমচেঞ্জার' হিসেবেও দেখা হচ্ছে।

জিওপলিটিকো-তে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই চুক্তি ভারতের আত্মবিশ্বাসী বৈশ্বিক অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে উত্থানের প্রতিফলন, যেখানে দেশটি ভারসাম্যপূর্ণ, ভবিষ্যতমুখী এবং বিনিয়োগ-সংযুক্ত বাণিজ্য অংশীদারিত্ব গড়ে তুলছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, আগামী ১৫ বছরে এই চুক্তির মাধ্যমে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়োগ এবং ১০ লক্ষ কর্মসংস্থানের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে দুই পক্ষের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ২৪.৪ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। পাশাপাশি ভারতের রপ্তানির প্রায় ৯৯.৬ শতাংশের উপর শুল্ক ছাড়ের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

ইএফটিএ-র সদস্য চারটি উন্নত ইউরোপীয় দেশ হল সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, আইসল্যান্ড এবং লিচেনস্টাইন। যদিও তারা ইউরোপীয় ইউনিয়ন-এর সদস্য নয়, তবুও শিল্প, উদ্ভাবন, আর্থিক পরিকাঠামো ও ক্রয়ক্ষমতার দিক থেকে তারা বিশ্বের অন্যতম উন্নত অর্থনীতি হিসেবে পরিচিত।

এই চুক্তিকে ভারতের প্রথম পূর্ণাঙ্গ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা উন্নত ইউরোপীয় অর্থনীতির একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে স্বাক্ষরিত হয়েছে। ফলে এর গুরুত্ব শুধু শুল্ক হ্রাসে সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রযুক্তি, বিনিয়োগ, স্থায়িত্ব, উন্নত উৎপাদন ও উদ্ভাবনভিত্তিক শিল্পে নতুন সহযোগিতার সুযোগও তৈরি করবে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে এই চুক্তির সময় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্বজুড়ে ভূ-রাজনৈতিক বিভাজন, সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্ন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে টিইপিএ নতুন আস্থা তৈরি করেছে।

বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র-চীন কৌশলগত প্রতিযোগিতা, রাশিয়া-ইউরোপ সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং একক বাজারভিত্তিক সরবরাহ ব্যবস্থার উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা নিয়ে উদ্বেগের সময়ে এই চুক্তিকে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, পারস্পরিক বিশ্বাস ও যৌথ সমৃদ্ধির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা অর্থনৈতিক সহযোগিতা যে অনিশ্চয়তার মধ্যেও টিকে থাকতে পারে, টিইপিএ তারই প্রমাণ। পাশাপাশি এটি ভারতের বহুমুখী বাণিজ্য অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার বৃহত্তর কৌশলেরও অংশ।

বেঙ্গালুরু-মুম্বই বন্দে ভারত স্লিপার পরিষেবা শীঘ্রই চালু হতে পারে: অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ১৭ মে (আইএএনএস): বহু প্রতীক্ষিত বন্দে ভারত স্লিপার পরিষেবা শীঘ্রই বেঙ্গালুরু ও মুম্বাই-র মধ্যে চালু হতে পারে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। রবিবার ভার্চুয়াল মাধ্যমে বেঙ্গালুরু ও মুম্বইয়ের মধ্যে নতুন একটি এক্সপ্রেস ট্রেনের সূচনা অনুষ্ঠানে তিনি এই ঘোষণা করেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, দক্ষিণ ও উত্তর কর্নাটকের দীর্ঘদিনের একাধিক রেল-সংক্রান্ত দাবি এখন দ্রুত পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধির মাধ্যমে পূরণ করা হচ্ছে।

অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, "দক্ষিণ ও উত্তর কর্নাটকের বহুদিনের দাবি এখন বাস্তবায়িত হচ্ছে। পাশাপাশি বেঙ্গালুরু-মুম্বই বন্দে ভারত স্লিপার পরিষেবাও শীঘ্রই শুরু হতে পারে।" তিনি জানান, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কর্ণাটক-র জন্য রেল বাজেটে বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, যার ফলে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ রেল প্রকল্পগুলির কাজ দ্রুত এগোচ্ছে। মন্ত্রী জানান, অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম-এর আওতায় কর্নাটকের ৬১টি রেলস্টেশন ২,১৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে পুনর্গঠনের কাজ চলছে। এর মধ্যে ইতিমধ্যেই ৯টি স্টেশনের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। বড় প্রকল্পগুলির মধ্যে বেঙ্গালুরু ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে স্টেশন-এর পুনর্নির্মাণে প্রায় ৪৮৫ কোটি টাকা এবং যশবন্তপুর রেলওয়ে স্টেশন-এর উন্নয়নে ৩৬৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। রেলমন্ত্রী আরও জানান, ২০১৪ সালের পর থেকে কর্নাটকে প্রায় ১,৭৫০ কিলোমিটার নতুন রেলপথ নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া কঠিন ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে থাকা হাসান—ম্যাঙ্গালুরু রেলওয়ে বিভাগ-এ বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং বর্তমানে পরীক্ষামূলক কাজ চলছে। বেঙ্গালুরু শহরতলি রেল প্রকল্প-এর অগ্রগতি সম্পর্কেও তথ্য দেন বৈষ্ণব। তিনি জানান, প্রকল্পের চারটি করিডোরেই কাজ এগোচ্ছে। বাইয়াপ্পানাহল্লি-চিক্কাবনভারা এবং হিলালিগে-রাজনুকুনতে করিডোরের জমি অধিগ্রহণ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং স্টেশন নির্মাণের কাজ চলছে। এছাড়া কেম্পেগৌড়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ইলেকট্রনিক সিটি, মারাঠাহাল্লি এবং হেব্বাল-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকাকে শহরতলির রেল নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করা হবে, যার ফলে শহরের যাতায়াত ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে বলে তিনি জানান।

রবিবার আগরতলা রামঠাকুর সেবা মন্দিরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য শিবির। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

নিয়মিত ধ্যান করে কমান স্ট্রেস, বাড়ান মনোযোগ

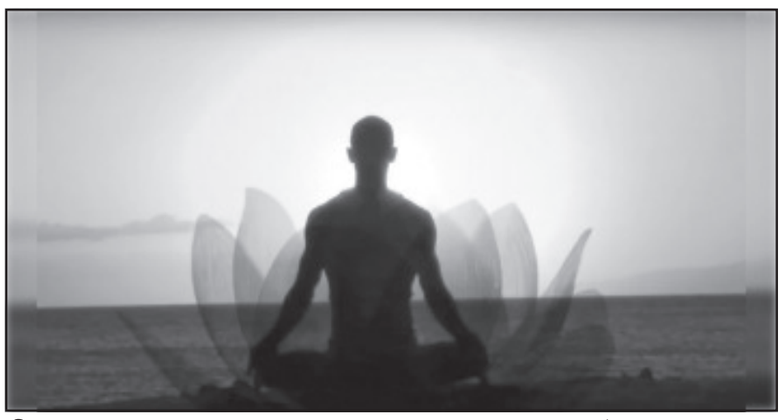

জীবন যাত্রার নানান সময়ে নানান কারণে আমাদের মন, মস্তিষ্ক অশান্ত হয়ে ওঠে। মন শান্ত না থাকলে কোনও কাজই ঠিকভাবে করা যায় না। কোনও কাজে মনোযোগ দেওয়া যায় না। আর এই সমস্যা কোনও ওষুধ নয় ঠিক করতে পারে এক অভ্যাস, মেডিটেশন!

মেডিটেশন বা ধ্যান হলো আত্মনিমগ্ন হওয়ার প্রক্রিয়া। মেডিটেশন হচ্ছে একটি উপায় বা পথ। স্বাস্থ্যবিদ থেকে শুরু করে মনোবিদরা নিয়মিত কিছু সময়ের জন্য ধ্যান মুদ্রা বা ধ্যানমূলক আসন অভ্যাস করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এই পরামর্শ ছোট্ট শিশু থেকে শুরু করে পড়ুয়া, প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি সকলকেই দিয়ে থাকেন বিশেষজ্ঞরা। এমনকি ধ্যান বা মেডিটেশনের উপকারিতা সম্পর্কে সকলকে অবগত করতে প্রতি বছর ২১সে মে পালন করা হয় বিশ্ব ধ্যান দিবস বা ওয়ার্ল্ড মেডিটেশন ডে।

মেডিটেশন কী এবং মেডিটেশনের উপকারিতা গবেষণায় দেখা গেছে, একজন মানুষ গড়ে প্রতিদিন ৭০,০০০ ভাবনার মুখোমুখি হয়। আপনি যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৭ ঘণ্টা সময় ঘুমান তাহলে বাকি থাকে ১৭ ঘণ্টা ব্যাপ্তিতে আপনি কম-বেশি ৭০ হাজার ভাবনা ভাবছেন। আবার ৭ ঘণ্টা সময় যে ঘুমাচ্ছেন, সেখানেও কিছু ভাবনা আপনার ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন হিসেবে দেখা দিচ্ছে বা প্রকাশ পাচ্ছে। একটার পর একটা চিন্তার স্রোতে প্রতেক্যেই অবিরাম ভেসে চলেছেন। এই চিন্তার পরিমাণ বাড়তে বাড়তে আমরা যেন চিন্তাকে নয়, চিন্তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হই। আর তখনই ঘটে সমস্যা। মানসিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণবিহীন চিন্তা প্রভাব ফেলে আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্যের ওপরও। তবে এই সকল সমস্যার সমাধান করতে পারে মেডিটেশন বা ধ্যান। প্রতিদিন মেডিটেশন বা ধ্যান করলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। বিশেষ করে মনকে শান্ত বা স্থির করার জন্য নিয়মিত মেডিটেশন করা উচিত। চাকুরীজীবি হোক কিংবা পড়ুয়া, সকলেই বেশ উপকৃত হন। চাকুরীজীবি ও শিক্ষার্থীদের জন্য ধ্যানের উপকারিতা (অসীম। মানসিক চাপ থেকে বাড়ে স্ট্রেস এবং অ্যাংজাইটি। এই জাতীয় সমস্যা দূর করার ক্ষেত্রে মেডিটেশনের গুরুত্ব অপরিসীম। নিয়মিত মেডিটেশন বা ধ্যান করলে যে উপকারিতাগুলো পাওয়া যায়- মানসিক অবসাদ বা চাপের পাশাপাশি অ্যাংজাইটি বা উৎকণ্ঠা বোধ দূর করে মেডিটেশন। অনেকেই রয়েছেন সামান্য ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে যান। মেডিটেশন বা ধ্যান নিয়মিত ভাবে অভ্যাসের মাধ্যমে এই উৎকণ্ঠা কমানো সম্ভব। মনঃসংযোগ বাড়াতে চাইলে ধ্যানের অভ্যাস খুব উপকারী। যে কোনও কাজে মনঃসংযোগ প্রয়োজন। অনেক সময়ই চিন্তার কারণে গভীর মনসংযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না, এক্ষেত্রে উপকার করে ধ্যান। মন শান্ত, ধীর স্থির হয় বা মনঃসংযোগ ছাড়াও মানসিক অবসাদ দূর করতেও মেডিটেশন বা ধ্যানের গুরুত্ব অসীম। সকালবেলা কিছুক্ষণ মেডিটেশন করতে পারলে সারাদিন রিফ্রেশ লাগবে। আবেগের উপর নিয়ন্ত্রণ মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত থাকলে অনেকক্ষেত্রেই চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এক্ষেত্রে মেডিটেশন করলে নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও লাভ করা যায়। অনেকের স্বভাব থাকবে সবকিছু ভুলে যাওয়ার। এই অভ্যাস মারাত্মক আকার নিতে পারে। এই অমনযোগ দূর করতেও মেডিটেশন বা ধ্যান খুব ভাল ভাবে কাজ করে। অনিদ্রার সমস্যা থাকলে সেটাও কমাবে মেডিটেশনের অভ্যাস। মেডিটেশন করলে শরীর শান্ত হয়, শিথিল হয়। তার ফলে ভাল ঘুম হয়। শরীরের ক্লান্তি দূর হয় এবং বিশ্রাম পাওয়া যায়।

ধ্যানমূলক আসন ঃ-

মেডিটেশনে মানসিক উপকারিতা এবং এর আসনে শারীরিক উপকারিতাও পাওয়া যায়। মন শান্ত, স্থির করার সঙ্গে সঙ্গে শরীর সুস্থ্য রাখতে হলে প্রতিনিয়ত ধ্যান মুদ্রা বা আসন অভ্যাস করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন বিশেষজ্ঞরা। দেখে নেওয়া যাক কী কী আসনে ধ্যান অভ্যাস করবেন-

পদ্মাসন। পদ্মাসন ভঙ্গিতে মেডিটেশন করলে শরীরের ভারসাম্য ঠিক থাকে। এই আসনটি করার জন্য প্রথমে পা সোজা করে বসতে হবে। এরপর বাঁ পা এমনভাবে ভাঁজ করতে হবে যেন বাঁ পা তির্য্যকভাবে ডান উরুতে এবং বাঁ গোড়ালি যতটা সম্ভব নাভির কাছাকাছি থাকে। ডান পায়ের ক্ষেত্রেও একইভাবে উল্টো দিকে ডান গোড়ালিটি নাভির কাছাকাছি রেখে ধ্যান করতে হবে। পদ্মাসনের উপকারিতা আরও মননশীল করে তোলে এবং মস্তিষ্কের কার্যকারিতা উন্নত করে। পাশাপাশি এটি আপনার শরীরকেও শিথিল করে। পদ্মাসনের উপকারিতা সাধারণ পেশীর টান কমায় এবং মনকে শান্ত করে।

সিদ্ধাসন। সিদ্ধাসন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করে। এটি স্নায়ুতে ভারসাম্যপূর্ণ প্রভাব ফেলে। এই আসন করতে হলে প্রথমে পা সোজা করে বসতে হবে। তারপর ডান পা বাঁকিয়ে পা মেঝেতে শরীরের খুব কাছাকাছি রাখতে হবে। এবার বাঁ পা বাঁকিয়ে বাঁ পা ডান পায়ের ওপরে রাখতে হবে। পায়ের তলা ডান উরু স্পর্শ করবে। ডান পায়ের আঙুলগুলো উরু এবং বাঁ পায়ের মাঝখানে এবং বাঁ পায়ের আঙুলগুলো উরু এবং ডান পায়ের মাঝখানে টেনে আনতে হবে। যদি শরীর সোজা রাখা কঠিন হয় বা হাঁটু মেঝেতে না ঠেকে তাহলে বসার জন্য কুশন ব্যবহার করতে পারেন।

সুখাসন। সুখাসন করতে হলে দুটি পা ভাঁজ করে একে অপরের ওপর রাখতে হবে। এভাবে বসে মেডিটেশন করা সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। কারণ এই ধ্যানমূলক আসন সবচেয়ে বেশি আরামদায়ক।

স্বস্তিকাসন। স্বস্তিকাসন অনেকটা সুখাসনের মতোই। ডান পা-টা বাঁ পায়ের ওপর রেখে এবং বাঁ পা ডান পায়ের তলায় রেখে বসতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন দুটো পায়ের পাতা মাটি স্পর্শ করে। এই ধ্যানমূলক আসনও খুব আরামদায়ক। এই ভঙ্গিতে বসে মেডিটেশন করতে পারেন।

বজ্রাসন। বজ্রাসন করতে হলে পা দুটো ভাঁজ করে হাঁটু গেড়ে বসতে হবে। খেয়াল রাখবেন, যাতে এ রকমভাবে বসার সময় দুই পায়ের বড় আঙুলটি একে অপরকে স্পর্শ করে। গোড়ালিগুলো সামান্য বাইরের দিকে রাখবেন। এবার এই ভঙ্গিতে বসে মেডিটেশন করতে হবে। এই আসন শরীরের হজমশক্তিকে উদ্দীপিত করে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, খাবার খাওয়ার পর ৫ থেকে ১০ মিনিটের জন্য বজ্রাসনে বসা শরীরের জন্য উপকারী।

মেডিটেশন করার ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মেনে চলা প্রয়োজন। প্রথমে একটানা অনেকক্ষণ ধ্যান করতে পারবেন না। ফলে অল্প অল্প সময় করে অভ্যাস করতে হবে। ধ্যান বা মেডিটেশন করার সময় আপনার আশেপাশের পরিবেশ শান্ত থাকা প্রয়োজন। প্রয়োজনে হাল্কা মিউজিক চালিয়ে নিতে পারেন। অনেকে ধ্যান বা মেডিটেশন করার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের পরামর্শও নিয়ে থাকেন।

পানের অনেক আশ্চর্য গুণ আছে

পান পাতা বেটে মলমের মতো সেখানে লেপে দিলে দ্রুত ব্যথা কমে। দেহের ভেতরে কোথাও ব্যথা হলে পানের রস করে জলে মিশিয়ে তা শরবতের মতো খেতে হবে। শুধু পান পাতা চিবিয়ে এর রস খেলেও এ উপকার মিলবে।

ঠাণ্ডা লাগা দূর করে— ঠাণ্ডা লাগা সারাতে পান চমতকার কাজ করে। ঠাণ্ডা লাগলে সর্দি কাশিও হয়। এক্ষেত্রে পানপাতা গরম জল দিয়ে ছেঁচে রস বের করতে হবে। এ রসের সঙ্গে এক চিমটি গোলমরিচের গুঁড়া ও আদার রস মিশিয়ে খেতে হবে।

ক্ষুধা বৃদ্ধি করে— পাকস্থলী গড়বড় হলে সবই উল্টে যায়। খিদেও লাগে না। পাকস্থলীতে অম্লমান বা পিএইচের মাত্রা স্বাভাবিক না থাকলেই এরূপ হয়। পান তা স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। শুধু পান পাতা চিবিয়ে খেলেও ক্ষুধা বাড়বে।

এন্টিসেপটিকের কাজ করে--- কোথাও কেটে গেলে দ্রুত সেখানে পানের রস লাগিয়ে দিলে জীবাণু সংক্রমণের ভয় থাকে না। পান পাতা পলিফেনল বিশেষত চাভিকল নামক রাসায়নিক উপাদানে পূর্ণ। এটা জীবাণুর বিরুদ্ধে কাজ করে। এ ছাড়া সেখানে ফোলাও বন্ধ করে, ব্যথার উপশম করে।

পিঠে ব্যথার উপশম করে— নানা কারণে পিঠে ব্যথা হতে পারে। শোয়া থেকেও হয়। বয়স্কদের এ সমস্যা প্রায়ই দেখা দেয়। মাংসপেশির টান থেকেও এরূপ ব্যথা হতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যথা জায়গায় পান পাতা দিয়ে সেঁক দিলে উপকার মেলে। এ ছাড়া পান পাতার রসের সঙ্গে নারিকেল তেল মিশিয়ে ব্যথা জায়গায় মালিশ করলে ব্যথা কমে। মূত্র স্বল্পতা ও মূত্রকৃচ্ছতার উপশম করে— যাদের কম প্রস্রাব হয় বা প্রস্রাব করতে গেলে কষ্ট হয় তারা পান পাতার রস সেবন করে উপকার পেতে পারেন। এক্ষেত্রে ১টি পান পাতা ছেঁচে রস করে নিতে হবে। সেই রস একটু দুধের সঙ্গে মিশিয়ে পান করলে উপকার হবে। এতে দেহে জল ধারণ ক্ষমতা বাড়বে ও মূত্রকৃচ্ছতা চলে যাবে।

ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়— পান পাতায় আছে চমতকার এন্টিঅক্সিডেন্ট যা ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায় ও দেহে ক্যান্সার সৃষ্টি প্রতিরোধ করে। এজন্য রোজ ১০-১২টি পান পাতা জলে ৫ মিনিট জ্বাল দিতে হবে। এরপর তা নামিয়ে ছেঁকে নিতে হবে। একটু ঠাণ্ডা হলে তাতে কয়েক ফোটা মধু মিশিয়ে কুসুম গরম থাকতেই পান করুন। রোজ এটি খেতে পারলে ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যাবে।

শিশুদের পেট ব্যথা কমায়— পেটে ব্যথা হলে ছোট্ট শিশুরা কাঁদতে থাকে। বড় শিশুরা পেট চেপে ধরে কাতরাতে থাকে। এ অবস্থায় পান পাতার চকচকে পিঠে নারিকেল তেল মাখিয়ে তা গরম করে সেই পাতা পেটের ওপর চেপে ধরে সেঁক দিতে হবে। ৩-৪ মিনিট পর পর এভাবে কয়েকবার সেঁক দিলে পেটে ব্যথা কমে যাবে। খেয়াল রাখতে হবে সেঁকের সময় তাপটা যেন বেশি না হয়।

পোড়া সারায়--- পুড়ে গেলে সেখানে প্রচণ্ড জ্বালাপোড়া হয়। পোড়া জায়গায় পান পাতা বেটে তার সঙ্গে ১ টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে প্রলেপ দিলে যন্ত্রণার উপশম হবে ও পোড়া জায়গা শুকিয়ে যাবে।

তবে পানের কিছু দোষও রয়েছে। পানের নতুন পাতা শ্লেষ্মা বাড়ায়। পান হজম করে বটে তবে বেশি খেলে অজীর্ণ হয়। পানের বোঁটা ও শিরার রস ইন্দ্রিয়ের শক্তি কমিয়ে দেয়। তাই পানের বোঁটা খাওয়া উচিত নয়। যারা রুগ্ন, দুর্বল, ক্ষীণ স্বাস্থ্যের তারা পান খাবেন না। মূর্চা রোগী, যক্ষ্মা রোগী ও যাদের চোখ উঠেছে তারও পান খাবেন না।

রসিয়ে রসিয়ে মনের আনন্দে পান খান অনেকেই। কেউ কেউ নিয়মিত খেয়ে থাকেন আবার কেউ মাঝে মধ্যে খান। অনেকে আবার মুখ দুর্গন্ধমুক্ত রাখার জন্য পান চিবিয়ে থাকেন। এই পানের সঙ্গে সুপারি যেমন থাকে তেমনি থাকে অন্যান্য উপাদেয় সামগ্রী। পান তো স্বাদ বা মজার জন্য খেলেন, জানেন কি এর কত উপকার?

দেহের ক্লান্তি ও স্নায়ুবিক দুর্বলতা কাটানোর জন্য কয়েকটা পান পাতার রস এক চামচ মধু দিয়ে খেলে নাকি তা টনিকের মতো কাজ করে। খাবার হজম হতে সাহায্য করে। পান পাতা সেবনে দেহের চর্বি বা মেদ এবং ওজনও কমে বলে জানা গেছে।

এবার জেনে নিন পান খাওয়ার উল্লেখযোগ্য কিছু উপকারিতা-

হজমে সাহায্য করে— পান খেলে লালাগ্রন্থির নিঃসরণ বেড়ে যায়। এ লালার কারণেই হজমের প্রথম ধাপের কাজ শুরু হয়। লালার মধ্যে থাকা বিভিন্ন এনজাইম বা উতসেচক খাদ্যকে কণায় ভাঙতে সাহায্য করে যার ফলে হজম ভালো হয়। শুধু পান পাতা চিবিয়ে খেলেও এ উপকার পাওয়া যায়।

মুখের দুর্গন্ধ দূর করে— খাবার গ্রহণের পর তার কণা মুখের ভেতরে, দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকে। এগুলো ব্যাকটেরিয়া পচিয়ে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে। পান খেলে তার রস জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে এসব ব্যাকটেরিয়াকে জন্মাতে দেয় না। যার ফলে মুখের স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং দুর্গন্ধমুক্ত হয়।

যৌন শক্তি বাড়ায়— এটি একটি পুরনো প্রথা তবে কার্যকর। পানের রস যৌন শক্তি বৃদ্ধি করে। আগেকার দিনে নববিবাহিতরা বেশি বেশি পান খেতেন।

গ্যাস্ট্রিক আলসার দূর করে— পান খেলে পেটে বায়ু জমে কম। যার ফলে গ্যাস্ট্রিক ও আলসার সৃষ্টির সুযোগ পায় না। পানের রস হজমে সাহায্য করায় তা পেটে বদ গ্যাস তৈরিও রোধ করে। যার ফলে পেট ফাঁপে না।

জন্মরোধ করে—পান গাছের শিকড় বেটে রস করে খেলে ছেলেপুলে হয় না। জন্ম নিরোধক বড়ি না খেয়েও এটা জন্মনিয়ন্ত্রণে সেবন করা যায়। বিভিন্ন দেশের গবেষণায় এর প্রমাণও মিলেছে। উঁকুন মারে— মাথায় উঁকুন হলে স্নানের কিছুক্ষণ আগে পান পাতার রস মাথায় লাগিয়ে বসে থাকলে উঁকুন মারা যায়। এ কাজে ঝাল জাতীয় পান হলে ভালো হয়।

ফেঁড়া ফাটায়— পান পাতার চকচকে সবুজ পিঠে ঘি মাখিয়ে একটু সেঁক দিয়ে গরম করে ফেঁড়ার ওপর লাগিয়ে দিলে দ্রুত ফেঁড়া পেকে ফেটে যায়। আবার পাতার উল্টো পিঠে ঘি মাখিয়ে একইভাবে বসিয়ে রাখলে তা পুঁজ টেনে বের করে আনে। ঘিয়ের বদলে ক্যাস্টর অয়েল ব্যবহার করেও একই ফল পাওয়া যায়।

চর্মরোগ সারায়— দেহের কোথাও চুলকানি বা পাঁচড়া হলে সেখানে পান পাতার রস লাগিয়ে দিলে কয়েক দিনের মধ্যে তা ভাল হয়ে যায়।

মুখ ও দাঁতের উপকার করে--- দাঁতের মাড়ি দূষিত হলে ফুলে যায় এবং ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে পানের রসের সঙ্গে অল্প জল মিশিয়ে কুলকুলি করলে ধীরে ধীরে ক্ষত শুকিয়ে যায়। মুখগহ্বরে কোনো ক্ষত হলে পানের রসে তার উপশম হয়। পানের রসে এসকরবিক এসিড আছে যা একটি চমতকার এন্টিঅক্সিডেন্ট। এটা মুখের ক্যান্সারও প্রতিরোধ করে।

নখের ব্যথা সারায়— অনেক সময় নখের কোণায় ব্যথা হয়। এ অবস্থায় সেখানে কয়েক ফোঁটা পানের রস দিলে ব্যথা চলে যায়।

আঁচিল দূর করে— শরীরে আঁচিল হলে তার উপর কয়েক দিন পানের রস লাগান। এতে তা ধীরে ধীরে খসে পড়বে আঁচিল এবং ওই জায়গায় আর তৈরিও হবে না।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করে— পান রক্তে চিনির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বলে গবেষণায় জানা গেছে। ফলে পানে রয়েছে ডায়াবেটিস প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্য।

সর্দি বের করে— বুকের ভেতর কফ/সর্দি বা শ্লেষ্মা জমা হলে তা বের করতে পানের রস কার্যকর। এ ক্ষেত্রে পানের রসের সঙ্গে মধু মিশিয়ে কয়েক দিন খেতে হবে। এতে বুকে জমা কফ বেরিয়ে যাবে।

মাথা ব্যথা দূর করে

মাথা ব্যথা হলে কপালে পানের রস লেপে দিলে দ্রুত মাথা ব্যথা কমে যায়। ক্ষত ও ব্যথা সারায় পানের বেদনানাশক ও ক্ষত সারানোর ক্ষমতা আছে। কোথাও ব্যথা হলে

শ্যাম্পু করার পর দুধ দিয়ে ধুয়ে নিন চুল কন্ডিশনার ছাড়াই ঝলমল করবে কেশরাশি

দুধ দিয়ে চুলের পরিচর্য্যা?

কোমর ছাপানো একঢাল চুল চাইলে বাজারচলতি প্রসাধনী নয়, বরং কাজে আসতে পারে দুধই! শ্যাম্পু করার পর চুলে যে রুক্ষ ভাব আসে, তা দূর করতে বাজারচলতি কন্ডিশনারের চেয়ে অনেক বেশি ভাল কাজ করে দুধ। অবাক হচ্ছেন তো! দুধ দিয়ে চুল ধুলে যেমন মাথার ত্বকের আর্দ্রতা বজায় থাকে, তেমনই চুল হয় রেশমের মতো নরম ও জেল্লাদার।

দুধের প্রোটিন ও ফ্যাট চুলের গোড়ায় পুষ্টিও জোগায়। ফলে চুল পড়ার সমস্যাও কমে যায়।

চুলের জন্য কতটা উপকারী দুধ?

দুধ তো সুষম খাবার, খেলে শরীরের পুষ্টি হয়। অনেকেই জানেন না, দুধ চুলে মাখলে চুলেরও স্বাস্থ্য ভাল হয়। দুধে প্রোটিন, ফ্যাট ছাড়াও রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালশিয়াম, যা চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। তা ছাড়া ভিটামিন ই, ভিটামিন বি ৬, ভিটামিন বি ৭ ও পটাশিয়াম চুল নরম ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল রাখে। দুধে আছে ক্যাসেইন প্রোটিন, যা চুল ঘন ও মজবুত করতে সাহায্য করে। "পাবমেড জার্নাল"-এ প্রকাশিত একটি গবেষণার তথ্য বলছে, নিয়মিত দুধ ব্যবহারে খুশকির সমস্যা নির্মূল হতে পারে। সূর্য্যের অতিবেগনি রশ্মির প্রভাবে মাথার ত্বকের স্বাভাবিক প্রোটিনের মাত্রা কমে যায়। চুল অনেক বেশি রুক্ষ হয়ে পড়ে, ডগা ফাটার সমস্যা দেখা দেয়। দুধ ব্যবহার করলে এই সব সমস্যা সহজেই দূর হয়ে যাবে। কোলাজেন উৎপাদনে সাহায্য করে দুধ, তাই এর ব্যবহারে চুলের পুষ্টি ও বৃদ্ধি দুই-ই হবে।

কী ভাবে চুলে দুধ মাখবেন?

১) শ্যাম্পু করার পরে ভিজে চুলই ভাল করে দুধ দিয়ে ধুয়ে নিন। মিনিট দশেক অপেক্ষা করে পরিষ্কার জলে চুল ধুয়ে নিন। দুধ দিয়ে ধোয়া চুল রোদেই শুকিয়ে নেবেন। ড্রায়ার ব্যবহার না করাই ভাল।

২) এক কাপ দুধের সঙ্গে একটি ডিম মিশিয়ে সেই প্যাক চুলে লাগিয়ে আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করুন। তার পর স্নান করে নিন।

৩) এক কাপ দুধের সঙ্গে এক চামচ মধু মিশিয়েও চুলে মাখতে পারেন। ২০-৩০ মিনিট রেখে চুল ধুয়ে নিন। এই প্যাক সপ্তাহে দু'বার ব্যবহার করলেই চুলের হারানো জেল্লা ফিরে আসবে। ৪)চুল খুব বেশি রুক্ষ ও খসখসে হয়ে গেলে, এক কাপ দুধে একটি কলা চটকে হেয়ার মাস্ক বানিয়ে নিন। এই মিশ্রণ চুলে মাখিয়ে ১ ঘণ্টা রাখুন। তার পর চুল ধুয়ে নিন। সপ্তাহে দু'দিন ব্যবহার করে দেখুন। তবে এই হেয়ার প্যাক ব্যবহার করলে খুব হালকা শ্যাম্পু দিয়েই চুল ধুতে হবে। সালফেট ছাড়া শ্যাম্পু হলেই বেশি ভাল হয়।

জিমে নয়, বাড়িতেই শুরু হোক শরীরচর্চা

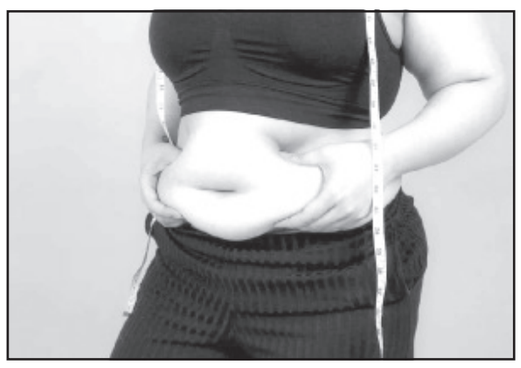

বাড়ি থেকে অফিসে টিফিন না এনে, বাইরের খাবার কিনে খাওয়া হোক কিংবা অফিস ফেরত চপ-মোমো-চাউমিন বাড়িতে নিয়ে যাওয়াই হোক, জীবনযাপনে নানা অনিয়ম করার সময় রয়েছে আমাদের। নেই কেবল অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের কারণে শরীরে জমে থাকা মেদকে জব্দ করতে প্রয়োজনীয় শরীরচর্চা করার সময়। ফলে শরীরের ওজন বাড়ছে হু হু করে। অল্পবিস্তর ডায়েট শুরু করলেও, ভালমন্দ খাবার দেখেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে যায়!

এই সমস্যা দূর করতে পারেন রোজ মাত্র পাঁচ মিনিট সময় খরচ করলেই। পাঁচ মিনিটের একটি অভ্যাসই মেদ জমার পথে বাধা হয়ে উঠতে পারে। ভাবছেন তো, পাঁচ মিনিটের কোন ব্যায়ামে মেদ ঝরানো সম্ভব? উত্তর হল, স্কোয়াট। চেয়ারে বসার মতো করে হাঁটু ভাঁজ করে কোমর ও পিঠ সোজা রেখে দাঁড়ানোকেই স্কোয়াট বলে। এই সময় হাত দু'টো সামনের দিকে টানটান করে ছড়িয়ে দিন।

রোজ শরীরচর্চার সময় না পেলেও নিয়ম করে মিনিট পাঁচেক স্কোয়াট করুন। শরীরের অনেকটা উপকার মিলবে। স্কিপিং, দৌড় নো, হাঁটাহাঁটিতে পায়ের পেশির যে উপকার মেলে, স্কোয়াট থেকে তার অনেকটাই পাওয়া সম্ভব। কোমর ও পায়ের পেশিকে শক্তসমর্থ করতেও স্কোয়াটের জুড়ি মেলা ভার। আর কী কী উপকার হয় স্কোয়াট করলে?

১. টেস্টোস্টেরন ও গ্রোথ হরমোন ক্ষরণে বিশেষ কার্যকর এই ব্যায়াম। যার জেরে পেশির বৃদ্ধি ও ভরকে নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সহজ হয়। সারা শরীরে শক্তির সমান বণ্টনের ক্ষেত্রেও বিশেষ কাজ করে এই ব্যায়াম।

২. নিয়ম করে এই ব্যায়াম করলে কথায় কথায় পেশিতে টান, গাঁটে ব্যথা, একটু দৌড়ঝাঁপেই পেশির ব্যথার মতো অসুবিধা দূর হয়। এই ব্যায়ামে শরীরের কার্যক্ষমতা বেড়ে যায় কয়েক গুণ। দেহের ভারসাম্য, গতিশীলতা সব কিছুকেই স্বাভাবিক করতে ব্যায়ামটি অভ্যাস করুন।

৩. সাধারণ হাঁটাহাঁটিতে যে পরিমাণ ক্যালোরি ঝরে, তার চেয়েও বেশি ক্যালোরি ঝরাতে পারে এই ব্যায়াম। তবে নিয়ম মেনে করলে তবেই লাভ হবে। ৪. শরীরের গঠন, পিঠ ও কোমরের আকার ও গোটা শরীরে নানা "অ্যাবস" তৈরি করতে স্কোয়াট একাই একশো। শুধু তা-ই নয়, শরীরে ফ্যাট নিয়ন্ত্রণ, লিপিড মেটাবলিজম, রক্তে শর্করার পরিমাণ ঠিক রাখা ইত্যাদিও এই ব্যায়ামের মাধ্যমে সম্ভব। ডায়াবিটিস, ওবেসিটি ইত্যাদি থেকে শরীরকে অনেকটাই দূরে রাখার ক্ষমতা রাখে স্কোয়াট।

৫. এই ব্যায়াম করলে সারা শরীরে রক্ত সঞ্চালন ভাল হয়। হরমোন ক্ষরণ, কোষে কোষে পুষ্টিগুণ পৌঁছনোর কাজও সহজ হয়ে যায়।

হাওড়া স্টেশনের বাইরে অবৈধ দখল উচ্ছেদে বুলডোজার অভিযান, গুঁড়িয়ে দেওয়া হল ১৫০-র বেশি দোকান

কলকাতা, ১৭ মে (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন-এর বাইরে অবৈধ দখলদারি সরাতে বড়সড় উচ্ছেদ অভিযান চালাল রেল প্রশাসন। বুলডোজার ব্যবহার করে স্টেশন চত্বরের বাইরের অবৈধ দোকান ও কাঠামো ভেঙে ফেলা হয়।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগে ওই এলাকা খালি করার জন্য নোটিস জারি করা হয়েছিল। কিন্তু অবৈধ দখলদারি না সরানোয় শনিবার গভীর রাতে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) ও রেল পুলিশ বুলডোজার নিয়ে অভিযান চালায়।

স্টেশনের বাইরে রাস্তা ও ফুটপাথে অনুমতি ছাড়াই ছোট ব্যবসা চালানো বহু দোকানদারকে উচ্ছেদ করা হয়। বহু অস্থায়ী দোকান ভেঙে ফেলা হয়েছে এবং গোটা স্টেশন সংলগ্ন এলাকা পরিষ্কার করা হয়েছে।

রেল পুলিশের দাবি, স্টেশন লাগোয়া অবৈধ দখলদারি পথচারীদের চলাচলে বড় বাধা তৈরি করছিল। সাধারণ যাত্রীদের সুবিধার জন্যই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং এর ফলে ভবিষ্যতে যাত্রীদের আর সমস্যায় পড়তে হবে না।

শনিবার রাতে উচ্ছেদ অভিযান দেখতে হাওড়া স্টেশনের বাইরে বিপুল ভিড় জমে যায়। তবে পুলিশ মাইকে ঘোষণা করে সাধারণ মানুষকে ভিড় না করার অনুরোধ জানায়। মাইকে শোনা যায়, "এখানে ভিড় করবেন না। যাত্রীরা স্টেশনে যান, বাস ধরুন। এখানে কোনও নাটক হচ্ছে না। আপনারা নিজেদের কাজ করুন, প্রশাসনকে তাদের কাজ করতে দিন।"

অভিযানে বিপুল সংখ্যক আরপিএফ কর্মী এবং নিয়মিত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন ছিল। জানা গিয়েছে, বুলডোজার দিয়ে ১৫০টিরও বেশি অবৈধ দোকান ভেঙে ফেলা হয়েছে। পুলিশের উপস্থিতিতে বুলডোজার এলাকায় ঢুকতেই প্রথমে কিছু দখলদার বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন, ফলে সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ফুটপাত ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, তাদের মাত্র একদিন আগে জায়গা ছাড়ার নোটিস দেওয়া হয়েছিল এবং হঠাৎ করেই শনিবার রাতে অভিযান শুরু হয়। যদিও অনেকে তাঁদের দোকান অন্যত্র সরিয়ে নিতে সক্ষম হন। রেল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, যাত্রীদের স্বার্থেই এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত বহু যাত্রী ও দর্শনার্থীও এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, এর আগেও একইভাবে শিয়ালদহ স্টেশন-এর বাইরে অবৈধ দখলদারি সরানোর অভিযান চালানো হয়েছিল। এছাড়া সম্প্রতি পূর্ব কলকাতার টপসিয়া এলাকায় একটি আবাসিক ভবনের ভিতরে অবৈধ কারখানায় আগুন লাগার ঘটনার পর বুলডোজার চালিয়ে সেই কাঠামোও ভেঙে ফেলা হয়েছিল। ওই অগ্নিকাণ্ডে দু"জনের মৃত্যু হয় এবং তিনজন আহত হন।

NOTIFICATION

1. Pertaining to Seventh phase, counselling for the contractual posts of URP / BRP (English), URP / BRP (Bengali), URP / BRP (Pure Science) / URP / BRP (Bio Science or Equivalent), URP / BRP (History) & URP / BRP (Geography) under Samagra Shiksha, Tripura, those candidates who are listed in the Notification No.F. 1(1-2)SE/Samagra/Estt./RCMT/STF/2019/6951-52 dated 05.06.2023 and Notification No.F. 1(1-2)SE/Samagra/Estt./RCMT/STF/2019/10450-51 dated 20.09.2023 against subjects as specified in the said Notifications, and have not applied for engagement against the said post at the O/o the District Project Coordinator (District Education Officer), Jawharnagar, Dhalai Tripura may apply for the same as per prescribed Format "A" available at this establishment. Notification also uploaded @https://sseducation.tripura.gov.in/

2. Further, pertaining to counselling for the contractual posts of CRP under Samagra Shiksha, Tripura, those candidates who are listed in the Notification No.F. 1(1-2)- SE/Samagra/Estt./RCMT/STF/2019(L)/8951 dated 27.07.2023 and Notification No.F. 1(1-2)- SE/Samagra/Estt./RCMT/STF/2019(L)/10642 dated 03.10.2023 and have and have not applied for engagement against the said post at the O/o the District Project Coordinator (District Education Officer), Jawharnagar, Dhalai Tripura may apply for the same as per prescribed Format "B" available at this establishment. Notification also uploaded @ https://sseducation.tripura.gov.in/

3. Scheduled periods of counselling are as follows:-

Counselling Session No.	Period	Time	Venue
1	20/05/2026 & 21/05/2026	11:00 am to 5:00 PM	Office of the District Education Office, Dhalai District
2			

4) Documents required to be submitted by the concerned candidates along with referred application formats are as follows:-

URP/BRP	CRP
2) Post Graduation Certificate/Marksheet	1) Graduation Certificate/Marksheet
3) B.Ed. Certificate/Marksheet	2) B.Ed. Certificate/Marksheet
4) Teaching Experience Certificate	3) Teaching Experience Certificate
5) Caste Certificate	4) Caste Certificate
6) Date of Birth Certificate	5) Date of Birth Certificate

Scrutiny teams at the District Project Office shall verify the documents pertaining to the post applied for and if not found in order then the candidature of the said candidate(s) shall be liable to be rejected / dismissed.

ICA/D-199/26

District Project Co-ordinator
Samagra Shiksha
(District Education Officer)
Jawaharnagar, Dhalai District

নেদারল্যান্ডসের জল ব্যবস্থাপনার ভূয়সী প্রশংসা মোদির, আফস লাউইটডাইক বাঁধ পরিদর্শন প্রধানমন্ত্রীর

আমস্টারডাম, ১৭ মে (আইএএনএস): নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী রব জেটেন-এর সঙ্গে রবিবার ঐতিহাসিক আফস্লুইটডিক বাঁধ পরিদর্শন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জল সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নেদারল্যান্ডসের "অগ্রণী কাজ"-এর প্রশংসা করে তিনি বলেন, এই ক্ষেত্রে গোটা বিশ্বের শেখার অনেক কিছু রয়েছে।

পরিদর্শনের পর এক্স-এ পোস্ট করে মোদি লেখেন, "জল সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নেদারল্যান্ডস অসাধারণ কাজ করেছে। সমগ্র বিশ্ব তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে। আজ সকালে আফসলাউইটডাইক পরিদর্শনের সুযোগ পেয়েছি এবং প্রকল্পটির গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি সম্পর্কে জানতে পেরেছি। আমার সঙ্গে থাকার জন্য প্রধানমন্ত্রী রব জেটেনকে ধন্যবাদ।"

তিনি আরও জানান, সেচ ব্যবস্থা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং অভ্যন্তরীণ জলপথ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ভারতে আধুনিক প্রযুক্তি আনার কাজ চলছে।

এদিকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, এই সফর গুজরাটের কল্পসার প্রকল্প-এর জন্য ডাচ প্রযুক্তিগত দক্ষতার গুরুত্ব তুলে ধরেছে।

তিনি এক্স-এ লেখেন, "প্রকৌশল দক্ষতা ও উদ্ভাবনের প্রতীক আফসলাউইটডাইক বাঁধ জল ব্যবস্থাপনা, বন্যা প্রতিরোধ এবং মিঠা জলের সংরক্ষণে ডাচ সাফল্যের প্রতীক।"

খামভাট উপসাগরের কাছে মিঠা জলের জলাধার ও বাঁধ তৈরির লক্ষ্যে গুজরাটের কল্পসর প্রকল্পে নেদারল্যান্ডসের অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। পাশাপাশি জলবায়ু সহনশীলতা, জল প্রযুক্তি এবং টেকসই অবকাঠামো নিয়ে ভারত-নেদারল্যান্ডস সহযোগিতা আরও গভীর করার সম্ভাবনার কথাও উঠে আসে।

শনিবার নরেন্দ্র মোদী ও রব জেটেন-এর মধ্যে ক্যাটশুইস-এ দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়। দুই দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা, পারস্পরিক আস্থা ও অভিন্ন মূল্যবোধের ভিত্তিতে ভারত-নেদারল্যান্ডস সম্পর্ককে "কৌশলগত অংশীদারিত্ব"-এ উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দুই দেশ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, উদীয়মান প্রযুক্তি, সামুদ্রিক ক্ষেত্র, নবায়নযোগ্য শক্তি এবং শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য উচ্চাভিলাষী রোডম্যাপ গ্রহণের বিষয়েও একমত হয়েছে।

এছাড়া জল, কৃষি ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও দুই দেশের সহযোগিতা আরও জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বৈঠকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), সেমিকন্ডাক্টর, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ এবং স্বাস্থ্য গবেষণার মতো ক্ষেত্রেও যৌথ উদ্যোগ বাড়ানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সাংস্কৃতিক সম্পর্কের প্রসঙ্গে মোদি নেদারল্যান্ডস সরকারকে ১১শ শতকের ছোলা প্লেট ভারতে ফেরত পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ-এর মধ্যে সহযোগিতাকেও স্বাগত জানানো হয়।

নেদারল্যান্ডস সফরে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সংখ্যালঘু অধিকার প্রশ্নে ভারতের কড়া জবাব

দ্য হেগ, ১৭ মে (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র নেদারল্যান্ডস সফরের সময় সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং সংখ্যালঘু অধিকার নিয়ে ওঠা প্রশ্নের কড়া জবাব দিল ভারত। ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামো, সাংবিধানিক মূল্যবোধ এবং বহুত্ববাদী ঐতিহ্যের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান তুলে ধরেন বিদেশ মন্ত্রকের পশ্চিম বিভাগের সচিব ছঙ্কু ওত্রদ্রন্ত্ব।

এক ডাচ সাংবাদিক প্রশ্ন তোলেন, কেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং নেদারল্যান্ডসের নেতৃত্ব যৌথভাবে সংবাদমাধ্যমের সামনে আসেননি। একইসঙ্গে তিনি ভারতে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং বিশেষ করে মুসলিম সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

এর জবাবে সিবি জর্জ বলেন, এই ধরনের প্রশ্ন অনেক সময় ভারত, তার ইতিহাস এবং সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে "অপর্যাপ্ত বোঝাপড়া" থেকে উঠে আসে।

তিনি বলেন, "এই ধরনের প্রশ্ন মূলত আসে প্রশ্নকর্তার ভারত সম্পর্কে যথাযথ ধারণার অভাব থেকে। ভারত ১৪০ কোটির দেশ, বিশ্বের বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ এবং পাঁচ হাজার বছরেরও বেশি প্রাচীন সভ্যতার ধারক। এটি একটি বৈচিত্র্যময় দেশ।"

ভারতের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বহুত্বের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, বিশ্বের চারটি প্রধান ধর্মের জন্ম হয়েছে ভারতে।

তিনি বলেন, "ভারতকে দেখুন, কত সুন্দর একটি দেশ। বিশ্বের আর কোথাও এমন উদাহরণ নেই, যেখানে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন এবং শিখ ধর্ম-এর মতো চারটি ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে এবং আজও সেগুলি সমৃদ্ধ হয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, বিশ্বের প্রায় সব প্রধান ধর্মের অনুসারীরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতে বসবাস করছেন এবং স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণ করছেন।

ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ তুলে সিবি জর্জ বলেন, "ইহুদিরা ভারতে ২,৫০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাস করছেন। বিশ্বের খুব কম দেশের মধ্যে ভারত অন্যতম, যেখানে ইহুদি সম্প্রদায় কখনও নিপীড়নের শিকার হয়নি।"

তিনি আরও বলেন, খ্রিস্টধর্ম এবং ইসলাম-ও বহু শতাব্দী আগে ভারতে এসেছিল এবং এখানে বিকশিত হয়েছে।

গণতন্ত্র প্রসঙ্গে সিবি জর্জ বলেন, "ভারত একটি প্রাণবন্ত গণতন্ত্র, যেখানে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটে। দেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রয়েছে। আর সেই কারণেই আমাদের গণতন্ত্র অত্যন্ত সরব, আর তা নিয়ে আমরা গর্বিত।"

তিনি সাম্প্রতিক বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের কথাও উল্লেখ করেন এবং বলেন, অনেক এলাকায় ভোটদানের হার ৯০ শতাংশেরও বেশি ছিল, যা ভারতের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের শক্তি তুলে ধরে।

সংখ্যালঘু জনসংখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, স্বাধীনতার সময় ভারতে সংখ্যালঘুদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১১ শতাংশ, যা এখন ২০ শতাংশেরও বেশি।

সিবি জর্জ বলেন, "এমন কোনও দেশের নাম বলুন যেখানে সংখ্যালঘুদের জনসংখ্যা এভাবে বেড়েছে। ভারতের সৌন্দর্য এখানেই।"

তিনি ভাষাগত বৈচিত্র্যের কথাও তুলে ধরেন এবং বলেন, ভারতে ২২টি সরকারি ভাষা রয়েছে এবং প্রতিটি ভাষা ও সংস্কৃতি সমানভাবে বিকশিত হচ্ছে।

শেষে তিনি ওই সাংবাদিককে ভারতে এসে দেশের বহুত্ববাদ, অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং গণতন্ত্রকে কাছ থেকে দেখার আমন্ত্রণ জানান।

ডোমিনিকার কালিনাগো সম্প্রদায়ের পাশে থাকার বার্তা ভারতের, জানালেন পবিত্র মার্ঘেরিটা

রোজো, ১৭ মে (আইএএনএস): ডোমিনিকার আদিবাসী কালিনাগো সম্প্রদায়-র উন্নয়নে ভারতের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করলেন কেন্দ্রীয় বিদেশ প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মার্গেরিটা। ডোমিনিকার কালিনাগো টেরিটরি সফরে গিয়ে তিনি জানান, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)-র সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ভারত এই সম্প্রদায়কে সহায়তা করে যাবে।

রবিবার এক্স-এ পোস্ট করে পবিত্র মার্ঘেরিটা লেখেন, "ডোমিনিকার আদিবাসী কালিনাগো সম্প্রদায়ের আবাসস্থল সুন্দর কালিনাগো টেরিটরি পরিদর্শন করে আনন্দিত। ইউএনডিপি-র সঙ্গে আমাদের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ভারত এই সম্প্রদায়ের পাশে থাকার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

তিনি আরও বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র গতিশীল নেতৃত্বে ভারত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার ভিত্তিতে ডোমিনিকার সঙ্গে বন্ধুত্ব আরও গভীর করতে বদ্ধপরিকর।"

সফরের সময় পবিত্র মার্ঘেরিটা ডোমিনিকার গ্র্যান্ড বে এবং সেন্ট ফন্ড জিন-এ তিনটি কুইক ইমপ্যাক্ট প্রজেক্ট (কিউআইপি) এলাকা পরিদর্শন করেন। তিনি জানান, ভারতের অনুদানভিত্তিক এই প্রকল্পগুলি ডোমিনিকায় সামাজিক উন্নয়নের প্রতি ভারতের অব্যাহত প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।

এক্স-এ তিনি লেখেন, "গ্র্যান্ড বে এবং সেন্ট ফন্ড জিনের তিনটি কিউআইপি প্রকল্প পরিদর্শন করে ভালো লাগছে। এই সময়োপযোগী অনুদান ডোমিনিকায় উন্নয়নমূলক কাজের প্রতি ভারতের ধারাবাহিক সমর্থনের প্রতীক।"

তিনি ডোমিনিকার সরকার এবং বিদেশমন্ত্রী ভিন্স হেন্ডারসন-কে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদও জানান।

এর আগে শনিবার পবিত্র মার্ঘেরিটা ডোমিনিকার বিদেশ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জ্বালানি বিষয়ক মন্ত্রী ভিন্স হেন্ডারসনের সঙ্গে বৈঠক করেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে ফার্মাকোপিয়া সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক এবং একটি কুইক ইমপ্যাক্ট প্রকল্পের চুক্তিও বিনিময় করা হয়।

সফরকালে তিনি ডোমিনিকার কার্যনির্বাহী প্রধানমন্ত্রী আর্ভিং ম্যাকইনটায়ার-এর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শুভেচ্ছা পৌঁছে দেন। দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং জনসংযোগ আরও শক্তিশালী করার উপায় নিয়ে আলোচনা হয়।

পাশাপাশি তিনি ডোমিনিকার রাষ্ট্রপতি সিলভানি বার্টন-এর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, সিলভানি বার্টন ডোমিনিকার প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি এবং তিনি কালিনাগো সম্প্রদায়ের সদস্য।

পবিত্র মার্ঘেরিটা জানান, দুই দেশের সম্পর্ক আরও মজবুত করার বিভিন্ন দিক নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। উল্লেখ্য, হন্ডুরাস ও বেলিজ সফর শেষে শুক্রবার তিনি ডোমিনিকায় পৌঁছান, যেখানে তাঁকে স্বাগত জানান বিদেশমন্ত্রী ভিন্স হেন্ডারসন।

রবিবার আগরতলায় মেঘালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ছবি নিজস্ব।

নিট প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে ধর্মেন্দ্র প্রধানকে অপসারণের দাবি ফের তুললেন রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৭ মে (আইএএনএস): নিট-ইউজি ২০২৬ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান-এর পদত্যাগের দাবি ফের তুললেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তিনি অভিযোগ করেন, প্রশ্নফাঁসের মতো "পুনরাবৃত্ত" ঘটনাগুলিতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার কোনও দায় নিচ্ছে না।

রবিবার এক্স-এ পোস্ট করে রাহুল গান্ধী নিট-ইউজি ২০২৪ পরীক্ষায় অভিযোগ ওঠা অনিয়মের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। তিনি দাবি করেন, সিবিআই তদন্ত ও কমিটি গঠন করা হলেও তখন পরীক্ষা বাতিল করা হয়নি।

তিনি লেখেন, "নিট ২০২৪: প্রশ্নফাঁস হয়েছে। পরীক্ষা বাতিল হয়নি। মন্ত্রী পদত্যাগ করেননি। সিবিআই তদন্ত করেছে। একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল।"

তবে উল্লেখযোগ্যভাবে, "পদ্ধতিগত প্রশ্নফাঁস"-এর পর্যাপ্ত প্রমাণ না থাকায় ছন্ড্মন্ত্রদ্বত্র ঞ্বদ্রভ্রন্ঠ দ্ব জ্দ্রত্থ্থ ২০২৪ সালের নিট-ইউজি পরীক্ষা বাতিল করতে অস্বীকার করেছিল।

রাহুল গান্ধী ২০২৬ সালের নিট-ইউজি বাতিল এবং পুনরায় পরীক্ষার সিদ্ধান্তের সঙ্গে ২০২৪ সালের ঘটনার মিল টানেন। তিনি বলেন, "নিট ২০২৬: প্রশ্নফাঁস হয়েছে। পরীক্ষা বাতিল হয়েছে। তবুও মন্ত্রী পদত্যাগ করেননি। আবার সিবিআই তদন্ত করছে। আবার একটি কমিটি গঠন হবে।"

তিনি প্রধানমন্ত্রী ঞ্ছথন্ত্রদ্রত্মন্থ থ্দ্রত্থ-র নীরবতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন।

রাহুল গান্ধী বলেন, "মোদি জি, দেশ আপনার কাছে কিছু প্রশ্নের উত্তর চাইছে। বারবার ব্যর্থ হওয়া শিক্ষামন্ত্রীকে কেন বরখাস্ত করছেন না? কেন বারবার প্রশ্নফাঁস হচ্ছে? আর কেন আপনি এই 'পরীক্ষা প্রশ্নপত্র আলোচনা' নিয়ে বারবার নীরব থাকছেন?"এর আগে শনিবার প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় তিনি দাবি করেছিলেন, নিট পরীক্ষার দুই দিন আগেই প্রশ্নপত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।

শিক্ষামন্ত্রীকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, "সারা দেশ জানে পরীক্ষা শুরুর দুই দিন আগে প্রশ্নপত্র বিতরণ করা হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলছেন, এর সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। আপনারা ভারতের মূল ভাবনাকেই ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন।"তিনি আরও অভিযোগ করেন, ট্রথন্স্ঠ্থাথ ছন্দ্রথাথদ্বন্ত্রন্তথদ্ধ ছথদ্রভ্ত (আরএসএস), বিজেপি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কিছু ব্যক্তির মধ্যে একটি যোগসাজশ রয়েছে, যেখানে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের বিনিময়ে মুনাফার রাজনীতি করা হচ্ছে।

এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রেও যোগ্যতার পরিবর্তে মতাদর্শকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলেন কংগ্রেস নেতা।

উল্লেখ্য, নিট-ইউজি ২০২৬-এর পুনঃপরীক্ষা আগামী ২১ জুন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

ভারতের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির আওতায় বিশ্বের প্রায় ৭০ শতাংশ জিডিপি: পীযূষ গয়াল

গান্ধীনগর, ১৭ মে (আইএএনএস): ভারতের সাম্প্রতিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিগুলি এখন বিশ্বের মোট জিডিপির প্রায় ৭০ শতাংশের বাজারে দেশের বিশেষ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করেছে বলে দাবি করলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল।

রবিবার আমদাবাদের জাতীয় নকশা ইনস্টিটিউট (এনআইডি)-এ ইনোভেশন অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, এই বাণিজ্য চুক্তিগুলি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক কৌশলের প্রতিফলন এবং তা উৎপাদন, রপ্তানি, নকশা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে আরও শক্তিশালী করবে।

গয়াল বলেন, "প্রধানমন্ত্রী মোদি ৩৮টি দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করেছেন, যা বিশ্বের প্রায় ৭০ শতাংশ জিডিপিকে অন্তর্ভুক্ত করছে।"

তিনি আরও বলেন, ভারত এমন উন্নত এবং শক্তিশালী অর্থনীতির সঙ্গে চুক্তি করেছে, যেগুলি ভারতের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। তাঁর মতে, এই চুক্তিগুলি বিশ্বের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বাণিজ্য ব্যবস্থাকে স্পর্শ করছে এবং এর ফলে ভারতীয় সংস্থাগুলির আন্তর্জাতিক সম্প্রসারণ আরও সহজ হবে।

তিনি বলেন, "যদি আমরা শুধু ভারত নয়, বৈশ্বিক বাজারের দিকে নজর রেখে পণ্যের নকশা, প্যাকেজিং, ব্র্যান্ডিং এবং উদ্ভাবনী পণ্যের মানোন্নয়ন করি, তাহলে এটাই আমাদের বড় শক্তি হয়ে উঠবে।"

মন্ত্রী ভারতের অর্থনৈতিক রূপান্তরের সঙ্গে মেক ইন ইন্ডিয়া, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া এবং ডিজিটাল ভারত-র মতো কর্মসূচির যোগসূত্রও তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রী মোদি এই প্রকল্পগুলির সূচনা করেন এবং একইসঙ্গে দেশের আঞ্চলিক বিদ্যুৎ গ্রিডগুলিকে একত্রিত করে জাতীয় গ্রিডে রূপান্তর করেন।

পীযূষ গয়াল দাবি করেন, ভারতের পরিকাঠামো, কম খরচে উন্নত মানের ডেটা পরিষেবা, ডিজিটাল সংযোগ, দক্ষ যুবশক্তি এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থার কারণে দেশটি ডেটা সেন্টার বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশাল সম্ভাবনার জায়গা হয়ে উঠেছে।

তিনি বলেন, "বিশ্ব ভারতকে বিশ্বাস করে, কারণ ভারতের ডিএনএ সততার উপর ভিত্তি করে এবং এখানে উদ্ভাবন চুরি হবে না।"

মন্ত্রী জানান, বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ১,৭০০ থেকে ১,৮০০ পরিচিত সংস্থা ভারতে উদ্ভাবন ও ডিজাইন কেন্দ্র পরিচালনা করছে। পাশাপাশি দক্ষ কর্মী, ডিজিটাল পরিকাঠামো এবং বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশের কারণে বহু আন্তর্জাতিক সংস্থা তাদের গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার ভারতে আনছে।

তিনি আরও বলেন, ভারত বর্তমানে বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল বড় অর্থনীতি এবং তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম গড়ে তুলেছে। দ্রুত ৫জি পরিষেবা সম্প্রসারণ এবং সাশ্রয়ী ডেটা পরিষেবাও ভারতের বড় শক্তি।

ভবিষ্যতের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে উৎপাদনশীলতা, টেকসই উৎপাদন, উচ্চমানের পণ্য এবং দ্রুত উদ্ভাবনের উপর জোর দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

ছাত্রছাত্রী ও স্টার্টআপ উদ্যোক্তাদের উদ্দেশে তিনি সেমিকন্ডাক্টর, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, মেশিন লার্নিং এবং ডিপ-টেকের মতো উদীয়মান ক্ষেত্রগুলিতে নজর দেওয়ারও আহ্বান জানান।

টেপানিয়া ও মাতাবাড়ি ব্লকে অনুষ্ঠিত রিডিং অ্যান্ড রাইটিং ফেস্টিভ্যাল, উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৭ মে: গোমতী জেলার টেপানিয়া ও মাতাবাড়ি ব্লকে শিক্ষার্থীদের ভাষাগত দক্ষতা বিকাশের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হলো "রিডিং অ্যান্ড রাইটিং ফেস্টিভ্যাল"। রবিবার বিভিন্ন সিআরসি-র উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা।

টেপানিয়া ব্লকের অন্তর্গত চারটি সিআরসি-র যৌথ উদ্যোগে পি এম শ্রী টেপানিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে এই ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় মোট ৩২ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। প্রাথমিক বিভাগে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি এবং এলিমেন্টারি বিভাগে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে রিডিং ও রাইটিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

চারাগাছে জল প্রদানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন টেপানিয়া ব্লকের বিদ্যালয় পরিদর্শক ভগবান সিং মলসুম। উপস্থিত ছিলেন পি এম শ্রী টেপানিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবাশীষ ভৌমিক, চন্দ্রপুর কলোনি সিআরসি-র সিআরপি অপুরাম সরকার, বিআরপি পৃথ্বীরাজ ধর, শিল্পী পাল সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

ফেস্টিভ্যাল শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দেন বিদ্যালয় পরিদর্শক ভগবান সিং মলসুম, প্রধান শিক্ষক দেবাশীষ ভৌমিক, সিআরপি অপুরাম সরকার, বিআরপি পৃথ্বীরাজ ধর, মান্টি দাস, অপর্ণা দাস, শিল্পী পাল সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

অন্যদিকে, চন্দ্রপুর কলোনি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাতাবাড়ি ব্লক ভিত্তিক রিডিং অ্যান্ড রাইটিং ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হয়। রাজনগর, গামারিয়া, চন্দ্রপুর কলোনি, পিকেসি পাড়া ও গর্জি বাজার সিআরসি-র মোট ৪০ জন শিক্ষার্থী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

এখানেও দুইটি গ্রুপের চারটি বিভাগে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

বিজয়ীদের মধ্যে ছিলেন প্রিয়া দেবনাথ, অনামিকা দাস, পুজা দাস, মাস্কান আক্তার, ভূমি দেবনাথ, দীপা দাস, ময়ূরী দাস ও তনুশ্রী দে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাতাবাড়ি ব্লকের বিআরপি অরূপ দেব, জয়দীপ দেব, মল্লিকা মগ, লিটন দেবনাথ সহ বিভিন্ন সিআরসি-র সিআরপিরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রপুর কলোনি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষক কমল মজুমদার।

ফেস্টিভ্যাল শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং গাইড টিচারদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, আগামী ২০ মে-র মধ্যে গোমতী জেলা ভিত্তিক রিডিং অ্যান্ড রাইটিং ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা পরবর্তীতে আগরতলায় অনুষ্ঠিতব্য রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। এই ধরনের শিক্ষামূলক উৎসব আয়োজন হওয়ায় অভিভাবক মহলে খুশির হাওয়া লক্ষ্য করা গেছে।

আন্তর্জাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে সাফল্য, আগরতলায় সংবর্ধিত ক্যারাটেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে: আন্তর্জাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৬-এ সাফল্যের জন্য আগরতলায় ক্যারাটে খেলোয়াড়দের আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। সম্প্রতি আগরতলায় অনুষ্ঠিত এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ক্যারাটেরা অংশগ্রহণের সুযোগ পান।

বিশেষ করে আগরতলা উমাকান্ত ক্যারাটে কিড সেন্টারের প্রশিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। রবিবার উমাকান্ত মাঠে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

জানা গেছে, উমাকান্ত ক্যারাটে কিড সেন্টারের খেলোয়াড়রা প্রতিযোগিতায় মোট ৬০টি পদক অর্জন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ২৫টি স্বর্ণপদক, ২২টি রৌপ্যপদক এবং ১৩টি ব্রোঞ্জপদক।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৮৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের বিশেষ (এভি) ফিস্টুলা দ্বিতীয় সার্জিক্যাল ক্যাম্প

আগরতলা, ১৬ মে : মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা-র বিশেষ উদ্যোগে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের উদ্যোগে এবং শিজা হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সহযোগিতায় গত ২২ এপ্রিল থেকে শুরু করে ২৫ এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত একটি বিশেষ এ.ভি (আর্টেরিওভেনাস) ফিস্টুলা ক্যাম্প সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সর্বমোট ৩২ জনের রোগীকে এ.ভি (আর্টেরিওভেনাস) ফিস্টুলা সার্জারি সম্পন্ন করা হয়।

উল্লেখ্য বর্তমান সময়ে ক্রমবর্ধমান হারে কিডনি রোগ ও রেনাল ফেইলিউরের রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারই কথা মাথায় রেখে আগামী ২০ মে থেকে ২৩ মে পর্যন্ত শুরু হতে যাচ্ছে দ্বিতীয় বিশেষ এ.ভি (আর্টেরিওভেনাস) ফিস্টুলা সার্জিক্যাল ক্যাম্প। ২০শে মে বিকাল ৪:৩০ মিনিট থেকে স্ক্রিনিং শুরু হবে। তাদের মধ্যে যেসব রোগী চিকিৎসাগতভাবে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন, তাদের পর্যায়ক্রমে এই ক্যাম্পে এ.ভি (আর্টেরিওভেনাস) ফিস্টুলা সার্জারি সম্পন্ন করা হবে। ২১ মে থেকে ২৩ মে পর্যন্ত চলবে সার্জিক্যাল ক্যাম্প। আজ পর্যন্ত ৬৫ জন রোগী রেজিস্ট্রেশান হয়েছে।

এই উদ্যোগের মাধ্যমে ডায়ালাইসিস রোগীদের জন্য উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। রাজ্যের বাইরে রেফারেলের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাবে, রোগীদের সময় ও অর্থ সাশ্রয় হবে, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার মান আরও উন্নত হবে। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালের মেডিকেল সুপার এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছেন।

কোটার কাছে রাজধানী এক্সপ্রেসে আগুন, উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ; অতিরিক্ত কোচ জোড়ার সিদ্ধান্ত রেলের

কোটা (রাজস্থান), ১৭ মে (আইএএনএস): দিল্লিগামী রাজধানী এক্সপ্রেস-এর পিছনের দুটি কোচে আগুন লাগার ঘটনার পর উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। একইসঙ্গে যাত্রীদের পরবর্তী যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে ট্রেনে অতিরিক্ত একটি কোচ যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রেল সূত্রে জানানো হয়েছে, আগুন লাগার পর ক্ষতিগ্রস্ত কোচের সমস্ত যাত্রীকে নিরাপদে নামিয়ে আনা হয়। ঘটনায় কোনও যাত্রী বা রেলকর্মীর আহত বা মৃত্যুর খবর নেই।

ঘটনার পর শুধু তদন্তই নয়, ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে দেশের বিভিন্ন ট্রেনে থাকা অগ্নি-নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট রেল পরিকাঠামোর উপর দেশজুড়ে বিশেষ পর্যালোচনাও শুরু হয়েছে।

পশ্চিম মধ্য রেলওয়ে-এর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক হর্ষিত শ্রীবাস্তব এক বিবৃতিতে জানান, "ভোর প্রায় ৫টা ১৫ মিনিট নাগাদ কোটা ডিভিশনের নাগদার কাছে লুনি রিছা এবং বিক্রমগড় আলোট স্টেশনের মধ্যে তিরুবনন্তপুরম-নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেসের পিছনের দুটি কোচে আগুন লাগে। এর মধ্যে একটি গার্ড কোচ এবং একটি এসি থ্রি-টিয়ার কোচ ছিল।"

রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আগুন ধরা পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে ওভারহেড ইলেকট্রিক সাপ্লাই (ওএইচই) বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত বি-১ কোচ-টিকে ট্রেন থেকে আলাদা করা হয়।

হর্ষিত শ্রীবাস্তব বলেন, "ওএইচই সংযোগ অবিলম্বে বিচ্ছিন্ন করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত কোচটিকে রেক থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। রেলকর্মী ও আধিকারিকরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন।"

তিনি আরও জানান, কোচের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দ্রুত কাজ করায় ট্রেনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে থেমে যায়। এরপর ট্রেনকর্মীরা দ্রুত পিছনের দুটি কোচ আলাদা করে দেন।

রেল কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত যাত্রীদের জন্য ঘটনাস্থলেই খাবার ও পানীয়ের ব্যবস্থাও করে। পাশাপাশি কোটা স্টেশনে একটি অতিরিক্ত কোচ জুড়ে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে কোটা বিভাগের শীর্ষ রেল আধিকারিকরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। বর্তমানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। তবে আগুন লাগার প্রকৃত কারণ এখনও তদন্তাধীন। যাত্রী ও তাঁদের পরিবারের সুবিধার্থে লুনি রিছা-বিক্রমগড় আলোট রেল সেকশনের জন্য জরুরি হেল্পলাইন নম্বরও প্রকাশ করেছে রেল। কোটা অনুসন্ধান নম্বর: ৬৩৭৫৮৯৮৯৪৩ এবং ঘটনাস্থলের নম্বর: ০৯২৫৬০৯৯২৬৯।

উল্লেখ্য, ১২৪৩১ নম্বর রাজধানী এক্সপ্রেস শুক্রবার তিরুবনন্তপুরম থেকে যাত্রা শুরু করেছিল এবং রবিবার দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে হযরত নিজামুদ্দিন রেলওয়ে স্টেশন-এ পৌঁছানোর কথা ছিল।

ঘটনার জেরে ব্যস্ত নিউ দিল্লি-মুম্বই রুটে ট্রেন চলাচলেও ব্যাপক প্রভাব পড়ে। মুম্বাই-জয়পুর সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস-সহ একাধিক ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে আটকে রাখা হয়, যার ফলে কয়েক ঘণ্টা ধরে রেল চলাচল ব্যাহত হয়।

ডিজাইন ক্ষেত্রেও আইপিএলের মতো মঞ্চ দরকার, প্রতিভাকে পেশায় রূপ দিতে হবে: অমিত শাহ

গান্ধীনগর, ১৭ মে (আইএএনএস): তরুণ প্রতিভাবানদের ডিজাইনকে পেশা হিসেবে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বেছে নিতে উৎসাহ দিতে ক্রিকেটের ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল)-এর মতো একটি প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজন বলে মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার গান্ধীনগরে জাতীয় নকশা ইনস্টিটিউট (এনআইডি)-র ইনকিউবেশন অ্যান্ড ইনোভেশন সেন্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, সৃজনশীল ক্ষেত্রগুলিতে স্থায়ী কর্মসংস্থান ও বাণিজ্যিক সুযোগ না থাকলে সেখানে বড় পরিসরে অংশগ্রহণ বাড়ানো কঠিন হয়ে পড়ে।

ক্রিকেটের উদাহরণ টেনে শাহ বলেন, একসময় কিংবদন্তি ক্রিকেটার সুনীল গাভাস্কার-ও পাঁচ দিনের একটি টেস্ট ম্যাচ খেলে মাত্র ৫০০ টাকা পারিশ্রমিক পেতেন।

তিনি বলেন, "সুনীল গাভাসকরজি পাঁচ দিনের টেস্ট ম্যাচের জন্য ৫০০ টাকা পেতেন। তখন অভিভাবকরা সন্তানদের বলতেন 'ক্রিকেট খেলে কী হবে? পরীক্ষার প্রস্তুতি নাও।'"

অমিত শাহ বলেন, আইপিএল চালুর পর ক্রিকেট সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায় এবং এটি আর্থিকভাবে আকর্ষণীয় পেশায় পরিণত হয়।

তিনি বলেন, "আইপিএল আসার পর এখন অভিভাবকরা বলেন 'ক্রিকেট খেলো, কিছু একটা হতে পারো।'"

ডিজাইন ক্ষেত্রের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ভারতের ডিজাইন প্রতিভার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা এখনও পুরোপুরি কাজে লাগানো যায়নি।

তিনি বলেন, "আপনাদের বিষয় ও শিল্পের বাণিজ্যিক সম্ভাবনাকে শতভাগ কাজে লাগানোর জন্যই গুজরাটে এনআইডি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।"

অমিত শাহের মতে, এখনও অনেক প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রী ডিজাইনকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে দ্বিধায় ভোগেন, কারণ ভবিষ্যতের সুযোগ ও স্বীকৃতি নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে।

তিনি এনআইডিকে শিল্পক্ষেত্রের চাহিদা এবং ডিজাইনারদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা তৈরির আহ্বান জানান। ডিজাইনকে বাণিজ্যিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে আলাদা একটি বিভাগ গড়ে তোলারও পরামর্শ দেন তিনি।

তিনি বলেন, "এখানে ডিজাইনের মানুষ আছেন, কিন্তু সেটিকে বাণিজ্যিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মানুষ কম। এনআইডিকে এই দুই দিককে একসঙ্গে আনতে হবে।"

অনুষ্ঠানে ভারতীয় ডিজাইনার প্রতাপ বোস-এর তৈরি গাড়ির নকশারও উল্লেখ করেন শাহ।

মুঙ্গিয়াকামিতে আসাম রাইফেলস ও ডিআরআই-এর যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার

আগরতলা, ১৬ মে : মাদক পাচারের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল আসাম রাইফেলস ও ডিরেক্টরেট অব রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স (ডিআরআই)। শুক্রবার ত্রিপুরার মুঙ্গিয়াকামি এলাকায় যৌথ অভিযানে প্রায় ১ লক্ষ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৮ কোটি টাকা।

নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে নিরাপত্তা বাহিনী একটি মাহিন্দ্রা পিক-আপ গাড়ি আটক করে তল্লাশি চালায়। তল্লাশিতে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়।

এই ঘটনায় গোমতী জেলার যতনবাড়ি এলাকার বাসিন্দা ২৮ বছর বয়সী কওছার হুসেন নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।

উদ্ধার হওয়া মাদকদ্রব্য এবং আটক ব্যক্তিকে পরবর্তী তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়ার জন্য ডিআরআই-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

আসাম রাইফেলসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মাদক পাচার রুখতে এবং অঞ্চলকে মাদকমুক্ত রাখতে ডিআরআই-এর সঙ্গে সমন্বয় রেখে ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

পরিষেবা খাতে বেঙ্গালুরু-হায়দরাবাদের পাশে জায়গা করে নিতে হবে আহমেদাবাদকে: অমিত শাহ

আমদাবাদ, ১৭ মে (আইএএনএস): গুজরাটকে এবার দেশের পরিষেবা খাতে শীর্ষস্থানীয় রাজ্যগুলির মধ্যে জায়গা করে নিতে হবে এবং আমদাবাদকে বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ, পুনে এবং গুরুগ্রাম-এর মতো বড় প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

রবিবার গুজরাটের প্রথম এসইজেড আইটি পার্ক মিলিয়ন মাইন্ডস টেক সিটি-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে গুজরাট ইতিমধ্যেই শক্ত ভিত তৈরি করেছে। এবার প্রযুক্তি, উদ্ভাবন এবং উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কর্মসংস্থানের দিকে গুরুত্ব দিয়ে নতুন রূপান্তরের পথে এগোচ্ছে রাজ্য।

অমিত শাহ বলেন, "উৎপাদন, ইঞ্জিনিয়ারিং, ফার্মাসিউটিক্যালস, বন্দর, লজিস্টিকস, সবুজ শক্তি, শিল্প অবকাঠামো ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা ভালো কাজ করেছি। কিন্তু এখন সময় এসেছে গুজরাটকে পরিষেবা ক্ষেত্রেও দেশের শীর্ষ এক, দুই বা তিনটি রাজ্যের মধ্যে তুলে ধরার।"

তিনি আরও বলেন, আমদাবাদকে দেশের প্রতিষ্ঠিত প্রযুক্তি কেন্দ্রগুলির সমতুল্য করতে হলে এ ধরনের বৃহৎ প্রযুক্তি পার্ক অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অমিত শাহের দাবি, নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন অবকাঠামো উন্নয়ন, ব্যবসা সহজীকরণ এবং উদ্যোক্তাবান্ধব নীতির মাধ্যমে শিল্প বৃদ্ধির একটি সুসংগঠিত দিশা তৈরি করেছিলেন।

তিনি বলেন, "আমি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি, গুজরাটের বাইরে এমন সুসংগঠিত শিল্পোন্নয়ন খুব কমই দেখা গেছে। গোটা বিশ্ব এটি স্বীকার করে।"

তিনি আরও বলেন, গুজরাটিদের মধ্যে ব্যবসায়িক দক্ষতা যেন "ডিএনএ"-তেই রয়েছে এবং বিভিন্ন সরকার অবকাঠামো, আর্থিক ব্যবস্থা ও নীতিগত সহায়তার মাধ্যমে শিল্পক্ষেত্রকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

প্রথম পর্যায়ে ১৩.৫ লক্ষ বর্গফুট জায়গা জুড়ে প্রায় ১,১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে টেক সিটির নির্মাণ করা হয়েছে। অমিত শাহ জানান, এর মাধ্যমে প্রায় ৯,০০০ উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন পেশাজীবীর জন্য আধুনিক কর্মপরিবেশ তৈরি হবে।

৬৫ একর জমিতে বিস্তৃত সাত ধাপের বৃহত্তর প্রকল্পটি আগামী পাঁচ বছরে প্রায় ১৫,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগের মাধ্যমে ৬৩ হাজারেরও বেশি উচ্চমূল্যের কর্মসংস্থান তৈরি করবে বলেও জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল, উপমুখ্যমন্ত্রী হর্ষ সাংঘভি এবং গণেশ হাউজিং লিমিটেড-এর শীর্ষ প্রতিনিধিরা।

জালন্ধরে সংগঠিত অপরাধচক্রে বড় ধাক্কা, গুরুদাসপুর গ্রেনেড মামলায় গ্রেফতার ৩

চণ্ডীগড়, ১৭ মে (আইএএনএস): পাঞ্জাবে সংগঠিত অপরাধচক্রের বিরুদ্ধে বড় সাফল্য পেল পুলিশ। জলন্ধর-এ একটি সংঘবদ্ধ অপরাধচক্রের নেটওয়ার্ক ভেঙে দেওয়ার পাশাপাশি গুরুদাসপুর গ্রেনেড মামলায় তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পাঞ্জাব পুলিশের ডিজিপি গৌরব যাদব।

এক্স-এ পোস্ট করে গৌরব যাদব জানান, জালন্ধর পুলিশ চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে এবং তাদের কাছ থেকে আটটি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি পিএক্স৫ পিস্তল, একটি জিগানা পিস্তল, তিনটি .৩০ বোর পিস্তল এবং তিনটি .৩২ বোর পিস্তল রয়েছে। এছাড়াও ৪৫ রাউন্ড জীবন্ত কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে।

ডিজিপি জানান, প্রাথমিক তদন্তে ধৃতদের বিদেশে থাকা পরিচালকদের সঙ্গে যোগসূত্রের তথ্য মিলেছে। পাশাপাশি, তারা দুটি খুনের মামলায় দীর্ঘদিন ধরেই পলাতক ছিল বলেও জানা গিয়েছে।

তিনি বলেন, "গোটা নেটওয়ার্ক ধ্বংস করতে সামনের ও পিছনের সমস্ত যোগসূত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে।"

তিনি আরও বলেন, "সংগঠিত অপরাধ, অবৈধ অস্ত্র পাচার এবং দেশবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে শূন্য-সহনশীলতার নীতি বজায় রাখতে পাঞ্জাব পুলিশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

অন্যদিকে গুরুদাসপুরে ২৭ এপ্রিল গীতা ভবন রোড এলাকায় একটি দোকানের কাছে হ্যান্ড গ্রেনেড উদ্ধারের ঘটনায় তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ডিজিপি জানান, পাঞ্জাব কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর সহযোগিতায় গুরুদাসপুর পুলিশ প্রযুক্তিগত তথ্য, সিসিটিভি ফুটেজ এবং মানব গোয়েন্দা সূত্রের সাহায্যে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে।

তদন্তে ধৃতদের একজনের বাড়ি থেকে আরও একটি হ্যান্ড গ্রেনেড উদ্ধার হয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা বিদেশে থাকা এক পরিচালকের নির্দেশে কাজ করছিল এবং তার কাছ থেকেই দুটি হ্যান্ড গ্রেনেড পেয়েছিল।

ঘটনায় বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন (ইউএপিএ) এবং বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের বিভিন্ন ধারায় গুরুদাসপুর সিটি থানায় মামলা দায়ের হয়েছে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি জালন্ধর এবং অমৃতসর-এ পরপর বিস্ফোরণের পর ডিজিপি গৌরব যাদব পাকিস্তানের আন্তঃ-সেবা গোয়েন্দা সংস্থা (আইএসআই)-এর যোগসূত্রের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

তিনি বলেন, "এখনও পর্যন্ত কেউ ঘটনার দায় স্বীকার করেনি। তবে আমাদের ধারণা, গুদ্মত্রন্থষ্ঠদ্রদ্র স্কন্ডত্র ছন্ঠশ্ন-এর বার্ষিকী ঘিরে পাঞ্জাবে অশান্তি তৈরির পাকিস্তানি আইএসআই-এর পরিকল্পনার অংশ হতে পারে এই ঘটনা। দেশের হয়ে পাঞ্জাব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এক প্রক্সি যুদ্ধ লড়ছে।"

রেলের ধাক্কায় মৃত্যু হল

● প্রথম পাতার পর

দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যে রেললাইনে কাটা পড়ে মৃত্যুর ঘটনা একের পর এক ঘটেই চলেছে। এদিনের ঘটনায় এলাকাজুড়ে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

বীরচন্দ্র মনু কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে দুঃসাহসিক চুরি, উধাও বোলেরো গাড়ি সহ একাধিক সামগ্রী, পরে সালেমা থেকে উদ্ধার গাড়ি

আগরতলা, ১৭ মে: রাজ্যে একের পর এক চুরির ঘটনায় আতঙ্ক বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। সেই ধারাবাহিকতায় এবার শান্তিরবাজার মহকুমার বীরচন্দ্র মনু কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে সংঘটিত হল দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা। শনিবার গভীর রাতে একদল দুষ্কৃতী কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের অফিস কক্ষে ঢুকে বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায়। পাশাপাশি অফিসের কাজে ব্যবহৃত একটি বোলেরো গাড়িও চুরি করে পালিয়ে যায় তারা। জানা গেছে, দুষ্কৃতীরা অফিস কক্ষের জানালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে। এরপর অফিসের বিভিন্ন নথিপত্র ও সামগ্রী তছনছ করার পাশাপাশি অফিসে রাখা গাড়ির চাবি নিয়ে টি আর ০৮ ০৯২১ নম্বরের বোলেরো গাড়িটি নিয়ে চম্পট দেয়। ঘটনাটি আরও রহস্যজনক হয়ে উঠেছে কারণ অফিসে নাইট গার্ড থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এত বড় চুরির ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

রবিবার সকালে চুরির বিষয়টি নজরে আসতেই অফিস কর্মীরা মনপাথর ফাঁড়ি থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। পাশাপাশি চুরি যাওয়া গাড়ি উদ্ধার এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করতে তল্লাশি অভিযানও শুরু করেছে পুলিশ।

এদিকে, অফিসের একাংশের কর্মীদের মধ্যে গুঞ্জন উঠেছে যে এই চুরির ঘটনায় অফিসের এক গাড়িচালক সুমনের ভূমিকা থাকতে পারে।

আসামের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য, শান্তির বাজারে আটক কনটেন্ট ক্রিয়েটার

আগরতলা, ১৭ মে: আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা-কে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে কুরুচিকর মন্তব্য করে ভিডিও পোস্ট করার অভিযোগে এক কনটেন্ট ক্রিয়েটারকে আটক করেছে শান্তির বাজার থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শান্তির বাজারের গঞ্জের টিলা এলাকার বাসিন্দা শিপুল মজুমদার দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের কনটেন্ট তৈরি করে পোস্ট করে আসছিলেন। সম্প্রতি তিনি আসামের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য সম্বলিত একটি ভিডিও নিজের সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেন। ভিডিওটি নজরে আসতেই নড়েচড়ে বসে পুলিশ প্রশাসন। পরবর্তীতে শান্তির বাজার থানার পুলিশ অভিযুক্ত শিপুল মজুমদারকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। এ বিষয়ে অভিযুক্ত জানান, তিনি গল্পের ছলে ভিডিওটি তৈরি করেছিলেন এবং কাউকে আঘাত করার উদ্দেশ্য ছিল না। ঘটনার জন্য তিনি অনুতাপ প্রকাশ করে ক্ষমাও প্রার্থনা করেন। পুলিশের সামনে নিজের ভুল স্বীকার করে তিনি কান ধরে উঠবস করেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কুরুচিকর মন্তব্য বা ভিডিও তৈরি না করার আবেদন জানান সকলের প্রতি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রশাসন শেষপর্যন্ত কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেদিকেই এখন নজর রয়েছে সকলের।

সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ ভগৎ সিং শিশু উদ্যান, সমাজদ্রোহীদের আখড়ায় পরিণত হওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে: ঋষ্যমুখ ব্লকের উত্তর সাড়াসীমা পঞ্চায়েতের বিবেকানন্দ কলোনিতে শিশুদের বিনোদনের জন্য নির্মিত ভগৎ সিং শিশু উদ্যান বর্তমানে চরম অবহেলা ও অযত্নের শিকার। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই শিশু উদ্যান আজ কার্যত ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায় দুই দশক আগে, সম্ভবত ২০০৫-০৬ সালে শিশুদের বিনোদন ও অবসর কাটানোর উদ্দেশ্যে এই উদ্যান নির্মাণ করা হয়েছিল। উদ্যানে প্রবেশদ্বারে স্থাপন করা হয় শহীদ ভগৎ সিংয়ের মর্মর মূর্তি। এছাড়াও শিশুদের আকর্ষণের জন্য ডাইনোসর, কুমির, কচ্ছপসহ বিভিন্ন প্রাণীর স্ট্যাচু, খেলার সামগ্রী, বিশ্রামের জন্য হাওয়া ঘর এবং নানা প্রজাতির ফুলের গাছ লাগানো হয়েছিল। সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ঝাউ ও পাম গাছ দিয়ে উদ্যান ঘেরা হয় এবং বাগানে জল দেওয়ার জন্য একটি ছোট পুকুরও তৈরি করা হয়।

এক সময় বিকেল হলেই এলাকার শিশুদের নিয়ে অভিভাবকদের ভিড় জমত এই উদ্যানে। শিশুদের হাসি-আনন্দে মুখর থাকত গোটা পরিবেশ। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেই সুন্দর উদ্যান আজ নোংরা ও জঙ্গলে ঢাকা পড়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, পুকুরের পাড় ভেঙে পড়েছে, জল শুকিয়ে গেছে এবং চারিদিকে আবর্জনার স্তূপ জমেছে। উদ্যানে ঢুকলেই চোখে পড়ছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মদের খালি বোতল। সন্ধ্যার পর সমাজদ্রোহীদের আনাগোনা বেড়ে যাওয়ায় এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্কও তৈরি হয়েছে। অভিযোগ, বর্তমানে উদ্যানটি সমাজবিরোধীদের আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে। প্রতিবেশীদের বক্তব্য, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে শিশু উদ্যানটির কোনও সংস্কার বা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি। ফলে এলাকাবাসী তাদের সন্তানদের আর সেখানে নিয়ে যেতে সাহস পাচ্ছেন না।

উল্লেখ্য, শিশু উদ্যানের ঠিক বিপরীত দিকে রয়েছে জেলা পঞ্চায়েত রাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। সম্প্রতি একই ভবনে জেলা পরিষদের কার্যালয়ও স্থানান্তরিত হয়েছে। তাই এখন স্থানীয়দের প্রশ্ন, প্রশাসনের এত কাছেই থাকা এই জরাজীর্ণ শিশু উদ্যানের সংস্কারে জেলা পরিষদ বা সংশ্লিষ্ট দপ্তর আদৌ কোনও উদ্যোগ নেবে কি না।

একমাস বিদ্যুৎ

● প্রথম পাতার পর

দপ্তরের কোনো আধিকারিক ঘটনাস্থলে না আসায় এবং সমস্যার সমাধানে কোনো আশ্বাস না মেলায় অবরোধকারীরা অবস্থান থেকে সরে না যাওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। ফলে জাতীয় সড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয় এবং বহু যাত্রী ও যানবাহন আটকে পড়ে চরম দুর্ভোগে পড়েন। স্থানীয়দের বক্তব্য, বিদ্যুৎ বিভ্রাট শুধু দৈনন্দিন জীবনকেই ব্যাহত করছে না, বরং স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অর্থনীতির উপরও মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। বিশেষ করে গরমের মধ্যে বিদ্যুৎ না থাকায় শিশু ও বৃদ্ধরা বেশি সমস্যায় পড়ছেন। তাঁদের অভিযোগ, বারবার জানানো সত্ত্বেও দপ্তরের উদাসীনতার কারণেই শেষ পর্যন্ত রাস্তা অবরোধের মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা।

গুরুতর আহত বিদ্যুৎকর্মী

● প্রথম পাতার পর

গাফিলতির কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনায় তাঁর শরীরের অধিকাংশ অংশ পুড়ে গেছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে।

ঘটনার পরপরই সহকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত জিবি হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে। আহত কর্মীর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। একইসঙ্গে বিদ্যুৎ দপ্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

আইফোন দেওয়ার নামে

● প্রথম পাতার পর

পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং রাত প্রায় দু'টো নাগাদ আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেফতার দেখানো হয়।

আমতলী থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৫(১) ও ৩৫১(২) ধারায় মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। রবিবার দুপুরে ধৃত আদিত্য দাসকে আদালতে পাঠানো হয়েছে জানিয়েছেন আমতলী থানার ওসি ইন্সপেক্টর পরিতোষ দাস।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 18-05-2026, 01:00

াঙ্গন

১ রানের নাটকীয় জয় খোয়াইয়ের আমবাসাকে ওড়াল বিশালগড়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ-১৩ রাজ্যভিত্তিক ক্রিকেট টুর্নামেন্টের গ্রুপ-বি'র ম্যাচগুলোতে আজ রোমাঞ্চকর ও একতরফা দুই ধরনের ক্রিকেটেরই সাক্ষী থাকলেন দর্শকরা। মেলাঘরের শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে অনুষ্ঠিত গ্রুপ-বি'র প্রথম ম্যাচটি সকাল ৯টায় শুরু হওয়ার কথা থাকলেও বৃষ্টির কারণে মাঠ খেলার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে দুপুর ১:৩০ মিনিটে ম্যাচটি শুরু করা সম্ভব হলে ওভার কমিয়ে ১৯ ওভার করা হয়। টসে হেরে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে নির্ধারিত ১৯ ওভারে ৯২ রানে অল-আউট হয়ে যায় খোয়াই। দলের পক্ষে শান সরকার ১১ বলে ১৫ রান করেন। সদর "বি" দলের বোলার দীপ সাহা ৪ ওভারে ২টি মেডেনসহ মাত্র ৩ রান দিয়ে ৩টি উইকেট নেন। জবাবে ৯৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে নাটকীয় মোড়ে পৌঁছায় ম্যাচটি। খোয়াইয়ের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে নির্ধারিত ১৯ ওভারে ৯ উইকেটে ৯১ রান তুলতে সক্ষম হয় সদর "বি"। মাত্র ১ রানের এই রুদ্ধশ্বাস জয়ে ৪ ওভারে ৯ রান দিয়ে ৩টি উইকেট শিকার করে খোয়াইয়ের বিজয় দাস ম্যাচসেরা (প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ) নির্বাচিত হন।অন্যদিকে, উদয়পুরের কেবিআই মাঠে অনুষ্ঠিত গ্রুপ-বি'র দ্বিতীয় ম্যাচে আমবাসাকে ১০ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে খড়কুটোর মতো উড়িয়ে দিয়েছে বিশালগড়। এই ম্যাচটিও সকালের বৃষ্টির কারণে বিলম্বিত হয়ে দুপুর ১:৫২ মিনিটে শুরু হয় এবং ১৫ ওভারের নির্ধারণ করা হয়। টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে বিশালগড়ের বোলিং তোপের মুখে পড়ে ১৫ ওভারে ৭ উইকেটে মাত্র ৩০ রান তুলতে সক্ষম হয় আমবাসা। বিশালগড়ের পক্ষে সৌরভ দেবনাথ মাত্র ৩ ওভার বল করে ২টি মেডেনসহ ১ রান খরচায় ২টি উইকেট তুলে নেন। ৩১ রানের মামুলি লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে বিশালগড়ের দুই ওপেনার কোনও উইকেট না হারিয়ে মাত্র ৫.২ ওভারেই ৩২ রান তুলে দলের বড় জয় নিশ্চিত করেন। দলের পক্ষে ঈশান দত্ত ১৭ বলে ১টি চার ও ১টি ছক্কার সাহায্যে ১৭ রান করে অপরাজিত থাকেন। বল হাতে দুর্দান্ত ও কিপটে বোলিং পারফরম্যান্সের সুবাদে বিশালগড়ের সৌরভ দেবনাথ ম্যাচসেরার পুরস্কার লাভ করেন।

ব্লাড মাউথকে হারিয়ে তপন মেমোরিয়াল নকআউট ট্রফি কসমোপলিটনের ঘরে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ঐতিহ্যবাহী তপন মেমোরিয়াল নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতে নিল কসমোপলিটন ক্লাব। আজ ঐতিহ্যবাহী এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের মেগা ফাইনালে তারা ব্লাড মাউথ ক্লাবকে ৪৯ রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। সকালের বৃষ্টি এবং ভেজা মাঠের কারণে ম্যাচ শুরু হতে কিছুটা বিলম্ব হয়, যার ফলে আম্পায়াররা ম্যাচটিকে ৩১ ওভারে নামিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেন। টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে কসমোপলিটন ক্লাব নির্ধারিত ৩১ ওভারে ৮ উইকেটের বিনিময়ে ১৯৮ রানের একটি লড়াকু পুঁজি খাড়া করে। দলের পক্ষে ওপেনার লক্ষ্য কুমার ৭৮ বলে ৬টি চারের সাহায্যে সর্বোচ্চ ৬৯ রানের একটি দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন। এছাড়া লোয়ার অর্ডারে সৌরভ কর মাত্র ১৫ বলে ৫টি চার ও ২টি ছক্কার সাহায্যে ৩৬ রানের একটি ঝড়ো ক্যামিও উপহার দেন। ব্লাড মাউথ ক্লাবের পক্ষে বল হাতে দারুণ সফল হন এপ্রিল দেববর্মা (৪/৬৩) এবং দীপ্তানু চক্রবর্তী (৩/১৫)।১৯৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই কসমোপলিটন ক্লাবের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে ব্লাড মাউথ ক্লাব। দলের পক্ষে ওপেনার বিক্রম কুমার দাস ৩৯ বলে ৪৫ রান (৪টি চার ও ১টি ছয়) করে প্রতিহত করার চেষ্টা করলেও অন্য ব্যাটাররা তাকে যোগ্য সঙ্গ দিতে ব্যর্থ হন। কসমোপলিটানের টাইট বোলিং ও দুর্দান্ত ফিল্ডিংয়ের চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত ২৫.৫ ওভারে মাত্র ১৪৯ রানেই গুটিয়ে যায় ব্লাড মাউথ ক্লাবের ইনিংস।কসমোপলিটন ক্লাবের এই মহাকাব্যিক জয়ের অন্যতম নায়ক সৌরভ কর। ব্যাটিংয়ে ঝড় তোলার পর বল হাতেও তিনি ব্লাড মাউথের ব্যাটিং লাইন-আপ গুঁড়িয়ে দেন। তিনি ৫.৫ ওভার বল করে ৩৭ রান খরচায় মূল্যবান ৪টি উইকেট দখল করেন। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে স্বাভাবিকভাবেই ম্যাচসেরার (প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ) পুরস্কার জিতে নেন সৌরভ কর। এই জয়ের সাথে সাথেই ট্রফি উল্লাসে মেতে ওঠেন কসমোপলিটন ক্লাবের ক্রিকেটার ও সমর্থকেরা।

বাধারঘাট কোচিং সেন্টারকে হারিয়ে রামনগর স্পোর্টিং ক্লাবের দুর্দান্ত জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক ৫০ ওভারের ক্রিকেট টুর্নামেন্টের পঞ্চম ম্যাচে আজ সহজ জয় তুলে নিল রামনগর স্পোর্টিং ক্লাব। পুলিশ ট্রেনিং অ্যাকাডেমি মাঠে অনুষ্ঠিত গ্রুপ-সি'র এই প্রথম ম্যাচে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় বাধারঘাট কোচিং সেন্টার। কিন্তু রামনগর স্পোর্টিং ক্লাবের নিয়ন্ত্রিত ও বিধ্বংসী বোলিংয়ের সামনে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে বাধারঘাটের ব্যাটিং লাইন-আপ। মাত্র ২২.২ ওভারে ৬৫ রানেই গুটিয়ে যায় তাদের ইনিংস। দলের পক্ষে কোয়েল সরকার ৪০ বলে সর্বোচ্চ ১৭ রান করলেও অন্য কোনো ব্যাটার দুই অঙ্কের ঘরে পৌঁছাতে পারেননি। রামনগর স্পোর্টিং ক্লাবের সফল বোলারদের মধ্যে সংগীতা দেবনাথ ২০ রানে ৩টি এবং পূজা পাল মাত্র ১১ রান খরচ করে ২টি উইকেট শিকার করে বাধারঘাটের ব্যাটিং বিপর্যয় ডেকে আনেন।জয়ের জন্য ৬৬ রানের সহজ লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে অবশ্য ৪টি উইকেট হারাতে হয় রামনগর স্পোর্টিং ক্লাবকে। তবে লক্ষ্য ছোট থাকায় ম্যাচ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে কোনও অসুবিধা হয়নি তাদের। ২৪ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ৬৬ রান তুলে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় রামনগর। দলের পক্ষে ওপেনার তনুশ্রী সরকার ৬১ বলে ৩টি চারের সাহায্যে গুরুত্বপূর্ণ ২৭ রান করেন এবং পূজা পাল ১৬ বলে ১২ রান করে অপরাজিত থাকেন। বাধারঘাট কোচিং সেন্টারের পক্ষে অলকা মুন্ডা ১৪ রানে ২টি উইকেট নিলেও তা দলের পরাজয় এড়ানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না। বল হাতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সুবাদে রামনগর স্পোর্টিং ক্লাবের সংগীতা দেবনাথ ম্যাচসেরা (প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ) নির্বাচিত হন।

অনূর্ধ-১৩ রাজ্য ক্রিকেট : ধর্মনগরের বড় জয় বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত উদয়পুর, শান্তিরবাজার ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ-১৩ রাজ্যভিত্তিক ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আজ গ্রুপ "সি"-র ম্যাচে কমলপুরকে ৪৬ রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত করেছে ধর্মনগর। কৈলাসহরের আরকেআই স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচটি সকাল ৯টায় শুরু হওয়ার কথা থাকলেও সকালের বৃষ্টি ও মাঠ ভেজা থাকার কারণে দীর্ঘক্ষণ খেলা বন্ধ থাকে। অবশেষে দুপুর ১:৫৪ মিনিটে ম্যাচটি শুরু করা সম্ভব হলে আম্পায়াররা ওভার কমিয়ে ১৫ ওভারের নির্ধারণ করেন। টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে ধর্মনগর নির্ধারিত ১৫ ওভারে ৫ উইকেটের বিনিময়ে ৯৮ রানের লড়াকু পুঁজি সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অর্ণব সিং ২০ বলে ২টি ছক্কার সাহায্যে ২৪ রান এবং মহসিন হোসেন ১৪ বলে ২টি ছক্কার সাহায্যে ২১ রান করেন। এছাড়া বিহান দাস ১৬ বলে ২টি চার ও ১টি ছক্কার সাহায্যে ১৯ রান করে দলের ইনিংসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। জবাবে ৯৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ধর্মনগরের আঁটসাঁটো বোলিংয়ের সামনে নির্ধারিত ১৫ ওভারে ৯ উইকেটে মাত্র ৫২ রানেই থমকে যায় কমলপুরের ইনিংস। ধর্মনগরের পক্ষে সাকিবুল হোসেন ১ ওভার বল করে মাত্র ২ রান দিয়ে ২টি উইকেট দখল করেন। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে ধর্মনগরের বিহান দাস ম্যাচসেরা (প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ) নির্বাচিত হন।অন্যদিকে, উত্তর বিলোনিয়া মাঠে আজ টুর্নামেন্টের ষষ্ঠ ম্যাচে গ্রুপ "ডি"-র প্রথম খেলায় মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল উদয়পুর ও শান্তিরবাজারের। সকাল ৯টায় ম্যাচটি শুরু হওয়ার সূচি থাকলেও সকাল থেকেই বিলোনিয়ায় দফায় দফায় বৃষ্টি নামে। বৃষ্টির কারণে মাঠ সম্পূর্ণ খেলার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ায় আম্পায়াররা দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করতে বাধ্য হন। ফলে কোনো বল মাঠে না গড়িয়েই দুই দলকে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

আগরতলায় এশিয়ান র‍্যাংকিং অনূর্ধ-১৬ টেনিস টুর্নামেন্টের জমকালো উদ্বোধন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আজ মালঞ্চ নিবাসস্থিত রাজ্য টেনিস কমপ্লেক্সে মর্যাদাপূর্ণ 'টিটিএ এশিয়ান র‍্যাংকিং ১৬ ও অনূর্ধ টেনিস টুর্নামেন্ট ২০২৬'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হলো। ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এই মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টটি এই নিয়ে টানা চতুর্থ বছরের মতো রাজধানী আগরতলায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত খেলোয়াড়রা অংশ নেন, যাদের মধ্যে বালিকা বিভাগের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন কর্ণাটকের পদ্মপ্রিয়া রমেশ কুমার অন্যতম। উল্লেখ্য, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের পাশাপাশি এবারের আসরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য থেকে একজন করে খেলোয়াড় অংশ নিচ্ছেন, যা টুর্নামেন্টে আন্তর্জাতিক মাত্রা যোগ করেছে।আজকের এই জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী। প্রধান অতিথির পাশাপাশি এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি প্রণব চৌধুরী, সচিব সুজিত রায়, কোষাধ্যক্ষ মৃন্ময় সেনগুপ্ত, যুগ্ম সচিব অরূপ রতন সাহা ও চিন্ময় দেববর্মা এবং এটিএফ সুপারভাইজার প্রবীণ কুমার নায়ক সহ অন্যান্য ক্রীড়াব্যক্তিত্বরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে আয়োজকদের পক্ষ থেকে টুর্নামেন্টের সার্বিক সাফল্য কামনা করা হয়।

মহিলা ক্রিকেটারদের জার্সি প্রদান করল এগিয়ে চলো সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা।এক সংক্ষিপ্ত ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আগরতলা মেলার মাঠ স্থিত এগিয়ে চলো সংঘ আমন্ত্রণ মূলক মহিলা ক্রিকেট টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে দলের মহিলা ক্রিকেটারদের হাতে জার্সি তুলে দেয়। রবিবার দুপুরে সংঘের হল ঘরে এই অনুষ্ঠানে সংঘের মহিলা ক্রিকেটারদের হাতে জার্সি তুলে দেয় সংঘের সভাপতি চঞ্চল নন্দী। প্রসঙ্গত টিসিএ"র উদ্যোগে আয়োজিত এবারের সিনিয়র মহিলাদের একদিনের এবং টি ২০ ওপেন ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশ গ্রহণ করার জন্য সিনিয়র ও জুনিয়রদের নিয়ে একটি ব্যালান্স টিম গঠন করে এগিয়ে চলো সংঘ। জার্সি প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত সংঘের পক্ষ থেকে টিমের মহিলা ক্রিকেটারদের প্রতি আহ্বান জানান যে তারা যেন মাঠে নেমে সাফল্য অর্জন করার পাশাপাশি একটা ভালো ক্রিকেট উপহার দিয়ে সংঘের সভ্য সদস্যদের পাশাপাশি দর্শকদের মন জয় করতে পারেন।জার্সি প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত সংঘের কর্মকর্তারা প্লেয়ারদের উৎসাহ দিয়ে বলেন যেন সংঘের ঐতিহ্য বজায় রেখে সবার মন জয় করে। সংঘের পক্ষ থেকে প্লেয়ারদের জানানো হয় যে, সাফল্য অর্জন করতে পারলে বড় অংকের আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে।এবছর টিসিএ"র ঘরোয়া মহিলা ক্রিকেট টুর্নামেন্টে এগিয়ে চল সংঘকে নেতৃত্ব দেবেন অন্নপূর্ণা দাস। সিনিয়র কোচ দেবজিৎ দত্ত ও শিল্পী দেববর্মার তত্বাবধানে এবার মাঠে নামছে সংঘের টিম। সিনিয়র ও জুনিয়রদের নিয়ে একটা ব্যালান্স টিম নিয়ে এবার মাঠে নামছে এগিয়ে চল সংঘ।

AFFIDAVIT

আমি সবুজ আক্তার (Sabuj Aktar), পিতাঃ আব্দুল খালেক(Abdul Khalek), বাড়িঃ দুর্গানগর, পোঃ কে.কে. নগর,থানাঃ বিশালগড়, সিপাহীজলা, ত্রিপুরা, ৭৯৯১০২। আমার বয়স ৩৯ বছর। পেশায় একজন ব্যবসায়ী। আমার মায়ের সঠিক নাম রুহেলা বেগম(Ruhela Begam) আমার পাসপোর্ট Vide No. N6270666 এ মায়ের নাম ভুলবশত রুহেলা বেগাম (Ruhela Begum) রয়েছে। তাই আমি ১১/০৫/২০২৬ ইং বিশালগড় আদালতে নোটারি এফিডেভিড মূলে রুহেলা বেগম (Ruhela Begam), এবং রুহেলা বেগুম(Ruhela Begum) একই ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করা হোক।

রাজ্য দাবায় অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন ম্যাট্রিক্সের মেহেকদ্বীপ রানার্স প্রাঞ্জল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।দাপট দেখালো ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমির দাবাড়ু রা।অপরাজিত রাজ্যসেরা হলো ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমির মেহেকদ্বীপ গোপ। রাজ্য অনূর্ধ ১৩ দাবা আসরে। বালিকা বিভাগে সেরা হয়েছে অদ্রিজা সাহা। দু"দিনব্যাপী রাজ্য আসর শেষ হয় রবিবার। নাগেরজলাস্থিত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বাস টার্মিনালে হয় আসর। ছয় রাউন্ডের প্রতিযোগিতায় পুরো ছয় পয়েন্টে পেয়ে বালক বিভাগে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মেহেকদ্বীপ। শেষ রাউন্ডে রৌদ্র মজুমদারকে পরাজিত করে রাজ্যসেরা শিরোপা দখল করে ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমির ওই দাবাড়ু টি। আসরে পাঁচ পয়েন্টে ভোকলসে তৃতীয় এবং তৃতীয় স্থান দখল করে যথাক্রমে ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমির প্রাঞ্জল দেবনাথ এবং ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমির অন্তরীপ আচারিয়া। সাড়ে চার পয়েন্টে চতুর্থ স্থান দখল করে আদ্রুশ কর্মকার এবং পঞ্চম স্থান দখল করে পীতাম্বর দেবনাথ। বালিকা বিভাগে সাড়ে চার পয়েন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অদ্রিজা সাহা। চার পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করে আদ্য দেও। খেলা পরিচালনা করেন মিটন গোপ। রাজ্য আসর থেকে জাতীয় আসরের জন্য ত্রিপুরা দল বাছাই করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাজ্য দাবা সংস্থার সচিব মিঠু দেবনাথ।

ত্রিতাস, দিয়ার অলরাউন্ড নৈপুণ্যে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে হারালো চলমান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র মহিলা আমন্ত্রণী ৫০ ওভারের ক্রিকেট টুর্নামেন্টের তৃতীয় ম্যাচে আজ এক রোমাঞ্চকর জয় তুলে নিল চলমান সংঘ। টিআইটি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত গ্রুপ 'এ'-র এই দ্বিতীয় ম্যাচে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে ৪ উইকেটে পরাজিত করেছে তারা। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে চলমান সংঘের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের মুখে চরম ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। দলের পক্ষে তৃষ্ণা ছেত্রী সর্বোচ্চ ২৫ (৩৮ বল) এবং রুদ্রাক্ষী সাহা ২০ (৫৬ বল) রান করলেও, ৩৯.৩ ওভারে মাত্র ১৩২ রানেই গুটিয়ে যায় ইউনাইটেডের ইনিংস। চলমান সংঘের হয়ে বল হাতে রীতিমতো আগুন ঝরিয়েছেন ত্রিতাস সরকার। তিনি মাত্র ৩৭ রান খরচ করে একাই তুলে নেন ৫টি উইকেট। এছাড়া দিয়া দাস ৪ ওভারে মাত্র ৭ রান দিয়ে শিকার করেন ২টি উইকেট।১৩৩ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে চলমান সংঘকেও বেশ বেগ পেতে হয়। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের বোলার তানিশা ভৌমিক ৩১ রানে ২টি উইকেট নিয়ে প্রতিপক্ষ শিবিরে চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। তবে চলমান সংঘের ব্যাটার দিয়া দাসের ধৈর্যশীল ও লড়াকু ব্যাটিং ম্যাচটিকে তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। ১০৪ বল খেলে ২৩ রানের একটি অতি মূল্যবান ও দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন দিয়া। শেষ পর্যন্ত ৪৮.৩ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে (১৩৩/৬) পৌঁছে যায় চলমান সংঘ। বল হাতে মাত্র ৩৭ রানে ৫ উইকেট নিয়ে চলমান সংঘের জয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করার জন্য ত্রিতাস সরকারকে ম্যাচের সেরা (প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ) ঘোষণা করা হয়।

ক্যারাটে পদকজয়ীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন সেন্টারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। রাজ্যের মাটিতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ। ঘরের মাঠে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন হওয়ায় রাজ্যের একটা ব্যাপক অংশ ক্যারাটে প্রশিক্ষণার্থীরা অংশগ্রহণ করে। শুধু তাই নয়, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করে রাজ্যের ছেলে মেয়েরা। আগরতলা উমাকান্ত ক্যারাটে কিড সেন্টারের প্রশিক্ষণার্থীরা বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে অংশ নিয়ে রেকর্ড সংখ্যক পদক ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়। এই কিড সেন্টারের প্রশিক্ষনার্থীরা ২৫ টি স্বর্ণপদক, ২২ টি সিলভার ও ১৩ টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে। অসাধারণ এই সাফল্যের জন্য রবিবার উমাকান্ত একাডেমির মুক্তমঞ্চে পদক জয়ীদের সংবর্ধনা জানালো উমাকান্ত ক্যারাটে কিড সেন্টার। খানিকটা দেরিতে হলেও অসাধারণ এই সাফল্যের জন্য সম্বর্ধনা পেয়ে স্বাভাবিকভাবে খুশি পদকজয়ীরা। এদিনের এই কর্মসূচি প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক স্বর্ণপদক জয়ী মৃন্ময় চক্রবর্তী সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে জানান, দীর্ঘদিন ধরেই সফলতার সাথে রাজ্যের ছেলেমেয়েদের ক্যারাটে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে এই সেন্টারটি।আগামী দিন আরো ভালো ফলাফলই এখন মূল লক্ষ্য।

অনূর্ধ-১৩ রাজ্য ক্রিকেট : প্রথম দিনে জয়ী সদর "এ" এবং জিরানিয়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ-১৩ রাজ্যভিত্তিক ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ২০২৫-২৬ মৌসুমের আসর আজ থেকে মাঠে গড়িয়েছে। রানিরবাজার মাঠে অনুষ্ঠিত গ্রুপ-এ'র প্রথম ম্যাচটি সকাল ৯টায় শুরু হওয়ার কথা থাকলেও, সকালের বৃষ্টি এবং মাঠের প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে খেলা শুরু হতে দুপুর ১২:৫৫ বেজে যায়। ফলে ম্যাচটি কমিয়ে ২২ ওভারের করা হয়। টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে সদর "এ" দল নির্ধারিত ২২ ওভারে ৪ উইকেটের বিনিময়ে ১২৬ রানের লড়াকু স্কোর গড়ে। দলের পক্ষে অরিত্র রঞ্জন ৫৯ বলে ৯টি চার ও ১টি ছক্কার সাহায্যে দুর্দান্ত ৫৯ রান করেন। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে সদর "এ" দলের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে ২২ ওভারে ৮ উইকেটে ৯২ রানেই থমকে যায় সোনামুড়ার ইনিংস। ৩৪ রানের এই জয়ে বল হাতে ৫ ওভারে ১টি মেডেনসহ মাত্র ১৩ রান দিয়ে ৩টি উইকেট শিকার করে ম্যাচসেরা (প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ) হন সদর "এ" দলের দীপাঞ্জন দত্ত। অন্যদিকে, নিপকো মাঠে অনুষ্ঠিত গ্রুপ-এ'র দ্বিতীয় ম্যাচে মোহনপুরকে ৭ উইকেটের বড় ব্যবধানে পরাজিত করেছে জিরানিয়া। নির্ধারিত ৪০ ওভারের এই ম্যাচে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় মোহনপুর। কিন্তু জিরানিয়ার বোলার আদিত্য রাজের বিধ্বংসী বোলিংয়ের মুখে পড়ে মাত্র ২৮.৩ ওভারে ৮০ রানেই অল-আউট হয়ে যায় তারা। আদিত্য মাত্র ৫ ওভার বল করে ২টি মেডেনসহ ৩ রান খরচায় ৩টি উইকেট তুলে নেন। ৮১ রানের সহজ লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে জিরানিয়া ৩টি উইকেট হারালেও ২৮.৫ ওভারে ৮৪ রান তুলে সহজেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। দলের পক্ষে মোহাম্মদ রিজওয়ান ৫২ বলে ৬টি চারের সাহায্যে সর্বোচ্চ ৩৩ রান করে অপরাজিত থাকেন। বল হাতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সুবাদে জিরানিয়ার আদিত্য রাজ ম্যাচসেরার পুরস্কার লাভ করেন।

কসমোপলিটান ক্লাবের দাপুটে জয় ১০ উইকেটে পরাজিত আগরতলা সেন্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণী ৫০ ওভারের টুর্নামেন্টের চতুর্থ ম্যাচে আজ এক অনবদ্য জয়ের সাক্ষী থাকল ক্রিকেটপ্রেমীরা। গ্রুপ-বি'র এই দ্বিতীয় ম্যাচটি তালতলা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল সকাল ৯টায়, তবে মাঠ ভিজে থাকায় খেলা কিছুটা বিলম্বে শুরু হয় এবং ওভার কমিয়ে ৪৫ ওভারের করা হয়। টসে হেরে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে আগরতলা কোচিং সেন্টারের ব্যাটাররা কসমোপলিটান ক্লাবের নিয়ন্ত্রিত ও বিধ্বংসী বোলিংয়ের মুখে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন। মাত্র ৩৮.৫ ওভারে ৮৪ রানেই গুটিয়ে যায় আগরতলা কোচিং সেন্টারের ইনিংস। দলের পক্ষে ঋদ্ধি নমঃ সর্বোচ্চ ২০ রান (১০৭ বল) করলেও অন্য কোনো ব্যাটার ক্রিজে টিকতে পারেননি। কসমোপলিটান ক্লাবের পক্ষে দুর্দান্ত বোলিং পারফরম্যান্স প্রদর্শন করে অন্ত রানী নোয়াতিয়া ৮ রানে ২টি, সুরভী রায় ৮ রানে ২টি এবং রেশমি নোয়াতিয়া মাত্র ৩ রান দিয়ে ২টি উইকেট লাভ করেন।৮৫ রানের সহজ লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে কসমোপলিটানের দুই ওপেনার শুরু থেকেই আগ্রাসী ব্যাটিং করতে থাকেন। মাত্র ৯.২ ওভারেই কোনো উইকেট না হারিয়ে ৮৮ রান তুলে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় কসমোপলিটান ক্লাব। দলের পক্ষে বিস্ফোরক ব্যাটিং করে ২৩ বলে ৩৩ রান (৫টি চার ও ১টি ছয়) করে অপরাজিত থাকেন মৌচৈতি দেবনাথ। অন্যদিকে ৩৭ বলে ৩১ রান করে তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দেন এঞ্জেল পাল। অসাধারণ বোলিংয়ের সুবাদে ম্যাচসেরার (প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ) পুরস্কার ছিনিয়ে নেন কসমোপলিটানের সুরভী রায়। এই দাপুটে জয়ের ফলে টুর্নামেন্টে নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করলো কসমোপলিটান ক্লাব।

এশিয়ান গেমসের আগে স্বস্তি, ইস্তানবুলে ডব্লিউটিটি-তে সোনা বাংলার সুতীর্থা-ঐহিকার

এক মাসের ব্যবধান। ফের তুরস্কে ডব্লিউটিটি ফিডারে চ্যাম্পিয়ন হলেন বাংলার প্যাডলার সুতীর্থা মুখোপাধ্যায় এবং ঐহিকা মুখোপাধ্যায়। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে ক্যাপাডোসিয়ায় মহিলা ডবলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার রাতের দিকে ইস্তানবুলে ফের একই ইভেন্টে সেরা হল এই জুটি। এশিয়ান গেমসের বছরে ডব্লুটিটি-র মঞ্চে সুতীর্থা-ঐহিকার টানা সাফল্য আশা বাড়াচ্ছে ভারতীয় টিটি-র।

ইস্তানবুলে ফাইনালে সুতীর্থা-ঐহিকার প্রতিপক্ষ ছিল শীর্ষবাছাই ইউ-ঝুন লি এবং তুং-চুয়ান চেন জুটি। প্রথম গেম ১১-৮ পয়েন্টে জিতে শুরুতেই অ্যাডভান্টেজ পেয়ে যায় এই ভারতীয় জুটি। দ্বিতীয় গেমে একটা সময় লি-চেন এগিয়ে যান ৭-১ পয়েন্টে। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সুতীর্থারা জেতেন ১২-১০ পয়েন্টে। তৃতীয় গেম দুই বঙ্গকন্যা ৩-১১ পয়েন্টে হারার পর চতুর্থ গেমেও শুরুতে ০-৮ ব্যবধানে এগিয়ে যায় চাইনিজ তাইপের জুটি। দুরন্ত প্রত্যাবর্তনে টানা আটটা পয়েন্ট তুলে ৮-৮ করেন সুতীর্থারা।

শেষ পর্যন্ত ১২-১০ পয়েন্টে গেম জিতে চ্যাম্পিয়ন হন তাঁরা। ইস্তানবুল থেকে হোয়াটসঅ্যাপ কলে সুতীর্থা বলছিলেন, "দু'মাসে দু'টো ডব্লিউটিটি ফিডার জিততে পেরে ভালোই লাগছে। ফাইনালে পিছিয়ে গেলেও আমরা চাপে পড়িনি। নিজেদের পারফরম্যান্সের উপর ভরসা রেখেছিলাম। প্রতিপক্ষ কী করছে, সেসব নিয়ে ভাবনাচিন্তা করিনি। তারই ফল পেয়েছি।"

এশিয়ান গেমসের বছর হওয়ার এবার একটু বেশিই প্রতিযোগিতায় নামতে হচ্ছে সুতীর্থাদের। এশীয় ক্রীড়ার শ্রেষ্ঠ মঞ্চে শেষ সংস্করণে দুরন্ত ফর্মে ছিলেন সুতীর্থা-ঐহিকা জুটি। যদিও এবার একসঙ্গে জাতীয় দলে জায়গা পাবেন কি না, তা নিশ্চিত নয়। সুতীর্থা বলছিলেন, "ঐহিকার সঙ্গে খেলতে আমি খুবই স্বচ্ছন্দ্য। দীর্ঘদিনের বোঝাপড়া রয়েছে ওর সঙ্গে। সেটা খেলার সময় সাহায্য করে। এশিয়ান গেমসের দল কী হবে, এখনও জানি না। তবে আমরা তৈরি থাকছি।" তুরস্ক থেকে সরাসরি পর্তুগালে ডব্লিউটিটি ফিডার খেলতে যাচ্ছেন সুতীর্থারা। অন্যদিকে, ইস্তানবুলের এই ইভেন্টে পুরুষদের সিঙ্গলসে সেমিফাইনালে হেরে গিয়েছেন ভারতের অঙ্কুর ভট্টাচার্য ও প্রয়াস জৈন।

চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের রোগী এবং তাদের স্বজনদের প্রতি আন্তরিক ও সংবেদনশীল হতে হবে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে: রক্তদানই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দান। রক্তের কোনো বিকল্প নেই এবং রক্তের অভাবে যেন একটি প্রাণও অকালে ঝড়ে না পড়ে, সেই লক্ষ্য নিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আজ আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজ অডিটোরিয়ামে আন্তর্জাতিক নার্স ডে উপলক্ষে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে এই অভিমত ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা।

তিনি বলেন, রক্তই আমাদের মনে করিয়ে দেয় মানুষের সবচেয়ে বড় ধর্ম মানবতাবাদ। রক্তের কোন জাত, ধর্ম বা ভেদাভেদ নেই। রক্ত আমাদের শেখায় আমরা সবাই এক এবং মানবতার বন্ধনে আবদ্ধ। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্মদিন ও আন্তর্জাতিক নার্স দিবসের অঙ্গ হিসেবে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

তিনি বলেন, চিকিৎসাক্ষেত্রে নার্সদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হাসপাতালের সুনাম এবং রোগীদের সুস্থতা অনেকাংশেই নার্সদের নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতার ওপর নির্ভর করে। মানুষের সেবা করার সুযোগ প্রত্যেকে পায়না। কিন্তু নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রতিদিন এই মহান দায়িত্ব পালন করছেন। তাই তাদের কাজ শুধু পেশা নয়, এটি এক মানবিক অঙ্গীকার ও বটে। তিনি চিকিৎসক নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের রোগী এবং রোগীর পরিবারের প্রতি আন্তরিক ও সংবেদনশীল হওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, অনেক সময় রোগীর পরিবার মানসিকভাবে অত্যন্ত বিব্রত অবস্থার মধ্যে থাকেন। সেই সময় তাদের সঙ্গে সহানুভূতিশীল আচরণ ও মানবিক ব্যবহার অনেক বড় শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়নের বিভিন্ন দিকের উপর মুখ্যমন্ত্রী আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা ও প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার মতো জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধা পাচ্ছেন। রাজ্যে শিশু মৃত্যুর হারও অনেকাংশ হ্রাস পেয়েছে। তিনি বলেন, ডাবল ইঞ্জিন সরকারের উন্নয়ন মানুষ উপলব্ধি করতে পারছেন। বর্তমান সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রের উন্নয়নের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের উন্নয়নেও সমান গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে চলছে। এজিএমসি, আইজিএম সহ রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্প্রসারণ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষার উন্নয়নেও সরকার ধারাবাহিকভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

স্বেচ্ছায় রক্তদানের গুরুত্ব প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রক্তদানের কোনো বিকল্প নেই। রাজের ব্লাড ব্যাংকগুলিতে রক্তের চাহিদা পূরণে সরকার সজাগ রয়েছে। গত বছরের তুলনায় এবছর এখন পর্যন্ত রক্ত সংগ্রহের পরিমাণ অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৫-২৬ সালে রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৪৪ হাজার ৩০৯ ইউনিট রক্ত সংগৃহিত হয়েছে। তিনি বলেন, নিয়ম অনুযায়ী একটি রাজ্যে জনসংখ্যার প্রায় ১ শতাংশ পরিমাণ রক্ত মজুত থাকা প্রয়োজন। তবে রক্তের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাও অত্যন্ত জরুরী। এই বিষয়গুলির উপর রাজ্য রক্ত সঞ্চালন পর্ষদ নিয়মিত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে চলছে।

মুখ্যমন্ত্রী রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন এবং রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে। তিনি রাজ্যের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি যুব সমাজকে স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. দেবাশ্রী দেববর্মা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য অধিকার ও রোগ প্রতিরোধ দপ্তরের অধিকর্তা ডা. অঞ্জন দাস, ত্রিপুরা নার্সিং কাউন্সিলের রেজিস্টার প্রমুখ।

বিজেপির ঐতিহাসিক জয় উপলক্ষে বড়জলায় বিজয় মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে: পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও পুদুচেরি বিধানসভা নির্বাচন এবং ধর্মনগর উপনির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির জয় উপলক্ষে আগরতলার বড়জলা এলাকায় বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয়।

বড়জলা ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জগদীশ দাসের নেতৃত্বে আগরতলা পুর নিগম ও বড়জলা মণ্ডলের উদ্যোগে এই বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এবং দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে গোটা এলাকায় উৎসবের আবহ তৈরি হয়।

বিজয় মিছিলকে কেন্দ্র করে বিজেপি নেতা-কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। হাতে দলীয় পতাকা নিয়ে কর্মী-সমর্থকরা স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠেন।

এদিন বিজয় উৎসবে অংশ নিয়ে দলীয় নেতারা বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, এই জয় প্রধানমন্ত্রীর নীতি ও উন্নয়নের জয়। দেশের উন্নয়ন ও সুশাসনের ধারাকে আরও সুসংহত করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বানও জানান তারা।

কালভার্ট নির্মাণে ভোগান্তি, ঝুঁকির মুখে ব্যবসায়ীদের দোকান

খোয়াই, ১৭ মে: খোয়াই শহরের প্রাণকেন্দ্রে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা বক্স কালভার্ট নির্মাণের কাজকে কেন্দ্র করে বাড়ছে উদ্বেগ ও ক্ষোভ। প্রায় দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা এই নির্মাণকাজের ফলে শহরের বিভিন্ন এলাকায় ব্যবসায়ীদের চরম সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে অদূরদর্শী ও ধীরগতির কাজের কারণে বেশ কয়েকটি দোকান বর্তমানে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় পৌঁছে গেছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, নির্মাণকাজের জন্য রাস্তার পাশ খোঁড়া হলেও অনেক জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে কাজ বন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই দোকানের নিচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে এবং ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছে দোকানের ভিত্তি। এতে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা।

এমনই পরিস্থিতির শিকার খোয়াই শহরের সুভাষ পার্ক কমার্শিয়াল সংলগ্ন ব্যবসায়ী সুশান্ত নাথ। তাঁর অভিযোগ, দোকানের নিচ থেকে ক্রমাগত মাটি সরে যাওয়ায় যেকোনো মুহূর্তে দোকানটি ভেঙে পড়তে পারে। বিষয়টি একাধিকবার পুর প্রশাসনের নজরে আনা হলেও স্থায়ী সমাধানের পরিবর্তে সাময়িক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে দাবি তাঁর।

অভিযোগ, সকালে মাটি দিয়ে ভরাট করা হলেও পরে আবার সেই মাটি সরিয়ে ফেলা হয়। ফলে বৃষ্টি হলেই শহরের বিভিন্ন অংশে জল জমে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠছে। এতে শুধু ব্যবসায়ীরাই নয়, সাধারণ পথচারীদেরও ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে।

এদিকে দ্রুত সমস্যার সমাধান এবং নির্মাণকাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার দাবিতে সরব হয়েছেন একাংশ দোকানি ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

প্রজন্ম বাঁচাও কর্মসূচিতে ডি ওয়াই এফ আই-এর গর্জমান মিছিল, বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৭ মে : ত্রিপুরার "আট বছরের অপশাসন" থেকে যুব সমাজকে রক্ষা করার লক্ষ্য নিয়ে "প্রজন্ম বাঁচাও" কর্মসূচির অংশ হিসেবে রবিবার ডি ওয়াই এফ আই কমলপুর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে হালহালি বাজারে এক গর্জমান মিছিল সংগঠিত হয়। সি পি আই (এম) অফিসের সামনে থেকে শুরু হওয়া মিছিলটি বাজারের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় পার্টি অফিসের সামনে এসে শেষ হয়। পরে যুব নেতা প্রকাশ কেয়টের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন সি পি আই (এম) ধলাই জেলা কমিটির সম্পাদক অঞ্জন দাস, যুব নেতা তাপস দাস ও সুলেমান আলি। উপস্থিত ছিলেন গণআন্দোলনের নেতা অমর ভট্টাচার্য, রনবিজয় দত্ত ও সুবীর দেব।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অঞ্জন দাস অভিযোগ করেন, হাজার হাজার যুবক-যুবতীর জীবনকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি তাদের ভিশন ডকুমেন্টে প্রথম বছরে ৫০ হাজার চাকরি, সমস্ত শূন্যপদ পূরণ, অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ, স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং বেকারত্ব দূর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে গত আট বছরে রাজ্য সরকার সব মিলিয়ে ২৫ হাজার চাকরিও দিতে পারেনি।

তিনি আরও দাবি করেন, রাজ্যে সরকারি কর্মচারীর সংখ্যা দেড় লক্ষ থেকে কমে এক লক্ষের নিচে নেমে এসেছে। তাঁর কথায়, বিজেপি সরকার মানেই প্রতিশ্রুতির সঙ্গে নির্মম প্রতারণা।

অঞ্জন দাস অভিযোগ করে বলেন, বিভিন্ন দপ্তরে বছরের পর বছর নিয়োগ প্রক্রিয়া ঝুলিয়ে রেখে বেকারদের সঙ্গে নিষ্ঠুর খেলা খেলছে সরকার। চার বছর আগে পুলিশের ৬ হাজার ৩৬১টি অস্থায়ী স্পেশাল এক্সিকিউটিভ পদে আবেদন নেওয়ার পর সম্প্রতি সেই নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করা হয়েছে। একইভাবে ২০২২ সালে ফায়ারম্যান ও ড্রাইভারের পদে পরীক্ষার পরও নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে দেওয়া হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, একের পর এক "বেকার বিরোধী" ভূমিকার কারণে চাকরি প্রার্থীরা চরম হতাশা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। পাশাপাশি শাসক দলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে রাজ্যের যুব সমাজের একাংশকে নেশায় আসক্ত করে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি।

দেশ ও রাজ্যের স্বার্থে যুব সমাজকে সঠিক পথে ধাবিত করে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবির আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান সিপিআই(এম) নেতা।

মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

আগরতলা, ১৭ মে: আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার হিসেবে পরিচিত মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর-এর মৃত্যুবার্ষিকী আজ রাজ্যজুড়ে যথাযোগ্য মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়। ১৯৪৭ সালের ১৭ মে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মাত্র ৩৯ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ১৯২৩ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের রাজা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর ত্রিপুরার আধুনিকীকরণ, শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার এবং জনজাতিদের জমির অধিকার সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব ও উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ আজও রাজ্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে।

এদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। বিশেষ করে আগরতলার বটতলায় অবস্থিত তাঁর রাজকীয় শ্মশানঘাটে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান এইডিসির সিইএম রুংনিয়াল দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন এমডিসি রাজেশ্বর দেববর্মা-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানে মহারাজার অবদান স্মরণ করে তাঁকে আধুনিক ত্রিপুরার স্থপতি হিসেবে অভিহিত করা হয়।

গণ্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের এনএসএস বিশেষ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ১৭ মে :- গণ্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের সাত দিনব্যাপী বিশেষ শিবির সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। রবিবার শেষ দিনে অনুষ্ঠিত হয় পুরস্কার ও শংসাপত্র বিতরণী অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের ভাইস প্রিন্সিপাল খজেন্দ্র ত্রিপুরা।

এদিন দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, লোকনৃত্য ও রিল মেকিং প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। একই সঙ্গে সেরা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অনিক রায় ও ইন্দ্র ত্রিপুরাকে সম্মানিত করা হয়। শিবিরে অংশগ্রহণকারী সকল স্বেচ্ছাসেবীদের শংসাপত্র ও উপহার প্রদান করা হয়।

সালেমায় নাটকীয় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার পর আটক নম্বরবিহীন বোলেরো, গ্রেপ্তার চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে: ধলাই জেলার সালেমা মহকুমায় নাটকীয় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার পর একটি সন্দেহভাজন নম্বরবিহীন বোলেরো গাড়ি আটক করেছে পুলিশ। ঘটনায় গাড়ির চালককেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রবিবার সকাল থেকে কয়েক ঘণ্টা ধরে চলে এই অভিযানে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এলাকাজুড়ে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রবিবার সকাল প্রায় সাড়ে ১০টা নাগাদ মুঙ্গিয়াকামী নাকা পয়েন্ট থেকে খবর আসে যে আগরতলা থেকে আমবাসার দিকে একটি নম্বরবিহীন বোলেরো গাড়ি দ্রুতগতিতে ছুটে আসছে। নাকা পয়েন্টে গাড়িটিকে থামানোর জন্য পুলিশ সিগন্যাল দিলেও চালক নির্দেশ অমান্য করে নাকা ভেঙে পালিয়ে যায়।

এরপরই আমবাসা থানাকে সতর্ক করা হয়। পরে খবর আসে গাড়িটি কমলপুরের দিকে যাচ্ছে। সেই অনুযায়ী সালেমা থানার ওসি দীপক দাস থানার পুলিশ কর্মীদের নিয়ে সালেমা থানার সামনে নাকা পয়েন্ট তৈরি করেন। কিন্তু সেখানেও গাড়িটি নাকা ভেঙে দ্রুত পালিয়ে যায়।

এরপর শুরু হয় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। সালেমা থানার পুলিশ গাড়িটির পিছু নেয়। শান্তিরবাজার এলাকায় পৌঁছে রাস্তা বন্ধ দেখতে পেয়ে গাড়ির চালক পুনরায় সালেমার দিকে ফিরে আসে। পরে বিভিন্ন গ্রামীণ রাস্তা দিয়ে পালানোর চেষ্টা চালায় অভিযুক্ত।

শেষ পর্যন্ত মেন্দি এলাকার একটি রাস্তা দিয়ে পালানোর সময় পুলিশ সামনে থেকে গাড়িটিকে আটক করতে সক্ষম হয়। তবে গাড়ি থামিয়ে চালক জঙ্গলে পালিয়ে লুকিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ জঙ্গল ঘিরে চিরুনি তল্লাশি চালিয়ে অভিযুক্তকে আটক করে।

প্রথমদিকে সন্দেহ করা হচ্ছিল গাড়িটিতে কোনো কনট্রাব্যান্ড সামগ্রী থাকতে পারে। পরে স্থানীয় জনগণ ও পুলিশ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে গাড়িটি তল্লাশি চালিয়ে কোনো নিষিদ্ধ সামগ্রী পাওয়া যায়নি।

পুলিশ জানায়, ধলাই কন্টোল রুম থেকে তথ্য আসে যে গাড়িটি দক্ষিণ জেলা থেকে চুরি হয়েছে। সেই তথ্য বিভিন্ন জেলার কন্টোল রুমে পাঠানো হয় এবং সালেমা থানাকেও সতর্ক করা হয়। শান্তিরবাজারের এসডিপিও-ও গাড়িটি চুরি হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বলে জানা গেছে।

তদন্তে আরও জানা যায়, গাড়িটির সামনে ও পিছনে লেখা "গভর্মেন্ট অফ ত্রিপুরা" শব্দ মুছে ফেলা হয়েছিল। গাড়ি থেকে কিছু সরকারি দপ্তরের ফ্লেক্স এবং একটি সাময়িক অস্ত্রও উদ্ধার করেছে পুলিশ। বর্তমানে গাড়িটিকে সালেমা থানায় নিয়ে গিয়ে আটক রাখা হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের বেহাল অবস্থা, ক্ষুব্ধ জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৭ মে: উত্তর জেলার লক্ষাধিক মানুষের একমাত্র প্রধান চিকিৎসাকেন্দ্র ধর্মনগর জেলা হাসপাতাল বর্তমানে অব্যবস্থা, নোংরামি ও প্রশাসনিক উদাসীনতার চরম উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে। দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালের বেহাল পরিষেবা নিয়ে সাধারণ মানুষ ও রোগীর পরিবার অভিযোগ জানিয়ে এলেও পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি হয়নি। বরং দিন যত গড়াচ্ছে, সমস্যা আরও প্রকট আকার ধারণ করছে বলে দাবি স্থানীয়দের।

রোগী ও পরিজনদের অভিযোগ, উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা, আধুনিক পরিকাঠামো এবং রোগীবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার আশ্বাস বহুবার দেওয়া হলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। হাসপাতালের বিভিন্ন সমস্যাকে কেন্দ্র করে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে পানীয় জলের সমস্যা। হাসপাতাল চত্বরে জল পরিশোধনের মেশিন থাকলেও অধিকাংশ সময় সেখানে জল পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ। ফলে প্রচণ্ড গরমে রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

অভিযোগ উঠেছে, হাসপাতালের একাধিক বেড রোগীদের ব্যবহারের পরিবর্তে আবর্জনা ও অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী রাখার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে বহু রোগী বাধ্য হয়ে মেঝেতে চিকিৎসা নিচ্ছেন। সচেতন মহলের মতে, একটি জেলা হাসপাতালের ক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতি অত্যন্ত লজ্জাজনক। পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে সাফাই কর্মীদের কর্মবিরতির কারণে। দীর্ঘদিন বেতন না পাওয়ার অভিযোগে কর্মবিরতিতে যাওয়ায় হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড, করিডর ও শৌচাগারে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হয়েছে। দুর্গন্ধ, ময়লা ও অপরিষ্কার পরিবেশের কারণে রোগী, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা চরম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

বিশেষ করে রোগীদের জন্য থাকা শৌচাগারগুলির অবস্থা অত্যন্ত বেহাল বলে অভিযোগ। নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাবে সেখানে সংক্রমণের আশঙ্কাও বাড়ছে বলে মনে করছেন চিকিৎসক মহলের একাংশ।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, শুধুমাত্র উপরিভাগে সংস্কার নয়, গোটা হাসপাতাল ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণে হাসপাতালের পরিষেবা ভেঙে পড়েছে বলেও অভিযোগ উঠছে। একইসঙ্গে দায়িত্বজ্ঞানহীন আধিকারিক ও কর্মীদের বদলির দাবিও জোরালো হচ্ছে।

উত্তর জেলার সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, একটি জেলা হাসপাতালের যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে?

তিন রাজ্যে বিজেপির জয়ের উল্লাসে ৩৬ শান্তির বাজার মণ্ডলের বিজয় মিছিল

শান্তিরবাজার, ১৭ মে: তিন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির বিপুল জয়ের উল্লাসে উৎসবের আবহ তৈরি হয় ৩৬ শান্তির বাজার মণ্ডলে। রবিবার ৩৬ শান্তির বাজার মণ্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত বিজয় মিছিলে অংশ নেন দলীয় কর্মী-সমর্থকরা। ঢাক-ঢোল, আবির ও বাজির শব্দে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।

এদিন বিজয় মিছিলটি শান্তির বাজার বিজেপি মণ্ডল কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়। পরে মিছিলটি বাজারের বিভিন্ন জনপদ পরিক্রমা করে। 'ভারত মাতা কি জয়', 'নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ' সহ বিভিন্ন স্লোগানে সরব হয়ে ওঠেন কর্মী-সমর্থকরা। শেষপর্যন্ত শান্তির বাজার মোটরস্ট্যান্ডে এসে বিজয় উল্লাসে মেতে ওঠেন উপস্থিত সকলে।

মিছিলে কর্মীদের সঙ্গে পা মেলান মণ্ডল সভাপতি দেবাশীষ ভৌমিক, কৃষাণ মোর্চার দক্ষিণ জেলা সভাপতি সত্যব্রত সাহা, মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক বিকাশ সেন, কৃষাণ মোর্চার মণ্ডল সভাপতি দিব্যেন্দু চৌধুরী, জনজাতি মোর্চার রাজ্য কমিটির মিডিয়া ইনচার্জ রবীন্দ্র রিয়াং, যুব মোর্চার প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি অনিলি রিয়াং-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এদিন মণ্ডল সভাপতি দেবাশীষ ভৌমিক বলেন, "তিন রাজ্যের এই জয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র নেতৃত্বে উন্নয়নের জয় এবং জনতার আস্থার জয়। এই জয়ের উল্লাসে থেমে থাকলে চলবে না। এখন থেকেই ২০২৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি প্রতিটি বুথ ও প্রতিটি ঘরে শুরু করতে হবে।"

তিনি আরও জানান, এদিনের বিজয় মিছিলে কর্মী-সমর্থকদের উৎসাহ ও উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

অভাবকে জয় করে সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণিতে ৯৪ শতাংশ নম্বর পেল ধর্মনগরের বেবি পাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৭ মে: উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমার রাগনা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বেবি পাল এবারের সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় ৯৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ধর্মনগরের বীর বিক্রম ইস্টিটিউশনের ছাত্রী বেবির এই কৃতিত্বে খুশির হাওয়া বইছে গোটা এলাকাজুড়ে।

বেবি পালের বাবা কল্যাণ কুমার পাল পেশায় একজন কৃষক এবং মা দীপ্তি পাল গৃহবধূ। সীমিত আয়ের সংসারে আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়েই দুই মেয়ের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হয়েছে পরিবারকে। সেই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও অধ্যবসায়, কঠোর পরিশ্রম এবং পরিবারের সহযোগিতায় এই সাফল্য অর্জন করেছে বেবি।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বেবির বড় বোন লক্ষী পালও ছোট বোনের পড়াশোনায় বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছে। দুই বোনের প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগ আজ এলাকায় এক অনুপ্রেরণার দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

বেবি জানিয়েছে, ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে স্বনির্ভর হওয়াই তার মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পরিবারের পাশে দাঁড়াতে চায় সে।

ববির এই সাফল্যে রাগনা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষ অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। স্থানীয়দের বক্তব্য, আর্থিক অনটনের মধ্যেও এমন সাফল্য সত্যিই প্রশংসনীয় ও অনুপ্রেরণাদায়ক। তারা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বেবির উচ্চশিক্ষার জন্য আর্থিক সহায়তার আবেদন জানিয়েছেন।

টেরেসা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ২৮তম প্রতিষ্ঠা দিবসে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে: টেরেসা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ২৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আগরতলার মুক্তধারা হলে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক কুমার মজুমদার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

এদিন রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক কুমার মজুমদার। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবার অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি ক্ষেত্রেও স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, টেরেসা ডায়াগনস্টিক সেন্টার গত ২৮ বছর ধরে সততা, নিষ্ঠা ও বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে রোগ নির্ণয়ের কাজ করে চলেছে এবং রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

মেয়র আরও বলেন, রাজ্যের সমস্ত বেসরকারি রোগ নির্ণয়কারী সংস্থাকে আরও দায়িত্বশীল ও যত্নশীল হয়ে কাজ করতে হবে। বিভিন্ন সময়ে কিছু বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠার প্রসঙ্গ টেনে তিনি সঠিক রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত ও নির্ভুল পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান।

সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে এখন রাজ্যে বড় বড় অপারেশনও সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। কিডনি, হার্টসহ বিভিন্ন জটিল অস্ত্রোপচার করে চিকিৎসা ক্ষেত্রে নতুন নজির গড়া হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

এছাড়াও রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন বলেও মন্তব্য করেন।

দীর্ঘ ১৩ বছরেও সংস্কার হয়নি রাস্তা দুর্ভোগে বাঁশপুকুর পশ্চিম পাড়ার বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ১৭ মে: কাঁঠালিয়া ব্লক এলাকার একাধিক গ্রামীণ রাস্তার বেহাল অবস্থাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। বিশেষ করে ২৩ ধনপুর বিধানসভার অন্তর্গত যাত্রাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁশপুকুর পশ্চিম পাড়া এলাকার রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

এলাকাবাসীর দাবি, সামান্য বৃষ্টি হলেই রাস্তা কাদায় ভরে যায় এবং চলাচলের প্রায় অযোগ্য হয়ে পড়ে।

প্রতিদিন স্কুল পড়ুয়া, রোগী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে। জরুরি প্রয়োজনে যানবাহন চলাচলও ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ।

স্থানীয়দের বক্তব্য, ভোটের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা রাস্তা সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে গত ১৩ বছর ধরে রাস্তাটির উল্লেখযোগ্য কোনও সংস্কার করা হয়নি। ফলে দীর্ঘদিন ধরে সমস্যার মধ্যেই দিন কাটাতে হচ্ছে এলাকাবাসীকে।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। কাদা ও জল জমে রাস্তায় হাঁটা পর্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। বহুবার প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও এখনও পর্যন্ত কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে দাবি তাঁদের। এলাকাবাসীরা দ্রুত রাস্তাটির সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন। তাদের বক্তব্য, উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি শুধু নির্বাচনের সময় নয়, বাস্তবেও কার্যকর হওয়া উচিত।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas